تحفة الاخيار

فى دفع شرارة الاشرار

দ্বিতীয় খণ্ড

তোহ্‌ফাতুল আখ্‌ইয়ার

ফি

দাফ্‌-ই-শারারাতিল আশ্‌রার

তাজিমী সিজদার ফত্‌ওয়া

মুফতীয়ে আজম গাউছে জামান আল্লামা ছৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রঃ)

ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ, ফরহাদাবাদ হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

তোহফাতুল আখ্ইয়ার
বা
পূণ্যবানদের জন্য সওগাত

تُحفَةُ الاَخيار

مِنْ مؤلّفاتِ واقف الحقائِق كاشف الدّقائِق سيّد المناظِرين
سند المحقّقين مفتى الاَعظم غوث الزّمان العلّامه
سيّد امينُ الحق ابن الفاضل الواصِل العالِم الكامِل مولٰنا
سيّد عبد الكريم (بوّاهما الله فى جنّاتِ النّعيم)
جاتجامى ، ثمّ الفرهاد آبادى ، بنغلاديشى

দ্বিতীয় খন্ড

মূল ঃ—

মুফ্তীয়ে আজম গাউছে জামান ছৈয়দুল মুনাজেরিন ছনদুল মোহাক্কেকিন
আল্লামা ছৈয়দ আমিনুল হক, ফরহাদাবাদী (রঃ)

অনুবাদ ঃ—

আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ছুপী ছৈয়দ ফয়জুল ইসলাম
ফরহাদাবাদী (রঃ)

তোহফাতুল আখ্‌ইয়ার ফি দফ্‌ ই'শরারাতিল আশরার (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল :
গাউছে জমান মুজাদ্দিদে মিল্লাত, ছৈয়দুল মোনাজেরিন, মুফতীয়ে আজম,
আল্লামা শাহসূফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ)

প্রকাশক :
আওলাদে ফরহাদাবাদী ও সাজ্জাদানশীনে দরবার
শাহজাদা মৌলভী সৈয়দ লুৎফুল হক ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ জহুরুল হক ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ আজিজুল হক ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ আবু তালেব ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হোসাইন ফরহাদাবাদী
শাহজাদা সৈয়দ জিয়াউল হক ফরহাদাবাদী (র) এর পক্ষে তাঁর পুত্রগণ

সহযোগিতায় :
সাহেবজাদা সৈয়দ রায়হান

গ্রন্থসত্ব :
সর্বসত্ব, প্রকাশক ও আনজুমানে গাউছিয়া আমিনিয়া ফয়জিয়া প্রকাশনা পরিষদ কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল :
প্রথম প্রকাশ : ১৩১৩ বাংলা
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৯৭ বাংলা
তৃতীয় প্রকাশ : ১০ আশ্বিন ১৪০৭ বাংলা
চতুর্থ প্রকাশ : ১০ মাঘ ১৪১৩ বাংলা
পঞ্চম প্রকাশ : ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ বাংলা
ষষ্ঠ প্রকাশ : ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ বাংলা

মুদ্রণে :
আল-মদিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
১৮২, আল-ফাতেহ শপিং সেন্টার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-৬২২২৬৪

হাদিয়া : ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র। U. S. $: 3.00

প্রকাশনায় ও প্রচারণায় :
আনজুমানে গাউছিয়া আমিনিয়া ফয়জিয়া
ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ, নুর আলী মিয়ার হাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

বিঃ দ্রঃ- অত্র কিতাবের বাংলা অনুবাদ প্রকাশকদের অনুমতি ব্যতিরকে কেউ হুবহু কিংবা আংশিক ছাপালে তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত দণ্ডবিধি ও কপিরাইট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রকাশকগণ অধিকারী হবেন, তবে যে কোন লেখক অত্র কিতাবের উদ্ধৃতি রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে কোন বাধা নেই।

প্রকাশের কথাঃ

আল্লাহ্ পাকের জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি মৃত্তিকা সৃষ্টি মানবকে নিজ জ্ঞান দানে সৃষ্টির সেরা গুনে গুনান্বিত করিয়াছেন । তাঁহার নবী সৃষ্টির সেরা হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) এর উপর এবং নবীর বংশধর ও আছহাবগণের প্রতি পরিপূর্ণ ভাবে অসংখ্য ছালাত ও সালাম বর্ষিত হউক । তাঁহার বিশিষ্ট বন্দাগণের প্রতিও বর্ষিত হউক যাহারা একত্ববাদী ও আহলে একীনদের কেবলা।

তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার নামক পর্দা উম্মোচনকারী কিতাবখানা সমস্ত তরীকত পন্থীদের জন্য এবং বিশেষ করিয়া বেলায়তে মাইজভান্ডারীর অনুগতদের জন্য বিরাট উপাদেয়। দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের ফয়উজাত ও বরকতের উৎস, আবুল ওয়াকত, আবরার ও অলীকুল সম্রাট, সম্মানিত কুতুব বিশ্বঅলি গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী হজরত মাওলানা শাহ্ছুপী ছৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ ফানী ফিল্লাহ্ বাকী বিল্লাহ্ (কুঃ) ছাহেব বেলায়তের উজ্জ্বল শিখা নিয়া যখন এই ধরাধামে জহুর হইলেন, অসংখ্য মানব পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার সুশীতল অত্যুজ্জ্বল ধ্রবতারার ন্যায় দিশারী বেলায়তে আশ্রয় গ্রহণে খেদমত শরীফে হাজির হইতে লাগিলেন। নিজের অহমিকা বিসর্জনে অবনত মস্তকে উক্ত ফজীলতে রব্বানীর তা'জীম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ছিফাতে বশরীর বিদুরতা পূর্বক হেজাবে জোলমানী অপসারনে তজকীয়ায়ে নফছ ও হায়াতে কলবীর উদ্দেশ্য হালকা মজলিশ করতঃ বাজনা সহকারে আল্লাহ্ রছুল পীর মোর্শেদের প্রশংসায় গানগীতি পাটে ও জিকিরে জলী সহকারে অজদ করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহা বেলায়তে মাইজভান্ডারীর এক বিরাট অবদান । অল্প সময়ে লতিফা ও দেহে বিদ্যুৎ ময়গতিতে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং উরূজে রুহানিয়তে বিশেষ ফলপ্রসূ। জনগন মাইজভান্ডারী আশেক তালেবদের হালকা জজবা দেখিতে গিয়া নিজেও জজবাতের অধিকারী সম্পন্ন হন।

ইলমে মারেফত বা খোদা পরিচিতি জ্ঞানহীন কতেক জাহেরী ভাষাবিদ আলেম উহা দর্শনে ইঙ্কার করতঃ শরীয়ত বিরোধী আল্লাহ রছুলের খেলাফ, বেদ্আত ইত্যাদি আখ্যা দিতে লাগিলেন এবং মানবকে খোদায়ী প্রদত্ত আলো হইতে মাহ্রূম করার প্রয়াসে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহা দেখিয়া হজরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর কেবলার শ্রেষ্ট খলিফা অদ্বিতীয় আলেম, ইলমে শরীয়ত ও মারফাত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী, যুগের ইমাম গজ্জালী বলিলেও যাহাকে অত্যুক্তি হইবে না, বেলায়তের অধিকারী মুফতীয়ে আজম গাউছে জামান, ছৈয়দুল মুনাজেরিন ছনদুল মোহাক্কেকিন আল্লামা ছৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রঃ) মানবের উপকার সাধনে "উক্ত তোহফাতুল আখ্ইয়ার" কিতাবখানা পূর্ববর্তী বুজুর্গদ্বীনের কিতাব, পবিত্র কোরআন ও হাদীছের অকাট্য দলিলাদি সংগ্রহ করিয়া ছেমা ও সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ জায়েজের প্রমাণস্বরূপ লিপিবদ্ধ করেন। উহার মকবুলিয়াতের জন্য তাঁহার পীর হজরত গাইছুলআজম মাইজভান্ডরীর খেদমতে পেশ করেন।

হজরত ইঁহা শুনিয়া আনন্দিত হন এবং আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে মোনাজাত ও দোয়া করেন এবং উক্ত কিতাবে দস্তখত করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সাধারন মানুষের উপকারার্থে উহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয় । তৎকালীন চট্টগ্রামে পুথি সাহিত্যের প্রচলন বেশী থাকায় মুল আরবী, ফার্সী সহপুথির ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ হয়। বর্ত্তমানে পুথি সাহিত্যের প্রচলন কমিয়া যাওয়ায় গদ্য সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়।

তাই গ্রন্থকারের এক মাত্র পুত্র পীরে কামেল মুফতি আলহাজ্ব মওলানা শাহছুফী ছৈয়দ ফয়জুল ইসলাম ফরহাদাবাদী (রঃ) ছাহেব যুগের প্রয়োজনে এবং মোসলমানদের উপকার্থে উক্ত কিতাবখানার বাংলা অনুবাদ করেন । এই কিতাবখানার প্রথমখন্ড তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশ করা হইয়াছিল । দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন মহল হইতে আমাদের কাছে তাগিত আসিতে থাকে। তাই আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করিলাম। আশা করি পাঠক মহোদয়গন কিতাবে বর্ণিত মাছায়েলাদির জ্ঞান অর্জনে উপকৃত হইবেন। বিশ্বঅলি গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর দরবারের নগন্য খাদেম হিসাবে আমাদিগকে দোয়া করিবেন।

বিনীত
প্রকাশক বৃন্দ

সূচী পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ-

সওয়াল ঃ সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ উপর শরিয়তের হুকুম কি ? ---------------------------- ১
জওয়াব ঃ মনাকেবল মাহবুবীন কিতাব হইতে সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ্র দলিল ------------ ৪
ফওয়ায়েদুল ফুয়াদ কিতাব হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল ----------------------- ৬
তোহফায়ে বরজখিয়া কিতাব হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল -------------------- ৯
গঞ্জরাজ কিতাব হইতে সাজদাহ্ - এ - তাহিয়্যাহ্র দলিল ------------------------------ ১০
ফতওয়া আজিজিয়া হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল ------------------------------ ১২
তফছির আহমদী এবং অন্যান্য তপছির হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল ----------- ১৪
ফতওয়া কাজী খান হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল -------------------------------- ১৫
রদ্দুল মোহতার কিতাব হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল --------------------------- ১৬
তফছির কলালি হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল ----------------------------------- ১৭
তফছির কবীর হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল ------------------------------------ ১৯
ফতওয়া আলমগীরি হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল ------------------------------- ২১
তফছির কবীর হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল ------------------------------------ ২২
হাদিছে রছুল (দঃ) -- ২২
সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র সম্পর্কে গ্রন্থকারের মতামত ------------------------------ ২৪
রদ্দুল মোহতার কিতাব হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল -------------------------- ২৬
মইনুদ্দীন ওয়ায়েজ লিখিত তফছির হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল -------------- ২৬
আল্লামা আবু সউদের রচিত তপছির হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল -------------- ২৮
মছনবী শরীফ হইতে নবীও অলিমগণের মর্যাদার বিবরন ------------------------------ ৩০
তফছির ফতহুল আজীজ হইতে সাজদাহ্-এ- তাহিয়্যাহ্র দলিল ------------------------ ৩১
মছনবী শরীফ হইতে নবীও অলিগণের মর্যাদার বিবরণ ------------------------------- ৩২
মছনবী শরীফ হইতে হজরত বায়েজিদ বোস্তামির হজ্বের রাহে এক বুজুর্গের দরশন ---- ৩৪
তজকরাতল মায়াদ কিতাব হইতে বুজর্গদ্বীনদের মর্যাদা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ------------ ৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ-

সওয়ালঃ পীর মোরশেদগণের খেদমত ও অনুগত্যতা -------------------------------- ৩৮
জওয়াবঃ ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রঃ) এর মকতুবাত হইতে
পীরে কামেলের খেদমত ও আদবের বর্ণনা -- ৩৯
পীরের 'হক' সম্পর্কে বর্ণনা -- ৪৫
মজমুয়া ফতওয়া হইতে আল্লাহ্পাকের তজল্লির বর্ণনা ------------------------------ ৪৮
পীরে কামেলের চেহেরা খোদা-তায়ালার ঝলওয়া দেখিবার আয়না ------------------- ৫০
মছনবী শরীফ হইতে পীরে কামেলের বর্ণনা ------------------------------------- ৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ-

সওয়াল ঃ পীরের হাতে হাত রাখিয়া বাইআত গ্রহণ শর্ত কিনা ? -------------------- ৫৩

জওয়াব ঃ তালীমুদ্দীন কিতাব হইতে বাইআতের দলিল -- ৫৪
আজামুতফাছীর কিতাব হইতে বাইআতের দলিল -- ৫৫
তফছীর আহমদী কিতাব হইতে বাইআতের দলিল -- ৫৬
তফছির ফতহুল আজীজ হইতে তাওয়াজ্জুর বর্ণনা -- ৫৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ-

সওয়াল ঃ ইলমে তাছাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ,
তরিকত অনুসন্ধান করা, ওয়াজেব কিনা -- ৬০
জওয়াব ঃ এরশাদুল তালেবীন কিতাব হইতে ইহার দলিল -- ৬২
দলীলুল আরেফীন কিতাব হইতে ইহার দলিল -- ৬৪
ফতওয়া আজীজীয়া কিতাব হইতে ইহার দলিল -- ৬৫
হাদীছে রছূল (দঃ) -- ৬৬
সামসুল আরেফীন কিতাব হইতে ইহার দলিল -- ৬৮
গ্রন্থকারের রচিত কছিদা (বঙ্গানুবাদসহ) -- ৭৩
গ্রন্থকারের রচিত কছিদা (বঙ্গানুবাদসহ) -- ৭৭
এলতেজা বদরগাহে গাউছু আজম মাইজভান্ডারী শাহ্ (বাংলা উচ্চারণসহ) ------------ ৮১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

تُحۡفَةُ الۡاَخۡيَارِ فِیۡ دَفۡعِ شَرَارَةِ الۡاَشۡرَارِ

তোহ্‌ফাতুল আখ্‌ইয়ার

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাজদাহ—এ—তাহিয়্যাহ

سجدۂ تحیّہ یا تعظیم کے بارے سوال مع جواب

سَوال :- اینکہ اگر مریدانِ شیفتہ حال وشاگردانِ سوختہ بال بارادۂ تعظیم وتحیّت بجائے سلام مسنون سرپیش شیخ خود بنہد وآستان بوسی نمایند ایں فعل حسب شریعت وطریقت چہ حکم دارد؟ (بَيِّنُوۡا وَتَوَجَّرُوۡا)

বঙ্গানুবাদ ঃ সওয়াল ঃ— আশেক মুরীদান ও পাখাজ্বালা সাগরিদ্‌গণ তা'জীমের উদ্দেশ্যে সালামের পরিবর্তে পীরের সম্মুখে নিজের মাথা অবনত করে এবং আস্তানায় চুমা দেয়। শরীয়ত–তরীকত মতে উক্ত কাজের হুকুম কি? বর্ণনা করুন।

جواب :- آں فعل حسب شریعت وطریقت جائز است کَمَا فِیۡ مُنَاقِبِ الۡمَحۡبُوۡبِيۡن روزے حضرت سلیمان محبوب بعد نماز عصر در مسجد تونسہ بر مصلّی نشستہ بودند وعلماء وفقراء وعزیزان اہل صفہ ہم در حلقۂ مجلس حضور نشستہ بودند ایں بندۂ عاجز ہم نشستہ بود چوں وقت مغرب قریب آمد حضرت برائے تجدید وضو برخاستند وحاضران مجلس ہم برائے تعظیم حضرت برخاستند چوں وضو کردہ باز حضرت صاحب در مسجد آمدہ بر مصلی خود نشستند شخصے طالب العلم مسکنہ بلدہ بشور بگستاخی تمام گفت یا حضرت! ایں کے رواں بود کہ مردماں برائے تعظیم

شما در مسجد برخاسته شوند و نیز سجده کنند که تعظیم کسی در مسجد منع است ، و
سجدۀ تعظیم حرام است بلکه بکفر رساند بر لفظ مبارک بملائمی تمام راندند
که من کدام کس را گفته ام تعظیم من در مسجد و غیر جائے بکنید و مرا سجده نمائید
دریں وقت عالمے کہن سال از ولایت خراسان آمده بود بسوئے آں طالب
العلم متوجه شده گفت که تعظیم پیر و استاد و مادر و پدر و علماء و سادات
در مسجد جائز است و آنکه در باب نهی تعظیم در مسجد حدیث شریف آمده است
که قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَا تُعَظِّمُنِيْ فِيْ بَيْتِ رَبِّيْ معنی ایں
حدیث اینست که أی فی الصلوٰة یعنی تعظیم در مسجد مکنید درآں حالت
که در نماز باشد و باعث فرمودن ایں حدیث ایں بود که در ابتداء چوں
رسول علیه الصلوٰة والسلام در مسجد شریف آوردی صحابه اگرچه در نماز بودندے
نماز را شکسته تعظیم حضرت صلعم بجا آوردندے رسول علیه الصلوٰة والسلام ازیں
فعل منع کرد که در حالت نماز در مسجد تعظیم من مکنید بعده آں عالم گفت آنکه
برائے سجدۀ تعظیم گفتی ایں هم جائز است پیر و استاد و پیغمبر و بادشاه را که سجده دو
است یکے سجدۀ عبادت دوم سجدۀ تعظیم که هر دو از نص قرآن شریف ثابت
اند امّا سجدۀ عبادت قوله تعالیٰ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا وَلِلّٰهِ ـ
يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۵ این آیات در شان سجدۀ
عبادت است و شرط عبادت و معبودیت دریں جا ذکر کرده است که
اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ است و آنکه حدیث شریف در
نهی سجدۀ بغیر حق تعالیٰ آمده است در همین سجدۀ عبادت آمده است
البته هر که غیر حق دیگیرا سجدۀ عبادت معبود دانسته کند بے شک
کافر گردد ، زیرا نکه سجدۀ عبادت بے غیر حق تعالیٰ دیگر کسے را روا نیست
امّا سجدۀ تعظیم هم نص قرآن شریف ثابت است که قوله تعالیٰ :ـ وَاِذْ
قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۵ وَاَيْضًا

در حق یوسف علیه السلام خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ؕ بس این سجده مباح است
اگر کسے مادر وپدر وپیر واستاد وبادشاه را کند کافر نگردد آں طالب العلم
از شنیدن این جواب باصواب ساکت ماند وهیچ نگفت **کاتب الحروف**
گوید که در سجدۂ تعظیم اختلاف است امّا مشائخ صوفیه متفق اند بر اباحت
آں واکثر فقهاء ومفسرین هم جائز ومباح گویند چنانکه در **تفسیر کشاف**
نوشته است که اَلسُّجُوْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى سَبِيْلِ الْعِبَادَةِ وَبِغَيْرِهٖ
عَلٰى وَجْهِ التَّكْرِمَةِ وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض قَالَ السَّجْدَةُ لَهَا طَرْفَانِ
طَرْفَةُ الْعِبَادَةِ وَطَرْفَةُ التَّحِيَّةِ فَالتَّحِيَّةُ كَانَتْ لِاٰدَمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَالْعِبَادَةُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَجْدَةُ
التَّحِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ السَّلَامِ ودر روایات **جامع الصغير** لَا
بَأْسَ بِوَقْعِ الْخَدَّيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَشَائِخِ در **فتاوی تیسیر**
اَلسَّجْدَةُ اِثْنَانِ سَجْدَةُ الْعِبَادَةِ وَسَجْدَةُ التَّحِيَّةِ، سَجْدَةُ
الْعِبَادَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى خَاصَّةً وَسَجْدَةُ التَّحِيَّةِ بِدُوْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى
فِىْ خَمْسِ مَحَالٍ جَائِزٌ لِقَوْمٍ لِلنَّبِىِّ وَلِمُرِيْدٍ لِلشَّيْخِ وَلِرَعِيَّةٍ
لِلْمَلِكِ وَلِوَلَدٍ لِلْوَالِدَيْنِ وَلِعَبْدٍ لِلْمَوْلٰى فِىْ كُلِّ حَالٍ۔
يُرَخَّصُ ۔ **در فتاوی سراجی** :- اِذَا سَجَدَ الْاِنْسَانُ سَجْدَةَ ۔
التَّحِيَّةِ لَا يَكْفُرُ، **ودر کافی** :- قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيْدُ مَنْ سَجَدَ
بِغَيْرِ اللّٰهِ وَيُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ لَا يَكْفُرُ **كنز العباد** لَوْ قَبَّلَ
رَجُلُ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِ السُّلْطَانِ تَعْظِيْمًا
لَهٗ لَا يَكْفُرُ لِاَنَّهٗ يُرِيْدُ التَّحِيَّةَ وَهُوَ لَا الْعِبَادَةَ **ودر**
مشکوٰة المصابیح حدیث آمده عَنْ ذِرَاعٍ وَكَانَ فِىْ وَفْدِ
عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ فَنُقَبِّلُ
يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهٗ رَوَاهُ

ابوداؤد شريف والحمد لله على ذلك -

বঙ্গানুবাদ ঃ জওয়াব ঃ- উক্ত কাজ শরীয়ত ও তরীকত মতে জায়েজ আছে। মনাকেবুল মাহবুবীন কিতাবে সাজদাহ্‌ এর কথা এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একদিন হজরত শাহ সোলেমান মাহবুব (রাঃ) আছরের নামাজের পর তাসনা মসজিদে জায়-নামাযের উপর বসিয়াছিলেন। আলেম, ফকির এবং হুজুরের প্রিয় সহচরগণ মজলিসের চতুর্দ্দিকে বসিয়াছিলেন। বর্ণনাকারীও উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। যখন মগরিবের নামাজের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল, হজরত শাহ-সোলেমান পুনঃ অজু করার জন্য উঠিলেন। উপস্থিত লোকজন ও তাঁহার সম্মানার্থে দাঁড়াইলেন। অজু করার পর যখন তিনি মসজিদে আসিয়া স্বস্থানে বসিলেন, একজন ছাত্র বেয়াদবীর সহিত জিজ্ঞাসা করিল, হে হজরত ! লোকজন মসজিদের মধ্যে আপনার সম্মানার্থে দাঁড়ান এবং সাজদাহ্‌ করা কোথায় জায়েজ আছে ? মসজিদের মধ্যে কাহারো তা'জীম করা নিষেধ এবং তা'জীমের সাজদাহ্‌ হারাম, এমন কি কাফেরও হইতে পারে। হজরত শাহ-সোলেমান মাহবুব (রাঃ) খুবই নরম ভাষায় বলিলেন, মসজিদে বা অন্যস্থানে আমাকে সম্মান করার জন্য, আমি কি কাহাকে বলিয়াছি এবং আমাকে সাজদাহ্‌ করার জন্যও কাহাকে নির্দ্দেশ দিয়াছি ? সেই সময় উক্ত স্থানে খোরাসানবাসী একজন বয়োঃবৃদ্ধ মোহাক্কেক আলেম আসিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ছাত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, পীর, উস্তাদ, মাতা-পিতা, আলেম ও সৈয়দগণের তা'জীম মসজিদে জায়েজ আছে। মসজিদের মধ্যে তা'জীম নিষেধ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছ শরীফ হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, "আল্লার ঘরে আমাকে তা'জীম করিও না"। এই হাদীছের অর্থ হইল, 'নামাজে থাকা অবস্থায় মসজিদে আমার তা'জীম করিওনা'।

উক্ত হাদীছ শরীফ এরশাদের কারণ হইল, ইস্‌লামের প্রারম্ভে যখন রছুল করীম (দঃ) মসজিদে তশরীফ আনিতেন, ছাহাবাগন নামাজে থাকিলে নামাজ ভঙ্গ করিয়া হজরতের তা'জীম রক্ষা করিতেন। রছুল করীম (দঃ) উক্ত কাজ নিষেধ করিয়াছেন, 'নামাজের অবস্থায় মসজিদে আমার তা'জীম করিও না।'

আপনি যে সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমীর কথা বলিয়াছেন তাহাও পীর, উস্তাদ, পয়গম্বর এবং বাদশাহকে করা জায়েজ আছে। সাজদাহ্‌ দুই প্রকার। যথা (১) সাজদাহ্‌-এ-ইবাদত এবং (২) সাজদাহ্‌-এ-তাহিয়্যাহ্‌ বা সাজদাহ্‌-এ-তা'জীম। উভয় সাজদাহ্‌ই কোরআনের আয়াতের দ্বারা ছাবেত আছে।

প্রথম, সাজদাহ্‌-এ-ইবাদত ঃ- আল্লাহর বাণী, "আল্লাহ্‌কে সাজদাহ্‌ কর এবং আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর; আসমান-জমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌কে সাজদাহ্‌ করিতেছে"। এই আয়াত সাজদাহ্‌-এ-ইবাদত সম্বন্ধে নিহিত, যেহেতু উক্ত আয়াতে ইবাদত এবং মা'বুদিয়তের শর্ত সাপেক্ষে বর্ননা দিয়াছেন, "যদি খাছ করে তোমরা তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক"। হাদীছ শরীফের মধ্যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সাজদাহ্‌ না করার যে নির্দ্দেশ আসিয়াছে, উহা সাজদাহ্‌-এ-ইবাদতের উপর নিহিত। যদি

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকে মাবুদ মনে করিয়া এবাদতের সাজদাহ্ করে, নিঃসন্দেহে কাফের হইবে; যেহেতু সাজদাহ্-এ-ইবাদত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য জায়েজ নাই।

দ্বিতীয় সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ্ বা সম্মান প্রদর্শনার্থে সাজদাহ্ঃ- এই সাজদাহ্ ও কোরআনের আয়াতের দ্বারা ছাবেত আছে।

আল্লাহ্র বাণী, "আমি যখন ফেরেশতাগনকে নির্দেশ দিয়াছিলাম, (তোমরা) আদম (আঃ)কে সাজদাহ্ কর। তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সাজদাহ্ করিল"। ইউছুপ (আঃ) এর ব্যাপারেও কোরআনী বর্ননা রহিয়াছে, "তাঁহারা সকলে ইউছুপ (আঃ) এর সম্মুখে সাজদাহ্ করিল"। সুতরাং এই সাজদাহ্ মোবাহ। যদি কেহ মাতা-পিতা, পীর, উস্তাদ এবং বাদশাহ্কে করে কাফের হইবে না। উক্ত ছাত্র এই সঠিক জওয়াব শুনার পর নীরব রহিল, কিছুই বলিল না। লিখক বলেন,সাজদাহ্-এ-তা'জীমী নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। ছুফীয়ায়ে কেরামগণ ইহার মোবাহ সম্বন্ধে একমত। অধিকাংশ ফকীহ্ এবং মোফাচ্ছেরগণ ইহাকে জায়েজ এবং মোবাহ বলিয়াছেন। তফছীরে কাশ্শাফে লিখিত আছে, আল্লাহ্ পাককে যে সাজদাহ্ করা হয় তাহা এবাদতের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদাহ্ করা হয় তা'জীমের উদ্দেশ্যে। আবু কতাদা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাজদাহ্র দুইটি দিক। একদিক এবাদত এবং দ্বিতীয় দিক তা'জীমের। তা'জীমের দিক হইল আদমের জন্য এবং ইবাদতের দিক হইল আল্লাহ্র জন্যই। ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাজদাহ্-এ-তা'জীমী সালামের পরিবর্তে। জামে ছগীরের রওয়ায়েতে বর্ণিত, পীরের সামনে চেহেরা রাখিলে অর্থাৎ সাজদাহ্ করিলে কোন গুনাহ্ নাই। ফতওয়া তায়ছিরিয়ায় বর্ণিত, সাজদাহ্ দুই প্রকার যথাঃ (১) সাজদাহ্-এ-এবাদত এবং (২) সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ্ বা তা'জীমী। সাজদাহ্-এ-এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। সাজদাহ্-এ-তা'জীমী আল্লাহ্ ব্যতীত ৫টি স্থানে জায়েজ আছে, যথা (১) উম্মতগণ নবীর জন্য, (২) মুরীদান পীরের জন্য, (৩) প্রজাগণ বাদশাহ্র জন্য, (৪) সন্তানগণ মাতা-পিতার জন্য, এবং (৫) গোলাম মুনিবের জন্য তা'জীমী সাজদাহ্ করা প্রত্যেক অবস্থায় এজাজত প্রদান করা হইয়াছে। ফতওয়া ছেরাজীর মধ্যে আছে, যদি কোন মানুষকে তা'জীমী সাজদাহ্ করে কাফের হইবে না। কাফী নামক কিতাবে ছদরে শহীদ বর্ণনা করেন, যদি কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদাহ্ করে, তৎউদ্দেশ্য হইল তা'জীম করা, তবে কাফের হইবে না। কনজুল এবাদ নামক কিতাবে আছে, কোন ব্যক্তি যদি বাদশাহর সহচরগণের সামনে বাদশাহর সম্মানের উদ্দেশ্যে জমীনে চুমা প্রদান করে কাফের হইবে না, কারণ তাহার উদ্দেশ্য তা'জীম, এবাদত নহে। মেশকাতুল মছাবীহ্ নামক হাদীছের কিতাবে একটি হাদীছ জারে হইতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, 'আমরা আবদুল কায়ছের কাফেলায় ছিলাম; যখন আমরা মদীনায় আসিলাম, আমাদের নিজ নিজ শওয়ার হইতে নামিয়া রছূল করীম (দঃ) এর হাত ও পা মোবারকে চুমা দিতে লাগিলাম। (আবু-দাউদ)। ইহাতে আল্লাহ্পাকের প্রশংসা আদায় করি।

قَالَ فِی فَوَائِدُ الفُؤادِ :- بعد ازآں فرمود کہ خلق بر من می آید و روئے بر زمین می آرد چوں از شیخ الاسلام فرید الدین و قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہما العزیز منع نبود من ہم منع نمی کنم دریں بندہ عرض داشت کرد کہ ایں کس کہ پیش مخدوم می آید و روئے بر زمین می آرد در وی مزیدی حاصل می شود و نفس می شکند واَمّا آں مخدوم بزرگ کردہ خدایت بزرگی مخدوم باخدمت کردن مرید متعلق نیست بعد ازآں ذکرہ بالخیر دریں باب حکایت فرمود کہ دریں روز ہا گذشتہ یکے آمدہ بود بزرگ زادہ سیاحت کردہ روم و شام دیدہ چوں بیامد نشست دریں میان وحید الدین قریشی درآمد چوں رسم خدمتگاری است خدمتے کرد و سر بر زمین نہاد ایں مرد کہ نشستہ بود بانگ براو زد و گفت کہ مکن سجدہ کہ جائے نیامدہ است ازیں باب عربدہ کردن گرفت من نخواستم کہ باو مجیب شوم چوں بسیار غلو کرد ایں قدر باو گفتم کہ بشنو غلبہ مکن کہ ہر امرے فرض بودہ باشد چوں فرضیت برخیزد استحباب باقی ماند چنانچہ صوم ایام عاشورہ و ایام بیض بر امم ماضیہ فرض بود در عہد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم چوں روزۂ رمضان فرض شد آں فرضیت ایّام بیض، و ایام عاشورہ برخاست اما استحباب باقی ماند آمدیم در سجدہ، سجدہ بر امم ماضیہ مستحب بود چنانکہ رعیت مر پادشاہ را وامت مر پیغمبر را سجدہ میکردند چوں در عہد رسول صلے اللہ علیہ وسلم سجدہ برخاست اکنو استحباب رفت اباحت ماند اگر مستحب نباشد مباح باشد بر مباح نفی و منع کجا آمدہ است یکے بامن بگو ہمیں انکار صرف چہ کار است چوں ایں قدر او را گفتم ہیچ نتوانست گفت الخ

বঙ্গানুবাদ ঃ- ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, হজরত নেজামউদ্দীন আউলিয়া(কুঃ)তাঁহার এক মুরীদানকে বলেন, 'লোকজন আমার নিকট আসে এবং সাজদাহ্ করে। শেখুল ইস্লাম হজরত ফরিদউদ্দীন এবং হজরত কুতুবউদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (কুঃ) যখন উক্ত তা'জীমী সাজদাহ্ নিষেধ করেন নাই, তজ্জন্য আমিও নিষেধ করি না। ইহা শুনিয়া তাঁহার একজন মুরীদ বিনয়সহকারে আরজ করিল, আমি যখন

আপনার সামনে আসি এবং সাজদাহ্ করি, ফয়েজ বেশী হাছেল হয় এবং নফছের শক্তি ভাঙ্গিয়া যায়। (মুরীদের এই কথা শুনিয়া হজরত নেজামউদ্দীন আউলিয়া (কুঃ) বলিলেন) পীরে কামেলকে আল্লাহ্ই বুজর্গ (শ্রেষ্ট) করিয়াছেন। মুরীদের খেদমতের সঙ্গে বুজগীর কোন সম্পর্ক নাই বরং তাঁদের খেদমত করায় মুরীদানগণ লাভবান হয়। তৎপর এই সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন। কিছুদিন আগে একজন বুজর্গজাদা রোম-শ্যাম ভ্রমন করিয়া এইখানে আসিয়া বসিল, ইতিমধ্যে অহীদ উদ্দীন কুরায়শী আসিয়া খেদমত গারীর তরীকা মতে খেদমত আদায় করিল এবং সাজদাহ্ পেশ করিলে, উক্ত বসালোকটি তাহাকে ডাক দিয়া বলিল, সাজদাহ্ করিও না। সাজদাহ্ কোন স্থানে জায়েজ বলিয়া আসে নাই। এই ব্যাপারে ঝগড়া আরম্ভ করিল। যখন অতিরিক্ত শোর-গোল করিতে লাগিল, তাহাকে উত্তর দিতে আমার ইচ্ছা হইল না। শুধু ইহাই বলিলাম, শুন (না বুঝিয়া) অতিরিক্ত শোর-গোল করিও না। যত ফরজ কাজ আছে, ফরজীয়ত চলিয়া গেলে মোস্তাহাব বাকী থাকিয়া যায়,যেমন, আইয়্যামে আশুরা ও আইয়্যামে বয়জের রোজা পূর্ববর্ত্তী নবীগনের যুগে ফরজ ছিল। রসূল করীম (দঃ) এর জমানায় যখন রমজানের রোজা ফরজ করা হইল, আইয়্যামে অশুরা ও আইয়্যামে বয়জের রোজা ফরজিয়ত উঠিয়া গেল কিন্তু মোস্তাহাব বাকী রহিয়া গেল। এখন সাজদাহ্-এর কথায় আসা যাক। সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ্ পূর্ব্বেকার নবীদের উম্মতের পক্ষে মোস্তাহাব ছিল। সেই যুগে প্রজাগন বাদশাহ্কে এবং উম্মতগণ নবীকে সাজদাহ্ করিত। রসূল করীম (দঃ) এর জমানায় যখন উক্ত সাজদাহ্ এর মোস্তাহাব হুকুম চলিয়া গেল, (শরীয়তের বিধান মতে) যদি মোস্তাহাব না থাকে মোবাহ বাকী রহিল। মোবাহ কাজ নিষেধ কোথায় আছে ? ইহা আমার নিকট বর্ননা কর। ইংকারে কোন কাজ হইবে না। আমি যখন এইটুকু বলিলাম, সে কিছুই বলিতে পারিল না।

فی فوائد الفواد :- فی موضع آخر سخن درآں افتاد کہ مریدان بخدمت مخدوم می آیند و سر بر زمین می نہند خواجہ ذکرہ بالخیر فرمودہ کہ من میخواستم کہ خلق را منع کنم اما چوں پیش شیخ من ہمچنیں کردہ اند منع نکردم بندہ عرض داشت کرد کہ بندگانیکہ بخدمت پیوستہ اند و ارادت آوردہ اند ایں ارادہ و بیعت عبارت است از عشق و محبت و پیر انجا کہ عشق و محبت پیر آمد دراں صورت سر بر زمین نہادن سہل خدمت باشد خواجہ ذکرہ بالخیر بر فق ایں سخن فرمود کہ شنیدم از خدمت شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ وقتے شیخ ابو سعید ابو الخیر در راہے سوار می رفت مریدے پیادہ بیامد و زانوے شیخ بو سید شیخ فرمود فروتر مرید پائے شیخ -

بوسید شیخ فرمود در این ترا چه فرمود که فروتر مقصود نه بوس خود بوده است
تو هرچه فروتر می شدی درجهٔ تو بالاتر میشده از اینجا معلوم شد که غائت ازلال،
نفس بحضرت شیخ در ادائے آداب خدمت وکمال متابعت باعث
حصول کمال فی امرالدین است بنا برآں علمائے دین از غایت تواضع
سرپیش شیخ داشتن را جائز داشته اند وآں نفس را می شکند وموجب
رفع درجهٔ مرید شود الخ

বঙ্গানুবাদ :— ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ কিতাবের দোছরা স্থানে আরো বর্ণিত আছে, 'এই বিষয়ে আলাপ চলিতেছিল যে, মুরীদগণ হজরত নেজামউদ্দীন মখদুম (রাঃ) এর খেদমতে আসিতেন এবং জমীনের উপর মাথা রাখিতেন। জনাবে মখদুম বলিলেন, 'আমি লোকজনকে নিষেধ করিতে চাই, কিন্তু আমার পীরের সামনেও যখন ঐরূপ করিতেন তজ্জন্য নিষেধ করি না। তখন তাঁহার একজন মুরীদ আরজ করিল, যেই বান্দাগণ খেদমতে জড়িত হইয়াছে এবং খেদমতের ইচ্ছা দিলে পোষণ করিয়াছে। তাহাদের জন্য পীরের এশক মোহাব্বতই বায়াত। যেখানে পীরের এশক মহব্বতই উদ্দেশ্য, সেই ছুরতে জমীনের উপর মাথা রাখা সহজ খেদমত বটে। জনাবে মখদুম–নরম ভাষায় বলিলেন, শেখুল ইসলাম হজরত ফরিদউদ্দীন (কুঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, যে কোন এক সময় হজরত শেখ আবু ছঈদ আবুল খাইর (কুঃ) ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার একজন মুরীদ আসিয়া তাঁহার জানুতে চুমা দিলেন। তিনি বলিলেন, আরো নীচে। তখন সে তাঁহার পায়ে চুমা দিলেন। অতঃপর, তিনি বলিলেন, আমি যে তোমাকে আরো নীচে চুমা দিতে বলিলাম, তাহা আমাকে চুমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং তুমি যত নীচ হইয়াছ তোমার মরতবা তত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায়, পীরের সামনে আদবে খেদমত আদায়ের ও পূর্ণ অনুগত্যতাস্বরূপ নিজকে অবনত করা দ্বীনি কাজে কামালিয়ত অর্জ্জনের বৃহত্তম উছিলা। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বীনি আলেমগণ আজীজী হিসাবে পীরের সম্মুখে মাথা অবনত করা জায়েজ রাখিয়াছেন। ইহা প্রবৃত্তিকে ধ্বংশ করে এবং মুরীদের দরজা উন্নতির বিশেষ কারণ।

در کتاب **ظاہر شریعت** مذکور است که اولیاء الله متابعت ارباب
ظواہر نکنند مگر در آنچه حق باشد پیش مسئله سجود تحیت اگرچه نزد فقہاء
مختلف فیه است لیکن چوں جواز آں مختار اولیاء کرام است ہرآئینه بوضوح
پیوسته که قول حق ہمیں است که آں سجده جائز است واولیاء الله

ہرگز برمناہی وآثام اقدام نمایند اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِیَاۤءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ
وَلَاهُمْ یَحْزَنُوْنَ القرآن ۔

বঙ্গানুবাদ ঃ– জাহের শরীয়তের কিতাবে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্‌র অলীগণ জাহেরী আলেমদের অনুগত নয়। কিন্তু যাহা প্রকৃত "হক" বা সঠিক তাহাতেই অনুগত্যতা গ্রহন করে। সুতরাং সাজদাহ্–এ–তা'জীমীর মছআলা নিয়া যদিও ফকীহগণের মধ্যে মত বিরোধ আছে। কিন্তু উহা আওলীয়ায়ে কেরামগণের নিকট জায়েজ এবং পছন্দনীয় কাজ। অতএব, স্পষ্ট বলিতে হয়, সত্যি কথা হইল সাজদাহ্–এ–তা'জীমী জায়েজ। অলীগণ কখনও নিষেধ এবং গুনাহ্ কাজে পা বাড়ান না। পবিত্র কোরআনের বাণী, "হুশিয়ার ! আল্লাহর অলীগণ ভয়মুক্ত এবং তাহাদের কোন সময় পেরেসানী হইবে না।

در تحفۂ برزخیہ مذکور است آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا،
یوسف علیہ السلام کو ماں باپ سے سجدہ کرایا اب فرضیت اور حرمت کو
خیال کرو کہ کسی نبی کی وقت میں فرض ہو اب حرام کیسے ہو دیکھو فرض ہے
مہینے میں تین روزے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں تھی اب
فرضیت جاکر استحباب باقی رہی اسی طرح سے سجدہ کا حکم ہمارے نبی کے
وقت میں بعض مصلحت سے متروک ہوا مگر اباحت باقی رہی اسکو۔
مولانا نصیرالدین چراغ دھلوی نے لکھا ہے الخ

বঙ্গানুবাদ ঃ– <u>তোহফায়ে বরজখিয়া</u> নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, আদম (আঃ) কে ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাজদাহ্ করাইয়াছেন এবং হজরত ইউছুফ (আঃ) কে তাঁহার মাতা–পিতা সাজদাহ্ করিয়াছেন। (এখন) ফরজিয়ত এবং হারামের দিকে দৃষ্টি দাও। কোন নবীর সময় ফরজ ছিল। এখন কিভাবে হারাম হইল ? দেখুন, মাসে তিনটি রোজা হজরত আদম (আঃ) এর সময় ফরজ ছিল, এখন উক্ত রোজা ফরজ নয় তবুও মোস্তাহাব বাকী রহিয়াছে। তদ্রুপ সাজদাহ্‌র নির্দেশ বা মোস্তাহাব হুকুম আমাদের নবীর যুগে কোন কারনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহা মোবাহ বা জায়েজ (শরীয়তের বিধান মতে) বাকী রহিয়াগিয়াছে। মওলানা নাছির উদ্দীন চেরাগে দেহলবী (রহঃ) এইরূপ লিখিয়াছেন।

در گنج راز مذکور است

وجہ حق در وجہ مرشد می نگر در دل مدام ‏— روئے مؤمن آئینۂ مومن مراد ایں تمام
حکم ایں معنی بدانی طالبانِ خاص و عام ‏— پیر را در ہر زمان مسجود ساز د دل مدام
ہر مریدے پیر را آئینہ می سازد دراں ، ‏— وجہ باری بنگرد پس سجدہ سازد زیں زماں
می شنو پیش از زماں مصطفیٰ شہ مرسلاں ‏— مستحب بود سجدۂ انسان نگر اندر قرآن ،
یوسف را سجدہ کردندی نگر نصّ خدا ‏— ہر یکے زاں بود مرسل زاد اوّل مقتدا
بعد ازاں گشتند آنہا انبیاء بشنو ہمیں ‏— کی شود از انبیاء کار حرامی باز بیں ،
آں زماں چوں مستحب بود است اکنوں شد مباح ‏— ہوشداری ایں سخن را می نگر اندر صحاح
کان بر روزے نزد حضرت مصطفیٰ صاحب کبار ‏— آمدہ یک شخص گفتا کای رسول کردگار
من بدیدم در منامت سجدہ کردم مر ترا ‏— گفت او را مصطفیٰ صدق منامت ای ورا
باز آنکس مر نبی را سجدہ کردہ آں زماں ‏— منع ناکردہ مر او را مصطفیٰ شہ مرسلاں
در سلف اکثر مشائخ سجدہ کردہ پیری روا ‏— داشتند اندر حقیقت زیں حدیث مصطفیٰ
کئ کند کس سجدۂ خاکی را بدانی بالیقین ‏— سجدۂ حق سوئے کعبہ باز دانی ہمچنیں ،
باز گویم یک سخن از سجدۂ پیری عیاں ‏— از ملائک سجدۂ آدم چہ بشنو سرّ آں ،
سجدہ را دو حال آمد در طریقت راہ دست ‏— یک تحیت یک عبادت حق بدانی ایں صفا ست
آدمی را شد تحیت ایں سخن را صدق داں ‏— خالقے را شد عبادت سجدۂ پیری چناں ،
نیست چیزے پیش طالب زیں خوش داں ‏— می نہد سر پیش مرشد تا بگردد تحف شاں
شرح ایں بسیار دانی ای پسر در خوش دار ‏— وجہ مرشد می نگر در دل بہ بینی کردگار

বঙ্গানুবাদ :– গঞ্জরাজ কিতাবে বর্ণিত আছে, মুরীদ মাত্রই সব সময় দিলের মধ্যে মোর্শেদের চেহেরার প্রতি নজর রাখিবে এবং পীরের চেহেরার মধ্যে খোদাকে দেখিতেছ ধ্যান করিবে। মোমেনের মুখ মন্ডল মোমেনের জন্য আয়না ইহাই পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য, পীরকে সদা সর্বদা দিলের মধ্যে সাজদাহ্‌যোগ্য বানাইয়া রাখ। যে মুরীদ দিলের মধ্যে পীরের চেহেরাকে আয়না বানাইয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সে খোদাকে দেখিতে পায় এবং তখনই সাজাদাহ্‌-ই পতিত হয়। শাহে মোরছালীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর

পূর্ব্বেকার যুগে মানুষকে সাজদাহ্ করা মোস্তাহাব ছিল। কোরআন পাকে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাইবে। খোদায়ী ভাষায় দেখিতে পাইবে, হজরত ইউছুফ (আঃ)কে সাজদাহ্ করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নবী ছিলেন এবং অতীত যুগের একতেদাযোগ্য মহাপুরুষ। তৎপরবর্তীযুগের নবীগণও ইহা করিয়াছেন। নবীগণ হইতে কখনও হারাম কাজ পাওয়া যাইতে পারে না। পূর্ব্বেকার যুগে যখন সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ মোস্তাহাব ছিল, বর্তমান যুগে উহা মোবাহই। হুস করিয়া, এই দলিলাদি ছহীহ্ কিতাবের মধ্যে দেখ। একদা মানব শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর খেদমতে জনৈক লোক আসিয়া বলিল হে খোদার রসূল ! আমি আপনাকে সাজদাহ্ করিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তখন রসূল করীম (দঃ) বলিলেন, তোমার স্বপ্ন সত্য। তৎপর উক্ত ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) কে সাজদাহ্ করিল। নবী করীম (দঃ) তাহাকে সাজদাহ্ করিতে নিষেধ করেন নাই। অতীতের অধিকাংশ বুজর্গানেদ্বীন উক্ত হাদীছের মর্মমতে পীরকে সাজদাহ্ করা জায়েজ রাখিয়াছেন। একীনের সহিত জানিয়া রাখ, মানুষ কবে মাটিকে সাজদাহ্ করিয়াছে ? এইরূপ ইহাই বুঝ, কাবার দিকেও আল্লাহকে সাজদাহ্ করে। ফেরেশ্তাগণ কর্ত্তৃক আদম (আঃ)কে সাজদাহ্ করার রহস্য-শুন। তরীকত পন্থীদের নিকট সাজদাহর দুই অবস্থা। যথা-(১) তা'জীমী সাজদাহ্ এবং (২) ইবাদতের সাজদাহ্। মানুষের জন্য তা'জীমের সাজদাহ্ এবং আল্লাহ পাকের জন্য ইবাদতের সাজদাহ্ প্রযোজ্য। মুরীদের নিকট নিজ পীর হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কিছু পৃথিবীতে নাই। তাই হাদীয়া স্বরূপ পীরের সামনে মাথা অবনত করে। হে বেটা ! হুশিয়ারে থাক, ইহার বিস্তারিত বর্ণনা তুমি জানিয়াছ, পীরের মুখ মন্ডল দিলের মধ্যে রক্ষিতে থাক, তবে আল্লাহ্‌কে দেখিতে পাইবে।

پس واضح گشت کہ سر نہادن پیش شیخ خود بقصد تعظیم بلا شبہ جائز است
اینچنیں تواضع مرید سبب رفع درجہ وحصول مراد است وآں ہیچ وجہ شرک
نتواں شد چنانچہ از عبارت مجموعہ فتوی عزیزیہ مستفاد گردد
وآں اینکہ آمدیم برانکہ ایں بزرگاں تجویز سجدہ چرا میکردند وتوجیہ فعل ایں
اکابر بعد از تنقیح وتفتیش بسیار چنیں قرار یافتہ کہ سجدہ را دو قسم
دانستند سجدۂ عبادت وسجدہ تحیہ سجدۂ عبادت را خود کفر و حرام
شدید می دانستند وسجدۂ تحیہ را تجویز می فرمودند وفرق درمیان سجدۂ
عبادت وسجدۂ تحیہ باوصف کہ تغایر نیست وتعظیم باطنی در ہر یک بحسب
ظاہر الامر موجود آنست کہ اگر عند الملاقات والمحاضرۃ بطریق تعظیم
وتکریم زاید بر تحیہ مسنونہ واقع شد آں سجدہ تحیہ است اگر بقصد تقرب

الی رجال الغیب و تحصیل کیفیات و مطلوبہ واقع شد آں سجدہ عبادت چنانچہ
سجدہ کفار بسوئے اصنام و سجدہ ملائک برائے آدم علیہ السلام از قسم تحیت
بود چنانچہ اکثر مفسرین برآنند و بعضے گفتہ کہ سجدہ برائے خدا بود و آدم علیہ
السلام را قبلہ کردن منظور بود بہر حال چوں ملائکہ در مقابلہ تعلیم اسماء کہ از -
حضرت آدم علیہ السلام نسبت بایشاں واقع شدہ مامور بایں نوع تحیۃ
شدند دیگر متعلمان و مسترشدان بطریق اولی نسبت بمعلمان - و
مرشدان خود شوند قیاساً جلیاً و چوں در شریعت منسوخ است از فرضیت
بندب انتقال نمود الخ

বঙ্গানুবাদ :— এখন পরিষ্কার হইয়া গেল, নিজ পীরের সামনে তা'জীমের উদ্দেশ্যে মাথা অবনত করা জায়েজ মুরীদ পীরের সামনে এইরূপ আজীজী করা উচ্চ মরতবা সম্পন্ন হওয়ার এবং মকছুদ হাছেলের বিশেষ কারণ বটে। উহা কোন প্রকারেই শিরিক হইবে না। মজমুয়া ফতওয়া আজিজীয়ার ভাষা হইতে বুঝা যায়, বুজর্গানেদ্বীন সাজদাহ্-এ-তা'জীমী কেন জায়েজ রাখেন। তাঁহাদের কাজ কারবারে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বহু চেষ্টা সাপেক্ষে এইমত বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা সাজদাহকে দুই প্রকার মনে করেন। যথা-সাজদাহ-এ-ইবাদত এবং সাজদাহ্-এ-তা'জীমী। সাজদাহ্-এ-ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য তাঁহারা নিজেও কুফরী এবং শক্ত হারাম মনে করেন। তা'জীমের সাজদাহ্ জায়েজ রাখেন। ইবাদতের সাজদাহ্ এবং তা'জীমের সাজদাহ্ দেখিতে কোন পার্থক্য না থাকিলেও উভয় সাজদাহ্র মধ্যে বাতেনী পার্থক্য বিদ্যমান বটে। সাধারনত মোলাকাতের সময় এবং রাস্তায় সাক্ষাতের সময় সালাম হইতে তা'জীম বৃদ্ধি করার নিমিত্ত যে সাজদাহ্ করে উহা সাজদাহ্-এ-তা'জীমী। যদি অনুপস্থিতের নৈকট্য লাভ এবং আকাঙ্খিত কৈফিয়াত বা অবস্থা হাছেল করার উদ্দেশ্যে সাজদাহ্ করিয়া থাকে উহা ইবাদতের সাজদাহ্ যেমন কাফেরগণ মুর্ত্তির প্রতি সাজদাহ্ করে। ফেরেশ্তাগণ হজরত আদম (আঃ)কে যে সাজদাহ্ করিয়াছেন তাহা তা'জীমের সাজদাহ্। অধিকাংশ মোফাচ্ছেরীনগণের মতও তাই। কিয়দাংশ মোফাচ্ছেরীন বলিয়াছেন, সাজদাহ্ খোদার এবং আদম (আঃ)কে কেব্লা করাই উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং ফেরেশ্তাগণ যখন আদম (আঃ) হইতে সৃষ্টির নাম শিক্ষা গ্রহন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হিসাবে উক্ত প্রকার তা'জীমের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ ছাত্র ও শিক্ষক, মুরীদ ও পীরের মধ্যে উক্তরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান হেতু তা'জীমী সাজদাহ্ করিলে খোদায়ী হুকুমের বিপরীত কাজ হইবেনা। ইহা স্পষ্ট কেয়াসে শরয়ী । শরীয়তের মধ্যে যখন উহার ফরজীয়ত বাতেল হইয়াছে তবে মোস্তাহাবের হুকুমই বিদ্যমান।

پس ثابت شد کہ آنچہ در بعض کتب تفاسیر مذکور است کہ آں سجدہ بسبب اسلام منسوخ است ارباب طریقت آں را منکر نیستند زیرا نکہ۔ ایشاں ہم میگویند کہ آں سجدہ منسوخ است بمعنی آنکہ فرضیت و استحباب آں منسوخ است از آں لازم نیاید کہ اباحت آں منسوخ شود و رائے ارباب تفاسیر ہمیں است زیرانچہ از اں جائیکہ سجدہ را منسوخ باسلام۔ گفتہ اند چنانچہ در تفسیر مدارک وغیر آں از کتب تفاسیر مرقوم است وآنچہ از شرائع سابقہ منسوخ باسلام است یعنی در مقابلہ آں حکمے دیگر در شریعت ما نزول یافتہ باشد ضرور نیست کہ آں اصلاً حرام شود بلکہ اباحت باقی ماند زیراچہ حسب قاعدہ اَلْاَصْلُ فِی الْاَشْیَاءِ الْاِبَاحَةُ اباحت اصلیہ امر لیست زائد بر مشروعیت و وقت زوال مشروعیت ضرور نیست کہ اباحت اصلیہ ہم زائل شود و نیز دانستنی است کہ آنچہ از ایات منسوخ است ہر ہمہ در تفسیر احمدی بالتفصیل مذکور است و ایات سجدہ را در آں تفسیر در ایات منسوخات شمار نہ کردہ و صاحب تفسیر احمدی نور الانوار گفتہ هٰذَا كُلُّهٗ فَرْضٌ عَلَى الَّذِیْ یَعْمَلُ بِالْقُرْاٰنِ یُمَیِّزُ النَّاسِخُ عَنِ الْمَنْسُوْخِ وَقَدْ بَیَّنْتُ ذٰلِكَ فِی التَّفْسِیْرِ الْاَحْمَدِیْ بِمَا لَا مَزِیْدَ عَلَیْهِ فِیْ كُتُبِ اَبِیْ حَنِیْفَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ از اینجا معلوم شود کہ آں ایات در مذہب حنفی منسوخ نیست و آنکہ در بعض روایات فقیہ آمدہ کہ آں آیات منسوخ بحدیث است آں خلاف رائے محققین است زیرآنکہ آیت سجدۂ تحیت از قبیل اخبار است و اخبار نزد محققین منسوخ نشود قَالَ فِی التَّفْسِیْرِ الْاَحْمَدِیْ وَالْمُحَقِّقُوْنَ عَلٰی اَنَّهٗ غَیْرُ مَنْسُوْخٍ اِذِ النَّسْخُ اِنَّمَا یَكُوْنُ فِی الْاَحْكَامِ دُوْنَ الْاَخْبَارِ۔

বঙ্গানুবাদ ঃ– কতেক তপছীরের কিতাবে উল্লেখ আছে, সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমী ইসলামের কারণে রদ হইয়াছে। আহলে তরীকত পন্থীগণও ইহা অস্বীকার করেন না, যেহেতু তাঁহারাও বলেন, উক্ত সাজদাহ্‌র ফরজীয়ত এবং মোস্তাহাব রদ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার 'এবাহাত' বা জায়েজের হুকুম রদ বা রহিত হয় নাই। তপছীরকারীগণের মতও তাই, যেহেতু তাঁহারা যে স্থানে উক্ত সাজদাহ্‌ 'রদ' বলিয়াছেন, তথায় ইস্‌লামের দ্বারাই রদ বর্ণনা করিয়াছেন। তপছীরে মদারেক ও অন্যান্য তপছীরের কিতাবে লিখিত আছে, অতীত শরীয়তের যাহা কিছু ইসলামের দ্বারা বাতেল ঘোষিত হইয়াছে অর্থাৎ তৎপরিবর্তে আমাদের শরীয়তে দ্বিতীয় নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আসল হারাম হওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। বরং এবাহাত বা জায়েজের হুকুম বাকী আছে। শরীয়তের কানুন আছে, প্রত্যেক বস্তু আসলে মোবাহ বা জায়েজ। আসলী মোবাহ এমন নির্দ্দেশ যাহা শরীয়তের অনুরূপ হওয়ার অতিরিক্ত। শরীয়তের হুকুম বাতেল হওয়ার দরুন আসলী মোবাহ বাতেলের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তদুপরি যে সব আয়াত মনছুখ বা বাতেল ঘোষিত, উক্ত আয়াতসমূহ তপছীর আহমদীতে বিষদভাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমীর আয়াতকে 'মনছুখ' আয়াতাদির ভিতর উক্ত তপছীরে গন্য করা হয় নাই। তপছীর আহমদীর লিখক নূরুল আনোয়ার নামক কিতাবে বলিয়াছেন, 'যাহারা কোরআনে পাকের প্রতি আমল করে তাহাদের পক্ষে এইগুলি জানা ফরজ, যেন 'মনছুখ' ও 'গায়রে মনছুখ' আয়াতাদি পৃথক করিতে সক্ষম হয়। তপছীরে আহমদীতে উহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইমাম আবু হানিফার মজহাবের কিতাবে ইহার অতিরিক্ত নাই। ইহাতে বুঝা যায়, উক্ত সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমীর আয়াত ইমাম আবু হানিফার মজহাবে বাতেল ঘোষিত নয়। ফকীহ্‌গনের কিছু সংখ্যক রওয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে,উক্ত আয়াত হাদীছের দ্বারা বাতেল ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা মোহাক্কেকীনগণের মতের বিপরীত। যেহেতু সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমীর আয়াত খবর জাতীয়, মোহাকেক্কীনগণের নিকট খবর জাতীয় আয়াত বাতেল হইতে পারে না। তপছীর আহমদীতে আছে, মোহাকেক্কীনগণ বলেন, খবর জাতীয় আয়াত বাতেল নয়। যেহেতু বাতেল ঘোষনা আহকাম সম্বন্ধীয় আয়াতের সহিত নির্দ্দিষ্ট। খবর বাতেল হইতে পারে না।

قَالَ فِي فَتَاوٰى قَاضِيْخَانْ :- اَمَّا اِذَا سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ لِلتَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ لَا لِلْعِبَادَةِ لَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَ اَصْلُهٗ اَمْرُ الْمَلَائِكَةِ بِسُجُوْدِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ سُجُوْدِ اِخْوَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ومقتضائے امر ملائکہ بسجود آدم علیہ السلام وہم مفاد سجود برادرانِ یوسف علیہ السلام حسب قاعدہ شرائع من قبلنا حجۃ لنا ثبوت اباحت است وچوں

درآں امر ملائکہ بسجود آدم ہم بسجود برادران یوسف علیہ السلام در بارہ حکم
عدم کفر حجت آوردہ ہر آئینہ معلوم شدہ کہ آں امر سجود باصلہ منسوخ نشدہ
بلکہ اباحت باقی است وآنچہ از نصوص باصلہ منسوخ بود احتجاج بآں
صحیح نبود پس باقتضائے بقائے ہمیں اباحت اگر از قول وی لَا
یَکُوْنُ کُفْرًا مراد گرفتہ شود کہ آں سجدہ کفر نیست بلکہ مباح
ست محمول برخلاف محتمل نبود ،

বঙ্গানুবাদঃ– ফতওয়া এ কাজী খানে আছে, যদি বাদশাহকে কেহ তাহিয়্যাহ্ বা তা'জীমের উদ্দেশ্যে সাজদাহ্ করে, ইবাদত উদ্দেশ্যে নয়, উহা কুফরী হইবে না। তার আসল দলিল হইল, ফেরেশ্তাগণের প্রতি আদম (আঃ)কে সাজদাহ্ করার নির্দেশ এবং ইউছুফ (আঃ) এর ভাইগণ কর্তৃক ইউছুফ (আঃ)কে সাজদাহ্ করা। আদম (আঃ)কে সাজদাহ্ করার জন্য ফেরেশতাগণের প্রতি নির্দেশ এবং ইউছুফ (আঃ)কে মাতা-পিতা ও ভাইগণ কর্তৃক সাজদাহ্ করার দ্বারা ইহাই বুঝা যায়, আমাদের পূর্ববর্ত্তী শরীয়তের কানুন মোতাবেক উহা আমাদের দলিল স্বরূপ এবাহাত বা জায়েজ প্রমান করে। যখন উক্ত কিতাবে কাফের না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আদম (আঃ)কে সাজদাহ্ করার এবং ইউছুফ (আঃ)কে সাজদাহ্ করার ঘটনাই দলিল পেশ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, সাজদাহ্র নির্দেশ আসলে বাতেল বা রহিত হয় নাই বরং ইহার 'এবাহাত' বা জায়েজের হুকুম বাকী রহিয়া গিয়াছে। যেই 'নছ' বা দলিল প্রকৃত পক্ষে বাতেল ঘোষিত, উহার দ্বারা দলিল গ্রহণ সঠিক হইবে না। 'এবাহাত' বা জায়েজের হুকুম বাকী থাকার পরিপ্রেক্ষিতেই যদি কাজী খান তাঁহার বাণী "উহাতে কাফের হইবে না", দ্বারা মর্ম্ম গ্রহন করিয়া থাকেন যে, সাজদাহ্-এ-তা'জীমী কুফরী নয় বরং মোবাহ তবে প্রকৃত অবস্থার খেলাপ হইবে না।

قَالَ فِىْ رَدِّ الْمُحْتَارِ تَقَرَّرَ فِىْ كِتَابِ الْاُصُوْلِ اَنَّ شَرْعَ
مِنْ قَبْلِنَا حُجَّةٌ لَنَا اِذَا قَصَّهُ اللّٰهُ اَوْ رَسُوْلُهُ مِنْ
غَيْرِ اِنْكَارٍ وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ فَفَائِدَةُ نُزُوْلِ الْاٰيَةِ
تَقْرِيْرُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ افاد اَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى قِيَامِ
الدَّلِيْلِ عَلٰى بَقَائِهِ وَفِىْ نُوْرِ الْاَنْوَارِ هٰذَا اصل كبير
لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا اَكْثَرُ الْاَحْكَامِ
الْفِقْهِيَّةِ لِاَنَّهُ اِذَا اقْتَصَتْ فِىْ كِتَابِنَا صَارَتْ

تِلْكَ جُزْأٌ مِّنْ دِيْنِنَا ، الخ

বঙ্গানুবাদঃ— রদ্দুল মোহতার নামক শরীয়তের কিতাবে বর্ণিত আছে যে, উছুলের কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত আমাদের পক্ষে দলিল। আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল যদি কোন কিসসা বর্ণনা করিয়া থাকে, তাতে যদি কোন প্রকার ইন্কার পাওয়া না যায় এবং রদ বা রহিত হওয়া পরিস্ফুটিত না হয়, তবে নজুলে আয়াতের ফায়েদা হইল, ছাবেত হুকুমের বর্ণনা স্বরূপ। ইহাও প্রমানিত হয়, উক্ত হুকুম বাকী থাকার পক্ষে কোন দলিলের প্রয়োজন নাই। নূরুল আনোয়ার কিতাবে আছে, ইহা ইমাম আবূ হানিফার মতে মূল দলিল। ফকীহ্গণের অধিকাংশ আহ্কাম ইহার উপর নির্ভর করিয়াই বাহির করা হয়। সুতরাং আমাদের কিতাবে যে কোন কিস্সা বর্ণিত হইলে উহা আমাদের ধর্মের অংশরূপে গন্য হইবে।

عبد الکریم گجراتی در تفسیر کلالی کہ بر ونق تصوف نوشتہ است آنرا در تفسیر سورۂ یوسف آوردہ حاصلش آنکہ موافق قاعدہ اصول شرائع مِنْ قَبْلِنَا حجت است مَالَمْ يَظْهَرْ لَنَا نَاسِخٌ فِيْ شَرْعِنَا وسجدہ تحیہ در شریعت حضرت یعقوب علیہ السلام بنص کتاب کہ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ، جائز بود پس در شریعت ما نیز جائز باشد وناسخ ایں جواز در شریعت ما غیر از خبر واحد نیست وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلٰكِنْ لَا يَنْبَغِيْ لِبَشَرٍ اَنْ يَّسْجُدَ بِغَيْرِ اللّٰهِ او كَمَا قَالَ ، وناسخ نص کتاب را باید کہ خبر متواتر باشد نہ خبر واحد ومعہذا ایں خبر واحد محتمل است کہ نظر باشتباہ سجدہ تحیہ باسجدہ عبادت دادہ شدہ زیرانکہ مردم قریب العہد بالکفر بودند وبعبادت غیر اللہ معتاد وخوگر دراں وقت مطلق فرمودند کالنہی عن المزفت والحنتم قَالَ فِي اللَّمَعَاتِ اِنَّ قَوْلَهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ مُبَالَغَةٌ وَبَيَانٌ لِكَمَالِ وُجُوْبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ الخ عَلٰى هٰذَا لَا ـ

يُفْهَمُ مِنْهُ اِنْتِفَاءُ سُجُوْدِ الْاِنْسَانِ لِلْاِنْسَانِ حَتّٰى
يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ نَاسِخًا لِلْاٰيَةِ وَيَكُوْنَ اَنْ يُّقَالَ
اِنَّ مَفْهُوْمَ الْحَدِيْثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَأْمُرْ بِهٖ لٰكِنَّ عَدَمَ الْاَمْرِ فِيْمَا يَكُوْنُ بِاَصْلِهٖ
مُبَاحًا لَايَدُلُّ عَلٰى كَوْنِهٖ مَنْهِيًّا غَايَةُ الْقَوْلِ اِنَّ
دِلَالَةَ الْحَالِ عَلَى النَّهْىِ اَقُوْلُ وَهُوَ مَعْنًى خَارِجٌ
عَنْ اَصْلِ مَفْهُوْمِ الْحَدِيْثِ فَلَا يَجُوْزُ بِهٖ نَسْخُ
الْكِتَابِ وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَايَنْبَغِىْ
لَا يَثْبُتُ بِهِ النَّهْىُ ۔

বঙ্গানুবাদ :— আবদুল করীম গুজরাটী তপছীরে কলালীর মধ্যে সূরা ইউছুফের তপছীরে বর্ণনা দিয়াছেন যে, শরীয়তের আইন মোতাবেক আমাদের পূর্ববর্ত্তী শরীয়ত আমাদের পক্ষে দলিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহার রদ সম্বন্ধে আমাদের শরীয়তে কিছু স্পষ্ট বর্ণনা না থাকে। পাক কোরআনের দলিল " খররু লাহু সুজজাদান" দ্বারা হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর শরীয়তে সাজদাহ্‌–এ–তা'জীমী জায়েজ প্রমানীত হয়। সুতরাং আমাদের শরীয়তেও উহা জায়েজ হইবে। উক্ত সাজদাহ্‌–এ–তা'জীমীর রদের ব্যাপারে আমাদের শরীয়তে হাদীছে 'খবরে ওয়াহেদ' ব্যতীত অন্য কোন দলিল নাই। উক্ত হাদীছে রসূল করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি কাউকে যদি অন্য কাউকে সাজদাহ্‌ করার নির্দ্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীলোকদিগকে হুকুম করিতাম, তাহাদের স্বামীকে সাজদাহ করার জন্য, কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সাজদাহ্‌ করা মানুষের পক্ষে উচিত নয়। কোরআন পাকের আয়াতের রদের জন্য হাদীছে মতওয়াতেরের প্রয়োজন। হাদীছে 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা কোরআন পাকের আয়াত রদ হয় না। তদুপরি এই হাদীছে খবরে ওয়াহেদে ইহাও বুঝা যায় যে সাজাদাহ্‌–এ–ইবাদত ও সাজদাহ্‌–এ–তা'জীমী দৃশ্যতঃ একইরূপ এবং কুফরীর জমানাও অনতিদূরে বিধায় মানুষ গায়রুল্লার ইবাদত উপসনায় অভ্যস্ত ছিল; মানুষ পুনঃরায় মুর্ত্তি পুজা করিবে এই ভয়ে রসূল করীম (দঃ) বিনা বিভক্তে সাজদাহ্‌ নিষেধ করিয়াছেন যেমন–শরাবের পাত্রে (হিনৃতম ও মুজিফফ্‌তে) অন্যান্য জিনিষের ব্যবহার ও নিষেধ করিয়াছেন। মিশকাত শরীফের শরাহ লোমআত নামক কিতাবে উক্ত হাদীছে

খবরে ওয়াহেদ এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, রসূলের বাণী "আমি স্ত্রীলোকগণকে নির্দ্দেশ করিতাম" ইহাতে স্বামীর তাবেদারী করা অজুব বর্ণনায় অতিরিক্ত জোর দিয়াছেন বরং উহার দ্বারা মানুষকে মানুষ তা'জীমী সাজদাহ্ করা নিষেধ বুঝা যায় না, যদ্দারা উক্ত হাদীছকে আয়াতে কোরআনের বাতেলকারী বলা যাইতে পারে। উক্ত হাদীছের অর্থ ইহাও করা যায় যে, রসূল করীম (দঃ) সাজদাহ্র নির্দ্দেশ দেন নাই। নির্দ্দেশ না দেওয়াতে যাহা আসলে মোবাহ্ তাহা হারাম হইতে পারে না। শেষ কথা হইল, উক্ত হাদীছের দ্বারা নিষেধ আরোপিত করা হাদীছের সারমর্মে বাহিরের অর্থ। সুতরাং উক্ত হাদীছে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কোরআন পাকের আয়াতকে রদ বা রহিত করা জায়েজ হইবে না। রসূল করীম (দঃ) এর বাণী 'উচিত নয়' শব্দ দ্বারা কখনও নিষেধ বা হারাম ছাবেত হয় না।

নোট ঃ— *যে হাদীছ প্রতিযুগে অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে হাদীছে 'মতওয়াতের' বলে। যে হাদীছ প্রত্যেক যুগে একজনের বেশী বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন নাই, তাহাকে হাদীছে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে।*

فِى التَّفسِيرِ الكَبِيرِ لَمْ يَمْتَنِعْ بَعْضُ الاَوْقَاتِ سقوط الْاِنْسَانِ علىٰ الارْضِ وَالصَاقِهِ الْجَبِيْنِ مِنَ التَّعْظِيمِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً

বঙ্গানুবাদ :– তফছীরে কবীরে আছে, কোন সময় মানুষ জমীনের উপর কপাল মিলাইলে তাহা যদি ইবাদত নিয়তে না হইয়া তা'জীম স্বরূপ করিয়া থাকে তাহা নিষেধ হইবেনা।

وَمَا فِىْ العَالمگيرِيَة مِنْ قَوْلِهِ وَاِنَّ امرهُمْ لِلسُّجُودِ لِلتَّحِيَةِ وَالتعظِيمِ لَا لِلْعِبَادَةِ فالأَفْضَلُ اَن يَّسْجُدَ كذا فِى فَتَاوىٰ قَاضِيخَانْ يُستفَادُ مِنْهُ اَنَّهُ جَائِزٌ فَاِنَّ مَنْ قَالَ اَنَّهُ حَرَامٌ تَمَسَّكَ بِحَدِيْثِ التَشَبّهِ كَمَا فِى اَلدُّرِّ المُخْتَارِ مِنْ قَوْلِهِ لِاَنَّهُ يُشبه عِبَادة الوثنِ وَيُفْهَمُ مِنه اَىْ مِنْ قَوْلِ العَالمگيرِيَّةِ اَنَّ حَدِيْث التشبّهِ غَيرمَعْمُولٍ فِىْ اِفَادَةِ الحرمَةِ فَاِنّه ذكر فى كتب الاصُولِ اَنّ كل حُكْم مشتمل علىٰ العَظِيمَةِ لَا يَكُوْنُ تَرك فعله افضل قط وان كان بِاَمرالسُّلطان فلمّا كان السجود للتحية افضلُ بامره عُلِمَ اَنَّ حرمة علىٰ قولِ المَانِعِيْنَ وَلَوْ سلّم انّه حَرامٌ لَيْس حكمًا اصليًّا مشتملا علىٰ العَزِيمة بَلْ مِنْ قبل انّه قَدْ تسقط حرمَة ويكون حلالًا وَالقَاعِدَةُ : اَنّ كُلّ حرمة لايَكُوْنُ اصلية ولا مِنْ قَبِيْلِ العَزِيمة لا يتبدل بالحلة اصلا فلمّا ثبت ذٰلك اقول اَنّ حَدِيثُ التشبه غير معمولٍ فِىْ هذا البَابِ وَاِلّا لكانت حرمة تلك السجدة علىٰ قولِ المانِعين من قَبِيلِ العزيمة فتركه يَكونُ افضل كالسجود للعبوديةِ

الاترى ان التشبه فى كل امرٍ غير مفيد للحرمة بل الشرط فيه
ان يكون الشئ باصله مذمومًا ويكون التشبه مقصودًا
مع هذا صورة المشابهة لا يضر فيما يتعلق بالاصلاح العباد ـ
قال فى رد المحتار قوله شبه بخلقهم اى مشابه لخلقهم
المراد من مشابهم فى فسقهم من سائر المعاصى الى
التشبه باهل الكتاب اى ان قصده فان للتشبيه بهن لا ـ
يكون فى كل شئ بل فى المذموم و فيما يقصد التشبه كما فى
البحر الرائق قوله لان التشبه فانا نأكل ونشرب
كما يفعلون نحو صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد
لا يضر فعله انتفاء شرط من هذا الشروط لا يضر التشبه
والظاهر ان السجود للتحية غير مذموم فى الاصل فان اباحته
ثابتة بنص القرآن بل على قاعدة شرايع من قبلنا حجة لنا
مشروعيته اظهر من الشمس وما يكون مشروعًا لا وجه
للمذموميته فيه مع ذلك لا يكون التشبه فيه مقصودًا
بل يتعلق به صلاح العبادة فلا يضر صورة المشابه فيه و
علم بذالك ايضا ضعيف ما قيل ان علة الحرمة هى نسخ
الكتاب الا يرى ان صاحب الدر المختار لكان فقيهًا
فى الطبقة السادسة قد تمسك بحديث التشبه فى
هذا الباب فلو كان نسخ الكتاب علة له لم يتمسك
هو بذلك الحديث على ان علة الحرمة اما نسخ
امر السجود او حديث التشبه فلما انتفى كلاهما علم
ان ذالك السجود جائز ـ

বঙ্গানুবাদ ঃ— ফতওয়া আলমগীরীতে আছে, যদি বাদশাহ কাউকে তা'জীম উদ্দেশ্যে সাজদাহ্ করিতে নির্দ্দেশ দেন, ইবাদত উদ্দেশ্যে নয়, তবে সাজদাহ্ করায় আফজল। ফতওয়া কাজী খানেও তদ্রুপ বর্ণিত। ইহাতে বুঝা যায়, সাজদাহ্–এ–তা'জীমী জায়েজ। যাহারা ইহা হারাম বলিয়াছেন তাহাদের দলিল হইল 'হাদীছে তসববুহ'। মন্ তাসাব্বাহা বি–কাওমিন্ ফাহুয়া মিন্হুম্, যার অর্থ এই, যে ব্যক্তি অন্য জাতীর ছুরত গ্রহন করে, সেও ঐ জাতীর মধ্যে গন্য। তাহারা বলেন, সাজদাহ্–এ–তাহিয়্যাহ্ বা তা'জীমী মূর্ত্তিপূজার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফতওয়া আলমগীরীর এবারত হইতে বুঝা যায়, সাজদাহ্–এ–তা'জীমী হুরমতের ব্যাপারে হাদীছে তসববুহ কার্য্যকারী নয়। উছুলে ফিক্হার কিতাবে উল্লেখ আছে, যে কোন হুকুম বা নির্দ্দেশ 'আজীমতের (দৃঢ় ফরাজ) উপর নিবদ্ধ, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া কোন সময় আফজল নয়, যদি বাদশাহর হুকুম হয়, তবুও নয়। যখন বাদশাহর হুকুমে তা'জীমী সাজদাহ্ করা আফজল, তাতে বুঝা যায় উক্ত সাজদাহ্ হারাম বলা নিষেধকারীদের মনগড়া কথা। যদি মানিয়াও লওয়া যায়, উহা নিষেধকারীদের মতে হারাম, তবে উছুলে ফিক্হার নিয়ম মতে, উহার হারামের নির্দ্দেশ আসলী নয়, যাহা আজীমতের উপর নিবদ্ধ বরং ঐ জাতীয় যাহার হারামের হুকুম কোন সময় উঠিয়া যায় এবং হালালের হুকুম দেওয়া যায়। উছুলে শরীয়তের কানুন হইল, যে কোন হুরমত আসলী নয় এবং 'আজীমত' জাতীয় ও নয়, ইহা হালাল হুকুমে কোন সময় পরিবর্তিত হয় না। যখন ইহা প্রমান হইল, আমি বলিতেছি, 'হাদীছে তসববুহ" এই ব্যাপারে কার্য্যকরী নয়। নতুবা নিষেধকারীদের কথা মত সাজদাহ্–এ–তাহিয়্যাহর হুরমত আসলী হইবে যাহা 'আজীমত' জাতীয় তখন উহা ছাড়িয়া দেওয়াই আফজল হইবে। যেমন– সাজদাহ্–এ–ইবাদতের নির্দ্দেশ বাদশাহ দিলেও তাহা না করাই আফজল। অতএব প্রত্যেক কাজে অন্য জাতীর সহিত সামঞ্জস্য (তসববুহ) হুরমতের অনুকুলে নহে বরং তাতে শর্ত হইল, উক্ত কাজ আসলে খারাপ বা অপছন্দনীয় হইতে হইবে এবং এই খারাপ কাজের সহিত সামঞ্জস্যতাই উদ্দেশ্য বটে। যে কাজে সৃষ্টির মঙ্গল নিহিত তাহাতে একইরূপ ধারন করিলেও কোন অসুবিধা নাই। তাই রদ্দুল মোহতার কিতাবে বলেন, তসববুহ অর্থাৎ চারিত্রিক সামঞ্জস্যতাকে বুঝায়। মোট কথা, যদি ফাছেকী ও গুনাহ্ কাজে আহলে কেতাবদের সামঞ্জস্যতার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাকেই 'তসববুহ' বলা হয়। এমন অনেক কাজ আছে যাহা বিধর্মীদের সহিত মিল আছে কিন্তু ইহাতে ফাছেকী বা গুনাহ নাই। উহাকে তসববুহ বলা যাইবে না। বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে, বিধর্মীরা যেইরূপ পানাহার করে আমরাও তদ্রুপ পানাহার করিয়া থাকি। এইমত সৃষ্টির মঙ্গলরূপী কোন কাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও তাহা ক্ষতিকারক নয়। উক্ত শর্তাদি না পাইলে সামঞ্জস্যতার দ্বারা কোন অসুবিধা নাই। স্পষ্ট কথা হইল, সাজদাহ্–এ–তাহিয়্যাহ্ আসলে খারাপ কাজ নয়, যেহেতু কোরআনী 'নছ' বা দলিল দ্বারা উহার 'এবাহাত' বা জায়েজ ছাবেত আছে, বরং কানুন মোতাবেক আমাদের পূর্ববর্ত্তী শরীয়ত আমাদের পক্ষে দলিল বটে। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে উহা জায়েজ থাকা সূর্য্য হইতে ও পরিষ্কার। যাহা পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে মোস্তাহাব ছিল, তাহা খারাপ কাজ হওয়ার কোন কারণ

থাকিতে পারে না। সুতরাং ইহাতে সামঞ্জস্যতাই উদ্দেশ্য নয় বরং সৃষ্টির মঙ্গলদায়ক রূপের সহিত সম্পর্কযুক্ত, যাহা ক্ষতিকারক নয়। হুরমতের বা হারাম হওয়ার কারণ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে আয়াতে কোরআনের রদ ই জইয়ীফ বা দুর্বল। ছাহেবে দুররুল মোখতার ৬ষ্ট দরজার ফকীহ্ হওয়া সত্ত্বেও তিনি আয়াতে কোরআন মনছুখ বা রদ হইয়াছে বলেন নাই বরং হাদীছে তসবৃবুহ দ্বারাই দলিল গ্রহন করিয়াছেন। যদি আয়াতে কোরআন 'মনছুখ' বা রদ হইত তিনি হাদিছে তসবৃবুই দ্বারা দলিল গ্রহন করিতেন না। হুরমতের বা হারাম হওয়ার কারণ বর্ণনায় আয়াতে কোরআনের 'মনছুখ' অথবা 'হাদীছে তসবৃবু-ই' বর্ণিত। অতএব যখন উভয় দলিলের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হইল না, তখন সাজদাহ্-এ-তা'জীমী জায়েজই প্রমানিত হইল।

فى الجزء الاوّل من التّفسير الكبير اجمع المسلمونَ على انّ ذلك السجود ليس للعبادة لانّه كفرٌ والامر لا يَرِدُ بالكفر ـ

বঙ্গানুবাদ :— তফছীরে কবীরের ১ম খন্ডে বর্ণিত আছে, সমস্ত মুসলমান একমত যে ফেরেশতাগন আদম (আঃ)কে যে সেজদাহ্ করিয়াছিল উহা তা'জীমের সাজদাহ্, ইবাদতের সাজদাহ্ নয়, যেহেতু গায়রুল্লাহকে ইবাদতের সাজদাহ্ করা কুফরী। আল্লাহপাক কুফরীর জন্য কোন হুকুম করেন না।

قَالَ النّبىُّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَلَامِىْ لَا يَنسخ كَلَامَ اللّٰهِ ـ

বঙ্গানুবাদ :— নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, 'আমার কালাম আল্লাহর কালামকে রদ বা মনছুখ করে না।

التّحقيقُ القاطعُ للنّزاع فى هذا البَابِ هُوان سَادَاتنا الصوفيّه قالوا باتفاقهم ان سجود التحيه مباحٌ وليس فيه بينهم ـ اختلاف ، امّا ارباب الظواهر مِنَ الفقهاء فقد اختلفوا فيه بعض منهم لمّا رَوَ وانّه مباحٌ فِى الاصل ولم يوجد على حرمته نصٌّ صحيحٌ رخصوا فيه تمسكا باصله قال فى مدارج النبوّة يک قسم سجده تحيت است كه در بعضے روايات فقيه درآں رخصتے آمده ، وقال بعضهم انه ممنوعٌ لِمَا فيه مِنْ غاية التّواضع اى اذلال النفس بغيرالله

لکن یظهر عند التعمق إنَّ منعهم ذٰلك وان کان مطلقا فی بادی
النظر لکنه مقید فی الحقیقة بما اذا کان بغرض نیل الدنیا
فان مطلق التواضع بغیر الله غیر ممنوع بل اذا کان ذٰلك
القصد لمّا فی رد المختار التواضع بغیر الله حرام اَیْ إذلال
النفس لِیَنَالِ الدنیا واصل الدلیل علیه قوله علیه الصّلوة
والسّلام مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِیٍّ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِیْنِهٖ بناءً علی
ذٰلك قید فِیْ العَالمگیریة فی نقل قَوْلِ المانِعِیْنَ، هٰؤُلَاءِ
الجبابرة حیث قال الامَامُ ابومنصور اذا قبل احدٌ
بین یدی احد الارض او انحنی له اوطأطأ راءسه لا
یکفر لانّهُ یرید تعظیمه لاعبادته وقال غیره مِنْ
مشائخنا اذا سجد لهٰؤلاء الجبابرة فهو کبیرة مِنَ
الکبائر ولایخفی ان السجود لهٰؤلاء الجبابرة انما یکون
بغرض نیل الدنیا فالاختلاف فی اطلاق المنع لافی اَصْلِ
العلة فان کان بغرض نیل الدنیا یحرم عند الکل ولا
کلام فیه قد تبین بذلك ان وضع الجبهة بین یدی المشائخ
بقصد التعظیم والتواضع جائز بلاریب فان غایة التذلل فِیْ
حضرتهم والتواضع لهم من اهم الامور وذلك لایکون بقصدِ
نیل الدنیا بل لغرض تحصیل الکمال فی امر الدّین
وقول الامام ابی منصور ردٌ علی مَافی الزّاهدی مِنْ
قوله الایماء فِیْ السلامِ اِلٰی قریب الرکوع کالسجودِ
بَلْ لیس له سعی معتد به فان السجود ان کان
للتحیة فهو مختلف فیه وان کان للعبادة فهو لغیر الله
کفر قطعًا فان کان السلام الی قریب الرکوع کالسجود
یلزم اَنْ یکون کذٰلك ومَافی بعض الروایات من الکفر

بمطلق السجود فقد ردّه صاحب الخلاصة بقوله اختار
بعض العلماء انه يكفر اقول وهُو خلاف الاظهر ولا يخفى
ان مقتضى السجود لغير الله هُوَ الكفر لا الاثم فلمّا انتفى
الكفر علم انّه يجوز بحيث لا يكون مرتكبه اثما هذا
هو المراد بما علل الفقهاء في عدم الكفر بقولهم لِاَنّه -
يريد به التحية لا العبادة فان اصل التحية لا اثم فيه
بَلْ هُوَ اَمرٌ مشروع ثابت بالنص فالمقصود بهذه
التعليل هُوَ بيان انّه جائز بلا اثم فضلا عن الكفر
الا ترى ان بنائهما على الاغراض الجنسية وغرض -
التحية ليس بخَبِيْثٍ فى اَصْلِه -

বঙ্গানুবাদ ঃ– এই মসআলার ব্যাপারে সঠিক বর্ণনায় বলিতে হয়, ছুফীয়ায়ে কেরাম গণের মতে সাজদাহ্‌–এ–তাহিয়্যাহ মোবাহ বা জায়েজ। তাঁহাদের মধ্যে ইহা নিয়া কোন মতবিরোধ নাই। ফকীহ্‌গণের মধ্যে যাহারা জাহেরী জ্ঞানের অধিকারী তাহাদের মধ্যে মত বিরোধ রহিয়াছে। কতেকফকীহ্‌ যখন দেখিতে পান উহা আসলে মোবাহ্‌, বা জায়েজ, হারাম সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট 'নছ' বা দলিল নাই। তাই আসলের ভিত্তিতে তাহারা জায়েজের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। মদারেজুন নবুয়াত কিতাবে বর্ণিত আছে, এক প্রকার সাজদাহ্‌–এ–তা'জীমী ফকীহ্‌গণের কতেক রাওয়ায়েতে জায়েজ বলিয়াছেন। কয়েকজন ফকীহ বলিয়াছেন, সাজদাহ্‌ দ্বারা যখন গায়রুল্লাহর প্রতি নিজেকে অবনত করা এবং শেষ দরজার আজীজী পরিলক্ষিত হয় তাই উহা নিষেধ। গভীর দৃষ্টিতে স্পষ্ট বুঝা যায়, উহা দৃশ্যত যদিও 'মতলক' (অনির্দ্দিষ্ট) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'মোকাইয়্যাদ' নির্দ্দিষ্টই বটে অর্থাৎ যদি দুনিয়া প্রাপ্তির লালসার উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা হারাম। গায়রুল্লাহর প্রতি আজিজী করা সাধারনতঃ হারাম নয়, কিন্তু দুনিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে হইলে হারামই হইবে। ফতওয়া শামীতে বর্ণিত আছে, গায়রুল্লাহর প্রতি আজীজী করা হারাম, অর্থাৎ দুনিয়ার লোভে নিজেকে অবনত করিলে হারাম হইবে। ইহার আসল দলিল হইল, রসূল করীম (দঃ) এর বাণী, 'যে ব্যক্তি কোন ধনীকে তাহার ধনের উদ্দেশ্যে সম্মান করিয়া থাকে, তাহার ধর্মের দুই–তৃতীয়াংশ চলিয়া গেল। ফতওয়া আলমগিরীতে উল্লেখ আছে, ইমাম আবু মনছুর মাতুরিদী বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহারো সামনে জমিনে চুমা প্রদান করে অথবা ঝুকিয়া পড়ে অথবা সালাম করে রুকূর ন্যায়, কাফের হইবে না কারণ তাহার উদ্দেশ্য তা'জীম করা, ইবাদত নয়। অন্যান্য আলেমগণ বলিয়াছেন, যদি প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে সাজদাহ্‌ করে তাহা কবীরা গুনাহ্‌ কারণ প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে সাজদাহ্‌

করার উদ্দেশ্য মাত্র দুনিয়া প্রাপ্তি কিন্তু তাহাদিগকে সাজদাহ্ -এ-তাহিয়্যাহ করিলে কাফের হইবে এই কথা কেহ বলে নাই। মতলক (অনির্দ্দিষ্ট ভাবে) নিষেধের ব্যাপারই মতবিরোধ দেখা যায়। কিন্তু আসল কারনে কোন মত বিরোধ নাই। যদি দুনিয়ার স্বার্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অথবা জালেম সোলতানগণের জুলুমের ভয়ে সাজদাহ্ করিয়া থাকে তাহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে হারাম। ইহাতে স্পষ্ট প্রমানীত হইল, পীর মোরশেদগণের সামনে মাথা অবনত করা বিনা দ্বিধায় জায়েজ আছে, যেহেতু তাহাদের সামনে আজীজী করা মহৎ কাজ কারণ উহা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে নয় ববং দ্বীনীকাজে কামালিয়ত হাছেলের আকাঙ্খায়। ফকীহ্ জাহেদী বলিয়াছেন যে, মাথা নীচো করিয়া সালাম করা সাজদাহর মত রুকুর নিকটতম। জাহেদীর উক্ত কথা ইমাম আবু মনছুর (রঃ) রহিত করিয়া দিয়াছেন। তাহার উক্ত কথার কোন যুক্তি সঙ্গত অর্থ হইতে পারে না বরং অতিরিক্তই মাত্র। যেহেতু সাজদাহ্ যদি তা'জীমের কারনেই হয়। ইহাতে মতবিরোধ আছে। আর যদি গায়রুল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয় তাহা নিঃসন্দেহে কুফরী। সালাম যদি সাজদাহ্-এ-ইবাদতের মত রুকুর নিকটতম হয় তাহাও তদ্রূপ হইবে। কোন কোন রাওয়ায়েতে আছে, মতলক (অনির্দ্দিষ্ট ভাবে) সাজদাহই কুফরী। খোলাছা নামক ফেকাহ্ কিতাবে উক্ত কথা রহিত করা হইয়াছে। উক্ত কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে কতেক জাহেরী আলেমের মতে সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ কুফরী। খোলাছা কিতাবের লিখক বলেন, উহা জাহের বর্ণনার পরিপন্থী। ইহা স্পষ্ট যে গায়রুল্লাহকে ইবাদতের সাজদাহ্ করা কুফরী, শুধু গুনাহই নয়। যখন বুঝা গেল, সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ করিলে কখনও কাফের হইবে না, তবে শরিয়ত মতে জায়েজই সাব্যস্ত হইল। এমনকি সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ করিলে গুনাহগার ও হইবে না। ফকীহগণ যেইখানে কাফের না হওয়ার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ্র উপর নিহিত, সাজদাহ্-এ-ইবাদতের উপর নয়। যেহেতু প্রকৃত পক্ষে তা'জীমের ব্যাপারে কোন গুনাহ নাই বরং উহা এমন কাজ যাহা 'নছ' বা দলিল দ্বারা শরীয়তের আইনভুক্ত। উল্লেখিত বর্ণনায় স্পষ্ট বুঝা গেল, সাজদাহ্-এ-তাহিয়্যাহ্ করিলে কাফের তো হইবেই না বরং গুনাহ ও নাই। জায়েজই বটে। উহার ভিত্তি হইল, প্রকৃত সৎ উদ্দেশ্যে এবং তা'জীমের ইচ্ছার উপর যাহা মূলত খারাপ বা খবিছি নয়।

إِنَّمَا الدُّنْيَا جِيفَةٌ طَالِبُهَا كِلَابٌ (الحديث)

বঙ্গানুবাদ ঃ- হাদীছ শরীফে বর্ণিত, রসূল করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, 'দুনিয়া অপবিত্র বস্তু, যাহারা উহা কামনা করে তাহারা কুকুর সদৃশ্য, অর্থাৎ কুকুর প্রকৃতির লোকেরাই অপবিত্র দুনিয়ার মোহে মত্ত।

قال في ردّ المحتار ولا رخصة فيه اى تقبيل اليد
لغيرهما اى عالم وعادلٍ وفي المحيط إن لتعظيم اسلامه

واكرامه جاز وانّ لنيل الدنيا كره وطلب من عالم او زاهد - ان يدفع اليه قدمه ويمكنه مِنْ قدمه ليقبله اجابه قَالَ الامام النووى إنْ كان ذالك لزهده وصلاحه وعلمه وَ شرفه ونحو ذالك مِن الامور الدينية لم يكره بل يستحب وان كان لِدنياه وغناه وثروته وشوكته وحشمته عند اهل الدنيا ونحو ذالك فهو مكروه شديد

বঙ্গানুবাদ ঃ— রদ্দুল মোহতার নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, আলেম ও ন্যায় পরায়ন বাদশাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারো হাতে চুমা দেওয়ার এজাজত নাই। মুহীত নামক কিতাবে আছে, যদি মোসলমান হওয়ার কারণে তা'জীমের উদ্দেশ্যে কাহারো হাতে চুমা দিয়া থাকে তবে জায়েজ আছে কিন্তু যদি দুনিয়া প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে তবে মকরুহ হইবে। কোন ব্যক্তি একজন আলেম বা দরবেশকে পায়ে চুমা দিতে চাহিলে আলেম বা দরবেশ যদি চুমা দিতে অনুমতি দেন, ইমাম নওবী বলেন, উহা যদি তাঁহার বুজুগী, ইলম ও সততার প্রেক্ষিতে করিয়া থাকেন তবে দ্বীনী কাজে গন্য হইবে, মকরুহ হইবে না বরং মোস্তাহাবই । আর যদি দুনিয়ার লোভে, ধনী হওয়ার কারণে, এবং শান শওকতের দরুন করিয়া থাকে, উহা দুনিয়াবী কাজের অন্তর্গত বিধায় কঠিন মকরুহ।

قال فی تفسیر سورۂ یوسف لمعین الدین الواعظ، از امام حسن بصری روایتی است کہ فرمود سجود حقیقی بجائے آوردند و سر بر زمین نہادند اما از روئے تعظیم نہ از روئے عبادت کہ سجود عبادت مخصوص است بحضرۃ اللہ تعالیٰ ازاں مفہوم گردد کہ اگر سجود از روئے عبادت نبود بلکہ بارادۂ تعظیم و تحیت بود برائے غیر خدا ہم جائز است ۔

বঙ্গানুবাদ ঃ— মঈনদ্দীন ওয়ায়েজ লিখিত ছুরা ইউছুফের তপছিরে উল্লেখ করিয়াছেন যে ইমাম হাসান বছরী (রাঃ) বলিয়াছেন, 'ইউছুপ (আঃ) কে তাঁহার মাতা-পিতা ও ভাইগণ প্রকৃত সাজদাহ্‌ করিয়াছেন। জমীনের উপর মাথা রাখিয়াছেন । উক্ত সাজদাহ্‌ তা'জীমের উদ্দেশ্যেই ছিল, ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়, যেহেতু সাজদাহ্‌-এ-ইবাদত আল্লাহপাকের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহাতে বুঝা যায়, সাজদাহ্‌ যদি ইবাদত উদ্দেশ্যে না হইয়া তা'জীমের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, তাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্যও জায়েজ আছে।

قال فی تفسیر العلامہ ابی سعود قولہ تعالیٰ اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ - السجود فی
اللغۃ الخضوع والتطامن وفی الشرع وضع الجبھۃ علی الارض
علی قصد العبادۃ فقیل امروا بالسجود لہ علیہ السلام علی
وجہ التحیۃ والتکرمہ تعظیما لہ واعترافا بفضلہ واداء لحق
التعلیم واعتذار عما وقع فی شانہ وقیل امروا بالسجود لہ
تعالیٰ انہ کانت آدم قبلۃ لسجودھم والاول ھو الاظھر
وفی معالم التنزیل فقولہ تعالیٰ "اُسْجُدُوْا" فیہ
قولان الاصح ان السجود کان لآدم علیہ السلام علی وجہ
الحقیقۃ وتضمن معنی طاعتہ عزوجل بامتثال امرہ و
کان ذلک سجود تعظیم وتحیۃ لا سجود عبادۃ وفی
التفسیر الکبیر القول الثالث ان السجود فی اصل
اللغۃ ھو الانقیاد والخضوع اما القول الثالث فضعیف
ایضا لان السجود لاشک انہ فی عرف الشرع عبارۃ
عن وضع الجبھۃ علی الارض فوجب ان یکون فی اصل
اللغۃ کذالک لان الاصل عدم التغییر فوضح من
ذلک ان سجود الملائکۃ لآدم علیہ السلام وسجود
الاخوۃ لیوسف علیہ السلام کان علی وجہ الحقیقۃ -
بقصد التعظیم لا الانقیاد والخضوع فقط وعلم بذلک
ایضا ان القول بانہ نسخ بقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
لَوْکُنْتُ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ یَّسْجُدَ لِاَحَدٍ ضعیف فان فی
سجود الملائکۃ اقوالاً مختلفۃً واحتمالات کثیرۃ و
ذلک ینافی النسخ وینافیہ الایری ان من قال ان
ذلک السجود کان علی وجہ الخضوع والانقیاد

فلاوجه على قوله للنسخ فيه ومن قال انه كان لله تعالى والادم كان كالقبلة فيمكن ان يقال انه ايضا غير منسوخ عنده فان السجود كان لله تعالى ولا احتمال للنسخ فيه ويجوز ان يجعل غير الله تعالى قبلة لسجوده كما هو مشاهد في البيت اى الكعبة ومن قال انه كان لازم على وجه التحية حقيقة فالنسخ على قوله غير مسلم فان سياق الحديث في محل بيان اطاعة الزوج وهو قرينة على ان المراد بما فيه من السجود هو سجدة عبادة كما يدل واعبدوا قبله ولو كان عاما فلابد من بيان المراد فان المشترك لا يكون قابلا للتحية قبل تاويله وبيان مراده -

বঙ্গানুবাদ ঃ— আল্লামা আবু ছউদ তাঁহার তফছীরে বলিয়াছেন, আল্লাহ্র বাণী "আদমকে সাজদাহ্ কর"। সাজদাহ্র অভিধানিক অর্থ হইল আজীজী করা এবং শান্তি গ্রহণ। শরীয়তে সাজদাহ্র অর্থ হইল জমীনের উপর কপাল রাখা ইবাদতের উদ্দেশ্যে সুতরাং বলা হইয়াছে ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদম(আঃ)কে সাজদাহ্ করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন আদমের তা'জীম, সম্মান প্রদর্শণ, তাহার ফজীলতকে স্বীকার করা, শিক্ষাদানের হক্ আদায় করা এবং ফেরেশতাগণ তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল তাহার ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যেই। কেহ বলিয়াছেন, নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল আল্লাহ্ তায়ালাকে সাজদাহ করার জন্য এবং আদম (আঃ) তাহাদের সাজদাহ্র কেবলাই ছিল। প্রথম বর্ণনাই পরিষ্কার বেশী। তফছীরে মোয়ালেমুত তনজীল কিতাবে বর্ণিত, আল্লাহ্র বাণী, "সাজদাহ্ কর" তাহাতে দুই অভিমত রহিয়াছে। সঠিক অভিমত হইল, প্রকৃত পক্ষে সাজদাহ্ আদমের জন্যই ছিল এবং আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালনে তাহার অনুগত্যতার অর্থও তম্মধ্যে নিহিত। উক্ত সাজদাহ্ তা'জীম এবং সম্মানের ছিল, ইবাদতের সাজদাহ্ নয়। তপছিরে কবীরে আছে, সাজদাহ্র তৃতীয় অভিমত হইল, অভিধান মতে সাজদাহ্ অর্থ অনুগত হওয়া এবং আজীজীকরা। তৃতীয় কথাও জয়ীফ বা দুর্বল, যেহেতু সাজদাহ্ অর্থ শরিয়ত মতে মাটিতে কপাল রাখা ইবাদতের উদ্দেশ্যে । আসল অভিধানেও তদ্রুত অর্থ করা উচিত ছিল কারণ আসলের কোন পরিবর্তন নাই। সুতরাং ইহাতে স্পষ্ট যে, ফেরাশতাগন আদম (আঃ)কে সাজদাহ্ করা এবং হজরত ইউছুপ (আঃ)এর ভাইগণ তাহাকে সাজদাহ্ করা প্রকৃত পক্ষে তা'জীমের উদ্দেশ্যে শুধু অনুগত্যতা এবং আজীজীর জন্য নহে। ইহাতে আরো বুঝা যায়, রসূল করীম (দঃ) এর বাণী, "যদি আমি কাহাকেও অপরকে সাজদাহ্ করার নির্দ্দেশ দিতাম" আল হাদীছের দ্বারা সাজদাহ্ তা'জীমী "মনছুখ" হইয়াছে বলিয়া যে উক্তি আছে তাহা জয়ীফ বা দুর্বল। যেহেতু ফেরেশতাগণ কর্তৃক

সাজদাহ্ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত এবং বহু কারনের সম্ভাবনা প্রসূত যাহা "মনছুখ" হওয়ার পরিপন্থী । দেখুন যাহারা বলেন, উক্ত সাজদাহ্ আজীজী এবং অনুগত্যতার উদ্দেশ্যে তবে উহা "মনছুখ" বা রহিত হওয়ার কোন কারণ নাই। যাহারা বলেন্ সাজদাহ্ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আদম (আঃ) কেবলাই ছিল। তাহাদের নিকট ইহা 'মনছুখ' বা রহিত হয় নাই এই কথা বলার সম্ভাবনা রহিয়াছে কারণ সাজদাহ্ যখন আল্লাহ্‌র জন্য তবে মন্‌ছুখের কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না । সাজদাহ্ মধ্যে গায়রুল্লাহকে কেবলা করা জায়েজ আছে যেমন খানায়ে কাবার ব্যাপারে দেখা যাইতেছে। যাহারা বলেন, উক্ত সাজদাহ্ প্রকৃত পক্ষে তা'জীমের উদ্দেশ্যে ছিল, তাহাদের মতেও ইহা মনছুখ হওয়ার কথা মানিয়া নেওয়া যায় না যেহেতু হাদীছের বর্ণনায় দেখা যায়, স্বামীর অনুগত্যতা বর্ণনার ক্ষেত্রেই উক্ত হাদীছ নিবদ্ধ এবং তাবার পর্যালোচনায় বুঝা যায় ইবাদতের সাজদাহ্‌র কথাই উক্ত হাদীছে বলা হইয়াছে যাহা এর পূর্ববর্তী শব্দ "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর" দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি বলেন উহা "আম শব্দ" উত্তর বুঝা যায়, সুতরাং এখানে সাজদাহ্‌র উদ্দেশ্য বর্ণনার প্রয়োজনছিল যেহেতু কোন বাক্যে কয়েকটি অর্থের সমন্বয় হইলে সঠিক ব্যাখ্যা এবং উদ্দেশ্য বর্ণনার পূর্বে উহা দলিল হিসাবে গ্রহণ যোগ্য নয়।

درجواز سجدۂ تحیّت برائے عارف کامل سرّ غامض بیان فرموده اند وآں
در مثنوی شریف مذکور است، شعر

آدمی چوں نور گیرد از خدا ،، ہست مسجودِ ملائک زاجتبا ،،
نیز مسجودِ کسے کو چوں ملک ،، رُستہ باشد جانش از طغیان وشک

مولنا بحر العلوم در شرح آں میگوید قولہ آدمی چوں، نور گرفتن از خدا کنایہ است از معرفت وعلم آنچہ کہ در اوست از ذات مستجمع جمیع اسماء او کامل است مسجود ملائکہ است از اجتبا کہ ایں سجود تکریم است ودر بیت ثانی میفرمائید بلکہ مسجود بنی نوع خود نیز است اگر چنیں باشد کہ از اوصاف بشری مبدّل باوصاف ملکی گشتہ ، الخ

বঙ্গানুবাদ ঃ– সাজদাহ্‌–এ–তা'জীমী জায়েজ সম্বন্ধে আরেফ কামেলদের জন্য বিশেষ রহস্য সম্বলিত। উহা মছনবী শরীফে উল্লেখ আছে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র নূরে আলোকিত হয়, শ্রেষ্টত্বের দরুন তখন তিনি ফেরেশতাদের সাজদাহ্‌ গ্রহনের উপযোগী হয়। ঐ ব্যক্তিগণের সাজদাহ্‌ গ্রহনের উপযোগী বটে, যাহাদের আত্মা অবাধ্যতা এবং সন্দেহ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত । উহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মওলানা বাহরুল উলুম (রাঃ) বলেন, খোদা তায়ালা হইতে নূর প্রাপ্তি অর্থাৎ খোদা পরিচিতি লাভ এবং খোদায়ী জ্ঞানে আলোকিত, জাতে পাকের সমস্ত নামাবলীর একত্রিতে তিনি পরিপূর্ণতা অর্জ্জন বা কামেল হইয়াছেন তাই শ্রেষ্টত্বের দরুন ফেরেশতাদের সাজদাহ্‌র যোগ্য। উক্ত সাজদাহ্‌ সম্মানের পরিপ্রেক্ষিতে। দ্বিতীয় ছত্রে বলিয়াছেন, শুধু ফেরেশতাদের নয়, স্বজাতীয় ব্যক্তিদের ও সাজদাহ্‌ যোগ্য–যাদের মানব চরিত্র ফেরাশতা চরিত্রে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়াছে।

در تفسیر فتح العزیز میگوید باید فهمید که فضائے بے پایان
در سینۂ ایشاں واقع است و دراں عمارتے عظیم بغایت وسیع.
بنیاد نہادہ وآں عمارت مشتمل بر دوازدہ نشیمن است کہ بعضے از.
آں بدنیا تعلق دارد و بعضے ازاں بدین و بعضے ازاں بالائے دین و دنیا
(الی قولہ) در نشیمن دوازدہم محبوب نازنین ماہ چینی بلکہ کعبہ مثانی کہ
تجلّی جمال الٰہی بدین اورا آشیانہ خود ساختہ وطور تمثالی کہ انوار حسن
ازلی بران تافتہ شان محبوبیت الٰہی در او جلوہ گر شدہ صید دلہا
بجاذبہ محبت میکند و ہزاراں ہزار عاشق حسن ازلی دیوانہ وار پئے.
توقع منفعت و استفادۂ کمالی از دور دشت بجاذبہ محبت درکمند
او دیدہ می آیند و بر آستانہ او سجدات میکنند و مشتاق لمعہ از.
جمال ارنید و ایں مرتبہ ازاں مراتب است کہ ہیچ کس را از بشر ندادہ
اند مگر بطفیل ایں محبوب مقبول برخے از اولیائے امت او را شمعہ
از محبوبیت ان نصیب شدہ و سجود خلائق و محبوب دلہا گشتہ
اند مثل حضرت غوث الاعظم و سلطان المشائخ نظام
الدین :- اولیاء قدس اللہ اسرھما اگر کسے را دریں دوازدہ
نشیمن شبہ و شک بخاطر رسد باید کہ دریں کارہا کہ مذکور شدند،

تأمل نماید کہ اصل ایں ہمہ اشغال از کجا ست بالیقین جزم خواہد کرد کہ
ایں ہمہ پرتوی از انوار کمال محمدی صلے اللہ علیہ وسلم است کہ شاخ
در شاخ وشعبہ در شعبہ برمثال جداول جدا شدہ بہر طائفہ رسیدہ الخ

বাঙ্গানুবাদ ঃ– শাহ আবদুল আজীজ (রাঃ) তফছীরে ফতহুল আজীজে বলিয়াছেন, 'বুঝা দরকার' নূর নবী মুহাম্মদ (দঃ) এর পবিত্র শিনার মধ্যে অসীম ময়দান নিহিত, তম্মধ্যে সীমাহীন প্রসস্থ বৃহৎ দালানের ভিত্তি রহিয়াছে। উক্ত দালান বারটি কক্ষ সম্বলিত। ইহার কতেক দুনিয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং কতেক দ্বীনের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আর কতেক দ্বীন–দুনিয়া উভয়ের উপরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। উক্তবার কক্ষের মধ্যে দ্বাদশ কক্ষে পূর্ণ শশী মাহবুবে অপরূপী দ্বিতীয় কাবারূপে উহাদের অঙ্গেঁ জমালে ইলাহীর তজল্লী বিকাশ স্থল হিসাবে তুর পাহাড়ের সদৃশ আজলী সৌন্দর্যের নূরী ঝলক খোদায়ী বন্ধুত্বের শান প্রজ্জ্বলিত পূর্বক প্রেমাকর্ষণে দিলের শিকার করিয়া থাকেন। আজলী সৌন্দর্য্যের প্রেমে–মত্ত হাজার হাজার আশেক পাগলের মত ফায়দা গ্রহণের আশায় দুর দুরান্তর হইতে মহব্বতের আকর্ষণে ফাঁদে পড়িয়া দেখিতে আসেন এবং তাহার আস্তানায় সাজদাহ্‌য় পতিত হয় এবং জমালীয়তের বিদ্যুৎ প্রবাহের আগ্রহে আসক্ত। ইহা এমন এক আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা যাহা সাধারন মানুষকে দেওয়া হয় নাই । শ্রেষ্ট মাহবুব নূর নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উছিলায় তাঁহার উম্মতের কোন কোন অলীকে উক্ত মাহবুবীয়তের আলোকশিখা আল্লাহ পাক দান করিয়া থাকেন । তাঁহারা সৃষ্টির সাজদাহ্‌র কেন্দ্র এবং দিলের মাহবুব বনিয়াছেন। উদাহরন স্বরূপ হজরত গাউছুলআজম শেখ আবদুল কাদের জীলানী (রাঃ) এবং সোলতানুল মশায়েখ হজরত নেজামউদ্দীন আওলীয়া (কঃ) এর নাম উল্লেখ করা যায় । যদি কাহারো উক্ত দ্বাদশ কক্ষ–সম্বন্ধে কোন দ্বিধা সন্দেহ দিলে উপস্থিত হয়, তাহাদের উচিৎ যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহতে গবীর ধ্যান করা। এই সব কাজের ভিত্তি নিঃসন্দেহে কোথা হইতে উদ্ভাসিত । ইহা সবকিছুই কামালে মোহাম্মদী (দঃ) এর নূরের ঝলওয়া । ডাল হইতে ডাল যেভাবে প্রসারিত হয়, নদীর মত বিক্ষিপ্ত ভাবে ইহা প্রত্যেক জমআতে বিরাজমান।

در مثنوی شریف مولنا روم مذکور است "شعر"

ابلهان تعظیم مسجد میکنند ,, در جفائے اہل دل جد میکنند
آں مجاز است این حقیقت ای خرا ,, نیست مسجد جز درون سروران
مسجدیکو اندرون اولیا ست ,, سجده گاه جمله ہست آنجا خدا است
تا دل مرد خدا نامد بدرد ,, ہیچ قومے را خدا رسوا نه کرد ،
قصد جنگ انبیا میداشتند ,, جسم دیدند انچه می پنداشتند

در بحر العلوم می گوید قوله جسم دیدند الخ چنانکه الله تعالی حکایت میکنند از کافراں قَالُوْا اَمَّا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۔ گفتند کافران نیستند شما مگر مثال ما در خواب وخورش و این ندانیستند که حق باجمیع صفات واسمار ظاہر است در ایشان الخ

বঙ্গানুবাদঃ— মছনবী শরীফে উল্লেখ আছে। বেকুপগণ জাহেরী মসজিদের সম্মান করে, যাহারা দিলের অধিকারী তাহাদের প্রতি আঘাত হানে। হে গর্দভতুল্য মানুষ, উহা মেজাজি মসজিদ এবং অলীগনের অন্তরে যে মসজিদ আছে উহাই প্রকৃত মসজিদ। অলীগনের ভিতরে ব্যতীত কোথায়ও সাজদাহ্র স্থান নাই। অলীগণের অন্তর রাজ্যে যেই মসজিদ অবস্থিত উহা খোদার সৃষ্টিজগতের সাজদাহ্র স্থান। যতক্ষন পর্যন্ত খোদার বন্ধুগনের দিলে আঘাত না হানে, ততক্ষন পর্য্যন্ত খোদাতায়ালা কোন জাতিকে লাঞ্ছিত করেন নাই। কাফেরগন নবীগনের দৈহিক আকৃতি দেখিয়া তাহাদের মত মনে করিয়াছিল বিধায় নবীগনের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছাই পোষন করিয়াছিল।

মছনবী শরীফের শরাহ বাহরুল উলুমে, 'দেহ-ই দেখিয়াছে' শব্দের তাৎপর্য্যে বর্ণনা করা হয়। কাফেরদের কথা আল্লাহ্পাক কোরআনে বর্ণনা দিয়াছেন, "তোমরা (নবীগন) আমাদের মত মানুষ" আমরা যেমন পানাহার করি, তোমরাও তদ্রূপ পানাহার কর। আমরা যেমন ঘুমাই তোমরাও তদ্রূপ ঘুমাও। কিন্তু তাহারা এই কথা জানে না যে, আল্লাহ্ পাক নিজ সমস্ত নাম ও গুণের সহিত নবীদের মধ্যে বিরাজমান।

درمثنوی شریف در دفتر سوم در بیان رفتن، سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی بکعبہ و در راہ بخدمت بزرگے رسیدن وگفتن آں بزرگ کہ کعبہ منم مرا طوف کن،

شعر

گفت طوافے کن بگردم ہفت بار ،، این نکوتر از وقوف حج شمار ،
عمرہ کردی عمر باقی یافتی ،، صاف گشتی بر صفا شتافتی ،
حق آں حقیکہ جانت دادہ است ،، کہ مرا بر بیت خود بگزیدہ است ،
تو مرا دیدی خدارا دیدۂ ،، گرد کعبہ صدق برگردیدۂ ،
خدمت من طاعت وحمد خداست ،، تا نہ پنداری کہ حق از من جداست
چشم نیکو باز کن در من نگر ،، تا بہ بینی نور حق اندر بشر ،،
کعبہ ہر چند یکہ خانہ بر اوست ،، خلقت من نیز خانہ سر اوست

قال فی بحر العلوم خلقت من وایں از برائے آنست کہ خلقت انسان کامل جامع مراتب ذات واسمائے اکوان داردپس ایں صورت انسانیہ خانہ سر حق است واین جا شارحان حدیث قدسی نقل میکنند کہ۔ اَلْاِنْسَانُ سِرِّیْ وَاَنَا سِرُّہٗ (الحدیث) یعنی انسان سر من است یعنی من ظاہر واو باطن ومن انسانم کہ انسان ظاہر است ومن باطن واو عارف ایں ہر دو مشاہدہ میسر است گاہ حق را باطن باید و خود را ظاہر وگاہ خود را باطن باید وحق راظاہر و دریں اشارت است، بحدیث دیگر، لَایَسَعُنِیْ اَرْضِیْ وَلَاسَمَائِیْ وَلٰکِنْ یَسَعُنِیْ قَلْبُ عَبْدِیْ الْمُؤْمِنِ (الحدیث) پس واضح گشت کہ چوں عارف کامل فانی بذات گردیدہ از کمال محویت باقی ببقائے حق شود درآں وقت درجمیع حرکات متخلق باخلاق اللہ گردد و در

حدیث قدسی آمدہ کُنتُ سَمعَهُ الَّذِیْ یَسْمَعُ بِہٖ وَبَصَرُہُ الَّذِیْ
یُبْصِرُ بِہٖ وَیَدَہُ الَّتِیْ یَبْطُشُ بِھَا وَرِجْلَهُ الَّذِیْ یَمْشِیْ بِھَا
وَلِسَانَهُ الَّذِیْ یَنْطِقُ بِہٖ (الحدیث) وچوں متصف بھمیں
صفت بود اطاعت ومحبت وے عین فرمان برداری و دوستی
خدا باشد چنانچہ از منطوق حدیث قدسی مفہوم گردد وآں اینکہ اَخْرُجْ
بِصِفَاتِیْ اِلٰی خُلْقِیْ وَمَنْ رَاٰکَ فَقَدْ رَاٰنِیْ وَمَنْ قَصَدَكَ
فَقَدْ قَصَدَنِیْ وَمَنْ اَحَبَّكَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ الخ
بنابراں بعضے سجدۂ پیر کامل را سجدۂ خدا گفتہ است مراد سجدۂ ۔
تعظیم وتکریم است لیکن درضمن آن طاعت خدا ہم یافتہ میشود ،
چنانچہ درسجود ملائکہ برائے آدم علیہ السلام لِلّٰہِ دَرُّ الحافظ الشیرازی
فیما قال ،
شعر
چوں دیدم روئے خویش سجدہ کردم ، بحمد اللہ نکو کردم امشب

বঙ্গানুবাদ :— হজরত মওলানা জলালউদ্দীন রূমী (রাঃ) <u>মছনবী শরীফের</u> ৩য় দফতরে হজরত সোলতান বায়জীদ বোস্তামী (রাঃ) এর কাবা শরীফ যাওয়ার পথে একজন বুজর্গের খেদমতে পৌঁছা এবং উক্ত বুজর্গ বলেন,কাবা আমি আমাকেই তাওয়াফ কর বর্ণনায় বলিয়াছেন–উক্ত বুজর্গ সোলতান বায়জীদকে বলিলেন, আমার চতুর্দ্দিকে সাতবার তাওয়াফ কর, হজ্বে যাওয়ার চেয়ে ইহাকে শ্রেয়ঃ মনে কর। আমাকে তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে যখন ওমরা বাধিয়াছ তুমি বাকী ওমর প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ বকায়তের দরজায় পৌঁছিয়াছ। ছফা–মরওয়া মনে করিয়া যখন আমার চতুর্দ্দিকে দৌড়িয়াছ, তোমার কালিমা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে । যে আল্লাহ্ পাক তোমাকে প্রাণ দান করিয়াছেন, তিনি আমাকে তাঁহার ঘর হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন । তুমি যখন আমাকে দেখিয়াছ, খোদাকে দেখিয়াছ। আমার চতুর্দ্দিকে তাওয়াফ করিয়া সত্যিকার কাবার চতুর্দ্দিকেই তাওয়াফ করিয়াছ। আমার খেদমত আল্লাহ্পাকের বন্দেগী এবং প্রশংসা। সুতরাং আল্লাহ্পাককে আমা হইতে বিচ্ছেদ মনে করিও না। তোমার শুভাকাংখী চক্ষুকে ফিরাইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর তবে মানুষের মধ্যে খোদার নুরকে প্রজ্জ্বলিত দেখিতে পাইবে । কাবা যাহাই হউক না কেন আল্লাহ্তায়ালার উপসনাগৃহ "আমার দেহও" তাঁহার রহস্যাবলীর কেন্দ্র। মছনবী শরীফের শরাহ বাহরুল উলুমে বর্ণিত, "আমার দেহ" যে বলিয়াছেন ইহার তাৎপর্য হইল ইনছানে কামেলের দেহ, সৃষ্টি জগতের সমস্ত রূপের কেন্দ্র স্থল । সুতরাং ইনছানের এই ছুরত আল্লাহ্তায়ালার রহস্যগৃহ।

ব্যাখ্যাকারীগণ ইহার ব্যাখ্যায় হাদীছে কুদ্‌ছি "মানব আমার রহস্য আমি মানবের রহস্য" এর বর্ণনা দিয়া থাকেন। মানব আমার রহস্য অর্থ আমি জাহের এবং সে বাতেন। আমি ইনছান যেহেতু ইনছানই স্পষ্ট এবং আমি তাহার গোপন খনি । আরেফগণ এই উভয় অবস্থা দেখিতে সক্ষম । কোন সময় আল্লাহ্‌তায়ালা কে বাতেন এবং নিজেকে জাহের হিসাবে অবলোকন করে। কোন সময় নিজ্‌কে বাতেন এবং আল্লাহ্‌পাককে জাহের অবস্থায় প্রাপ্ত হয়। মওলানার বাণীতে দ্বিতীয় হাদীছের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে । উক্ত হাদীছে কুদ্‌ছিতে আল্লাহ্‌পাক বলিয়াছেন, 'আসমান-জমিন কিছুই আমাকে সামলাইতে পারে না কিন্তু মোমেনে কামেলের কলবই আমাকে সামলাইতে পারে । ইহাতে স্পষ্ট হইয়া গেল, যখন আরেফীন-কামেলীনগন নিজ সত্ত্বাকে ফানা করিয়া আল্লাহ্‌র জাতে বকায়তের দরজা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সমস্ত চলন ভঙ্গীতে আল্লাহ্‌পাকের চরিত্রে চারিত্রবান পরিস্পুটিত হয়। হাদীছে কুদ্‌ছিতে রসুলে করীমের ভাষায় আল্লাহ্‌পাক বলেন,"বন্দা যখন আমার নৈকট্য প্রাপ্ত হয়, আমি তাহার কান হই, যাহা দিয়া শুনে, তাহার চক্ষু হই, যাহা দ্বারা দেখে,তাহার হাত হই, যে হাতে ধরে, তাহার পা হই,যে পায়ে চলে এবং তাহার মুখ হই, যে মুখে কথা বলে। সুতরাং আমার দ্বারাই শুনে, দেখে, ধরে, চলে এবং কথা বলে। মানুষ যখন উক্ত প্রশংসায় প্রশংশিত, তাহার অনুগত্যতা গ্রহণ এবং তাহাকে ভালবাসা খোদাতায়ালার অনুগত্যতা এবং মুহাব্বতেই বটে। হাদীছে কুদছির বানীর দ্বারাই ইহাই উপলদ্ধি হয়, যাহা অন্যান্য বানীতে বর্ণিত, "আমার সিফত হইতে আমার স্বভাব গ্রহণ কর।" হে রসুল । যে তোমাকে দেখিয়াছে, সে আমাকে দেখিয়াছে। যে তোমার নৈকট্য লাভের আশা করিয়াছে, সে আমারই নৈকট্য প্রার্থী। যে তোমাকে ভাল বাসিয়াছে, সে আমাকে ভাল বাসিয়াছে ইত্যাদি। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে কেহ কেহ, পীরে কামেলের সাজদাহ্ কে খোদাতায়ালার সাজদাহ্ বলিয়াছেন অর্থাৎ তা'জীমী সাজদাহ্ সম্মানের বটে তবে ইহার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীই নিহীত; যেমন ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদম (আঃ)কে সাজদাহ্ করার ব্যাপারে প্রমাণিত হয় । হাফেজ সেরাজী (রাঃ) সুন্দর বলিয়াছেন যখন নিজের রূপ দেখিলাম, সাজদাহ্ করিলাম। আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি যে অদ্য রাত্রে অতীব মহৎ কাজ করিয়াছি।

در تذکرة المعاد مذکور است از ابوهریرهؓ روایت کرده که میگفت بعضے روز قیامت دوست دارند که سیئات میکردم وآنها کسانی اند که يُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ درشان آنهان است دریں مقام دو توجیه میتوان کرد یکے آنکه بندگان خاص بمجرد صدور معصیت آنقدر ندامت میکشند و درجناب الهی تفرّع والتجا میکنند که آن گنهگاران حسنات میکنند و فتح باب رحمت مینمایند دوم آنکه کسانیکه غرق دریائے عشق ومحبت الهی هستند درغلبهٔ حال گاهی از

آنہا اعمال صادر میشود کہ بمیزان شرع سنجیدہ نمیشود مثل او وجد و رہبانیۃ
مبتدعہ و ترک جمعہ و جماعت در اربعینات و کلمات شطحیہ حق تعالی یعنی
کلامیکہ بحالت مستی و ذوق صادر شود و مخالف شرع باشد اینچنیں اعمال
را نظر بر عشق و محبت شان ثواب حسنات دہد علامہ عارف رومیؒ در
مثنوی شریف میفرمایند ؎

ہر چہ گیرد علتی علت شود ،، کفر گیرد کاملی ملت شود ،
کار پاکاں را قیاس بر خود مگیر ،، گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر ،
او بدل گشت و بدل شد کار او ،، لطف گشت و نور شد ہر نار او ،

وآنچہ در حدیث ابی ذرؓ آمدہ کہ صغار ذنوب بروی عرض کردہ شود و
کبار پوشیدہ داشتہ شود معنیش آں باشد کہ عوض صغار ذنوب حسنات
دادہ شود اگر احیانا بزور تقدیر ازاینچنیں کس کبیرہ صادر شود آنرا پوشیدہ
دارد و بخشد پس ثابت شد کہ اگر مرید صادق بسبب غلبہ محبت پیر
در آستان او از قصد تعظیم و طلب رضا سر نہد اگر مسلم بود کہ آں
فعل او نزد اہل ظاہر از معصیت است عند اللہ ماخوذ نخواہد شد ، د
فِی کُتُبِ الشَّرعِ لَا یُؤَاخِذُ اللّٰہُ العُشَّاقَ بِمَا صَدَرَ مِنْہُمْ

বঙ্গানুবাদ :— তজকেরাতুল মায়াদ নামক কিতাবে উল্লেখ আছে হজরত আবু হোরাইয়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত,কতেক লোক কিয়ামতের দিন আরজু করিবেন, আমরা যদি গুনাহ্ করিতাম! তাহারা ঐ লোক যাহাদের শানে বর্ণিত তাহাদের গুনাহ্‌কে ছওয়াবে পরিবর্তিত করা হইবে। এই স্থলে দুইরূপ তাৎপর্য্য করা যায়। প্রথমঃ উক্ত ব্যক্তিগণ গুনাহের দ্বারা লজ্জিত হইয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্রন্দন ও আজীজী করিতে থাকিবেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত গুনাহ গার গনের ক্রন্দন ও আজীজীর কারণে তাদের গুনাহ্‌কে নিজ দয়াগুনে ছওয়াবে পরিবর্তিত করিয়া দিবেন। উক্ত গুনাহ্‌গারগণ গুনাহ্‌র কারণে ছওয়াবেই করিয়াছেন এবং আল্লহ্‌র রহমতের দরজা খোলা দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয়ঃ যে ব্যক্তিগণ আল্লাহ্ পাকের এশক মুহাব্বতের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত, অবস্থার অনুপ্রেরনায় কোন সময় তাহাদের নিকট হইতে এমন কাজ পরিলক্ষিত হয় যাহা শরিয়তের পাল্লা দিয়া ওজন করা

যায় না যেমন, অজ্দ, সংসার বিরাগী, নুতন সৃষ্টিকাজ, জুমআ–জমআত ছাড়িয়া দেওয়া, লোকসমাজে শরআর অন্যথা কথা বলা ইত্যাদি। মস্তিও আসক্তি অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে শরিয়তের বিপরীত যাহা পরিলক্ষিত হয়। এশক মুহাব্বতের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কাজের বদলে আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে ছওয়াবই প্রদান করিয়া থাকেন। মওলানা রূমী (রাঃ) মছনবী শরীফে উহার বর্ণনা দিয়াছেন। রোগাগ্রস্থগণ যাহা ধরে তাহা রোগাক্রান্তই হয়। কামেলীনগণ যদি কুফরী করিয়া থাকে তাহা ধর্মের অনুকূলে হয়। পাক পবিত্র ব্যক্তিগণকে নিজের সহিত তুলনা করিও না। যদিও ফার্সী ভাষায় শের এবং শীর লিখিতে একইরূপ কিন্তু অর্থের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে । শের অর্থ বাঘ, যে মানুষ খায় এবং শীর অর্থ দুগ্ধ যাহা মানুষে পান করে। যে ব্যক্তি কামেল হয়, কমালিয়তের দ্বারা তাহার কাজ কারবার ও পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহার উপর আল্লাহ্পাকের মেহেরবাণী ও ফজলে করমের ধারা এইভাবে বর্ষিত হইতে থাকে যে তাহার আগুন নূরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। আবু জর (রাঃ) হইতে হাদীছ বর্ণিতঃ হাশরের দিন আশেক ব্যক্তিদের ছগীরা গুনাহ্ তাহাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে এবং কবীরা গুনাহ্ সমূহ লুকায়িত রাখা হইবে। তাহাদের ছগীরা গুনাহ্র পরিবর্তে ক্রন্দন ও এলতেজার দরুন ছওয়াবেই দেওয়া হইবে। যদি কোন সময় হঠাৎ তাহাদের নিকট হইতে গুনাহ্ কবীরা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহা আড়ালে রাখা হইবে এবং ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। এখন প্রমানিত হইল, যদি সত্যিকার কোন আশেক মুরীদ পীরের মুহাব্বতের আতিশয্যে তাহার আস্তানায় তা 'জীমের উদ্দেশ্যে এবং পীরের রেজামান্দীর জন্য মাথা অবনত করে মাটিতে রাখে, যদি মানিয়াও নেওয়া যায় উহা জাহেরী আলেমদের নিকট গুনাহের কাজ, তবুও উহা আল্লাহ্ পাকের নিকট ধর্তব্য হইবে না শরিয়তের কিতাবে আছে আশেক প্রেমিকগণের নিকট হইতে যাহা কিছু পরিলক্ষিত হয় আল্লাহপাক তাহাতে ধর্ত্তব্য শাস্তি প্রদান করিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পীর মোরশেদের খেদমত ও আনুগত্যতা

(سَوال)

خدمت واطاعت پیرومرشد بحسب شریعت و طریقت چگونہ باید ، بَیِّنُوا وَتَوَجَّرُوا ؟

বঙ্গানুবাদ : সওয়াল :– শরিয়ত ও তরিকত মতে পীর এবং মোরশেদের খেদমত ও আনুগত্যতা কিরূপ হইতে হইবে? তাহার বর্ণনা প্রদান করুন ।

؛ جواب ؛

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربیان آداب شیخ میفرمایند الحمد للہ الذی اَدَّبَنا بالآداب النبویۃ وَھَدٰینا بالاخلاق المصطفویۃ علیہ وعلیٰ الہ واصحابہ اکمل الصلوٰت واتم التسلیمات ، بدانکہ سالکان ایں راہ از دو حال خالی نیستند مریداند یامراد طوبیٰ لہم براہ آں جذب ومحبت ایشاں راکشان خواہند برد وبمطلب اعلیٰ خواہند رسانید وہرادبے کہ درکار او بتوسط یا بے توسط تعلیم شان خواہند فرمود اگر زلتے واقع شود زود متنبہ خواہند فرمود بآن مواخذہ نخواہند کرد اگر بہ پیر احتیاج داشتہ باشند بے سعی ایشاں باین دولت دلالت خواہند فرمود بالجملہ عنایت الٰہی جل سلطانہ متکفل حال ایں بزرگواران است بسبب یابی بسبب کار ایشاں راکفالت خواہند کرد واللہ یَجْتَبِی مَنْ یَّشَاءُ اگر مریداند کار بے توسط پیر کامل ومکمل دشوار است پیرے باید کہ بدولت جذبہ وسلوک مشرف

باشند وبسعادت فنا وبقا مستعد گشتہ در سیر الی اللہ وسیر فی اللہ وسیر عن
اللہ باللہ را بانصرام رسانیدہ واگر جذبہ او بر سلوک او مقدم وبتربیت مراد
مربی شد کبریت احمر است کلام او دوا و نظر او شفا احیائے دلہائے
مردہ بتوجہ شریف او منوط و تازگی جانہائے فسردہ با التفات
لطیف او مربوط اگر ایں طور صاحب دولت پیدا نشود سالک
مجذوب ہم مغتنم است وتربیت ناقصان نیز از وی می آید بتوسط
او بدولت فنا و بقا می رسند آسمان بعرش آمد فرود ورنہ بس عالی
است پیش خاک تو اگر بعنایت خداوند جل سلطانہ طالبے بایں پیر
کامل ومکمل دلالت فرمود کہ وجود شریف او را مغتنم داند خود را تمام
باو سپارد وسعادت خود را در مرضیات او داند وشقاوت خود
را در خلاف مرضیات او شناسد بالجملہ ہوای خود را تابع رضائے
او سازد ودر خبر نبوی است علیہ وعلی الہ الصلوات والتسلیمات
اَتَمَّهَا وَاَكْمَلُهَا لَمْ يُؤْمِنْ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا
لِمَا جِئْتُ ۔

بدانکہ رعایت آداب صحبت ومراعات شرائط از ضروریات ایں
راہ است تا راہ افادہ واستفادہ مفتوح گردد وبدونہا لا
نتیجۃ للصحبۃ ولا ثمرۃ للمجلس ۔

বঙ্গানুবাদঃ জওয়াব ঃ— ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেছানী শেখ আহমদ ছুরহিন্দি (রাঃ) এর মকতুবাতে পীরের প্রতি মুরিদের আদব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যাহা এইখানে উল্লেখ করা হইল, আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা আদায় করি, যিনি আমাদিগকে প্রিয়নবীর আদব শিক্ষা দিয়াছেন এবং নবী মোস্তাফা(দঃ)এর চরিত্রের বদৌলতে আমাদিগকে হেদায়ত করিয়াছেন। নবী মোস্তাফা (দঃ) এর উপর এবং তাঁহার বংশধর ও আছহাবগণের প্রতি পরিপূর্ণ ভাবে অসংখ্য ছালাত ও সালাম বর্ষিত হউক। তরীকত পথের পথিক দুই অবস্থা হইতে খালী নয়; মুরীদ বা মুরাদ তাহাদের জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে মুহাব্বত এবং আকর্ষণের

রাস্তায় টানিয়া নিয়া যায় এবং বলন্দ মরতবায় উন্নীত করেন। তাহাদের জন্য যে আদবের প্রয়োজন তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করেন। যদি পিছলিয়া পড়ে তাহাদিগকে অত্যধিক হুশিয়ার করিয়া থাকেন বটে, উহাতে ধর্ত্তব্য করেন না। যদি পীরের প্রয়োজন থাকে, বিনা চেষ্টায় তাহাদিগকে উক্ত দৌলতের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। মোটা মোটিভাবে বলিতে হয়, আল্লাহপাকই উক্ত ব্যক্তিগণের অবস্থার জিম্মাদার। কারণে হউক বা বিনা কারণে হউক তাহাদের কাজে আল্লাহ পাক নিজেই জিম্মাদারী গ্রহন করেন। আল্লাহ তাহাদের মধ্যে যাহাকে চাহেন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। মুরীদ পীরে কামেলুল আকমলের উছিলা ব্যতীত মঞ্জিলে মকছুদে পৌঁছা সম্ভব নহে। এমন পীরের প্রয়োজন যিনি জজবা ও ছুলুকের অধিকারী এবং ফনা ফিল্লাহ ও বকা বিল্লাহ দরজার প্রতীক, যিনি আল্লাহর দিকে ছায়র, আল্লাহর জাতে ছায়র এবং আল্লাহর সহিত ছায়র ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত হইয়া মুরীদানকে শেষস্তরে পৌছাইয়া দেন। যদি পীরের জজব ছুলুকীয়তের অগ্রবর্ত্তী হয় এবং মুরীদান গণের প্রতিপালনে অভিভাবকত্ব দান করেন তাহা লাল পাথরের সমতুল্য অর্থাৎ তুলনাবিহীন। উক্ত পীরের কালাম রোগ প্রতিষেধক এবং দৃষ্টি শেফা দানকারী দুঃখ মোচনকারী। তাঁহার তাওয়াজ্জুহর বদৌলতে মৃত অন্তরে সঞ্জীবনী শক্তি সৃষ্টি হয় এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিলের অন্ধকার বিদূরিত হয়। যদি উক্তরূপ পীরের দরশন না মিলে, তবে ছালেকে মজজুব পীরকে গনিমত মনে করিবে। নাকেছগণের প্রতিপালন তাহাদের দ্বারাও হইয়া থাকে। উক্ত পীরের উছিলায় ফনা ও বকায়তের দৌলতে পৌছা যায়। আসমান যদিও আরশের নীচে তবুও জমীনের উপরে। তদ্রূপ উপরোল্লিখিত পীর হইতে তাহাদের দরজা কম হইলেও, অন্যান্য পীর হইতে উচ্চ মরতবার অধিকারী। আল্লাহ পাকের ফজলে করমে যদি তালেবগণ উক্তরূপ পীরের অনুসন্ধান পায় তবে তাহাকে গনিমত মনে করিবে। তাহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করিবে। তাহার সন্তুষ্টিতেই নিজের মঙ্গল নিহিত এবং অসন্তুষ্টিতে অমঙ্গল অবধারিত জানিবে। নিজের মনের ইচ্ছাকে তাহার সন্তুষের অনুগত করিয়া রাখিবে। হাদীছ শরীফে আছে, হুজুর পুর নূর (দঃ) ফরমাইয়াছেন, "তোমরা ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঈমানদার নও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের খাহেশ আমি যাহা নিয়া আসিয়াছি তাহার অনুগত না হয়।" মনে রাখা দরকার, আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং শর্ত অনুযায়ী চলা তরীকত পথের পথিকদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, যেন ফায়েদা গ্রহন এবং ফায়েদা কামনার পথ খোলা থাকে। আদব ব্যতীত পীরের সংস্রবে গিয়া কোন লাভ নাই।

بعضے اداب ضروریہ بمعرض بیان آوردہ میشود بگوش ہوش باید
شنید بدانکہ طالب را باید روئے دل خود را از جمیع جہات برگردانیدہ
متوجہ پیر خود سازد بے غیر ازاں او بنوافل واذکار نپردازد ودر حضور او بغیر
او التفات نمایند و بکلیہ خود متوجہ باد بنشیند حتی کہ بذکر ہم مشغول نشود
آنکہ او امر کند وغیر نماز فرض وسنت در حضور او ادا نکند نقل کردہ

انداز سلطان ایں وقت کہ وزیرش پیش او ایستادہ بود اتفاقًا دریں
اثنا وزیر التفاتے بجامۂ خود کردہ بند آنرا بدست خود راست
میکرد دریں نظر سلطان براں وزیر افتاد دید کہ بغیر او متوجہ است
بزبان عتاب کرد و گفت کہ ایں را ہضم نمیتوانم کرد کہ وزیر من باشی و در
حضور من بہ بند جامہ التفات کنی باید اندیشید کہ ہرگاہ وسائل دنیاوی ۔
دنیا را اداب دقیقہ درکار است وسائل وصول الی اللہ را بر وجہ اتم
واکمل رعایت ایں ادب لازم خواہد بود مہما امکن در اینجا نہ ایستد کہ سایہ
بر سایۂ او نہ افتد و بر مصلائے او پا نہند و در متوضائی او طہارت
نکند و بظروف او چیزے استعمال نکند و در حضور او آب نخورد و طعام
تناول ننماید و بکسی سخن نکند بلکہ متوجہ باحدی نگردد و در غیبت
پیر در جائیکہ او است پا دراز نکند و بزاق دہن بانجانب نیندازد
و ہرچہ از پیر صادر شود آنرا صواب داند اگرچہ بظاہر صواب ننماید و ہر
چہ میکند و باذن کار میکند بر ایں تقدیر اعتراض را گنجائش نباشد
اگرچہ در بعضے صور الہامش خطا راہ یابد چہ خطائے الہامی در رنگ
خطائے اجتہادی است ملامت و اعتراض بر آں مجوز نیست
و ایضًا چون ایں را محبتی بہ پیر شدہ در نظر محب ہرچہ از محبوب ۔
صادر شود محبوب مینماید پس اعتراض را مجالے نبود و در امور کلی و
جزئی اقتدا بہ پیر خود کند چہ در خوردن و نوشیدن و چہ در خفتن و
طاعت کردن و نماز را بطرز او ادا باید کرد و فقہ را از عمل او اخذ
باید نمود ، بیت

آنرا کہ در سرائے نگاریست فارغ است ،
از باغ و بوستان و تماشائے لالہ زار ،

و ہیچ اعتراض را در حرکات و سکنات او مجال ندہد اگرچہ آن ۔

اعتراض حب خود نبود زیرانکه اعتراض را غیراز حرمان نتیجه نیست و باید
دانست که شقاوت ترین جمیع خلائق عیب بین ایں طائفه علیه است
نَجّنَا اللّٰهُ سُبحَانَهُ عَنْ هٰذَا البَلَاءِ العَظِیمِ اگر شبه پیدا شود
در خاطر آنرا بے توقف عرض نماید اگر حل نشود تقصیر برخود دهد هیچ
منقصت را بجانب پیر عاید نسازد و بے ضرورت و بے اذن او از وے جدا
نشود که غیر او را بروے گزیدن منافی ارادت است و آواز خود را بر آواز
پیر نکند و سخن بلند با او نگوید که سوء ادب است و هر فیضے و فتوحے که بر
سد انرا از پیر داند و بداند که چوں پیر جامع کمالات و فیوض است فیض
خاص از پیر مناسب استعداد خاص مرید ملایم کمال شیخی از شیوخ که
صورت افاضه از وے ظاهر شده است بمرید رسیده و لطیفه از
لطائف پیر که مناسبت بآں فیض دارد بصورت آں شیخ ظاهر
شده است بواسطۂ ابتلائے مرید آں لطیفه شیخ دیگر خیال کرده
است و فیض را از آں دانسته و ایں مغلط عظیم است حق سبحانه
تعالیٰ از ذلت قدم نگهدارد و بر اعتقاد و محبت پیر مستقیم دارد۔
بحرمة سید البشر علیه و علی آله الصلوات والتسلیمات

বঙ্গানুবাদ :— ইমামে রাববাণী মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ) এর মকতুবাতে পীরের প্রতি মুরিদের আবশ্যকীয় আদব সম্বন্ধে আরো বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা এইখানে উল্লেখ করা হইল। মুরিদ সমস্ত দিক হইতে মন ফিরাইয়া স্বীয় পীরের প্রতি মন স্থাপন করা অবশ্যক। পীরের সমীপে তাঁহার বিনানুমতিতে নফল নামাজ ও জিকিরে লিপ্ত হইবে না এবং তাঁহার সামনে তিনি ব্যতীত অন্য দিকে লক্ষ্য করিবে না। সম্পূর্ণরূপে পীরের দিকে মনোনিবেশ করিয়া বসিয়া থাকিবে। এমনকি জিকিরেও রত হইবে না। কিন্তু তিনি যে আদেশ দেন তাহাই করিবে। ফরজ ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা ব্যতীত কোন নামাজ তাঁহার সম্মুখে পড়িবে না। বর্ণিত আছে, জনৈক উজির বাদশাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ উজিরের দৃষ্টি স্বীয় কাপড়ের উপর পড়িলে হস্তদ্বারা জামার বোতামগুলি টিক করিয়া দিতে লাগিল। এমন সময় বাদশাহ্‌র দৃষ্টিও উজিরের উপর পতিত হইলে দেখিতে পান উজির অন্য খেয়ালে মগ্ন। বাদশাহ্‌ তখন উজিরকে ভৎসেনা পূর্বক বলিলেন, তুমি আমার উজির হইয়া আমার দিকে খেয়াল না রাখিয়া অন্য দিকে

খেয়াল করা মহা অন্যায়। আমি ইহা সহ্য করিতে পারি না। এখন ভাবিয়া দেখুন। নিকৃষ্ট দুনিয়ার বাদশাহর নিমিত্ত বিশেষ আদবের আবশ্যক হইলে, দুনিয়া ও আখেরাতে যাহার দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জ্জন করা যায়, তাঁহাকে বহুগুণ বেশী আদব করা বিশেষ প্রয়োজন। যতদূর সম্ভব হয় এইরূপ স্থানে দাঁড়াইবে না, যেন স্বীয় শরীরের ছায়া পীরের ছায়ার উপর পতিত হয়। কখনও পীরের মছল্লার উপর পা রাখিবে না। তাঁহার পাত্রে কোন সময় অজু করিবে না। তাঁহার ব্যবহৃত পাত্রে কোন জিনিষ ব্যবহার করিবে না। তাঁহার সামনে অন্য কাহারও সহিত কথোপকথনে লিপ্ত হইবে না এবং অন্য কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিবে না। পীরের অসাক্ষ্যাতে তিনি যেখানেই আছেন, ঐ স্থানের দিকে পা লম্বা করিয়া বসিবে না এবং সেই দিকে থুথু ফেলিবে না। পীর হইতে যাহা প্রকাশ হয়, প্রকাশ্যভাবে ভাল বিবেচনা না হইলেও ভাল মনে করিতে হইবে। যেহেতু তিনি যাহা করেন, এলহামের দ্বারা করেন। তিনি খোদার বিনা আদেশে কোন কাজ করেন না। এতদাবস্থায় সন্দেহ করার কোন কারণই নাই। তাঁহার কোন এলহামের ব্যাপারে ভুল ভ্রান্তি হইলেও তাহা এজতেহাদী ভুল হইতে উত্তম। এজতেহাদী ভুলেও যদি ছওয়াব হয় তবে ইহার তুলনা নাই। উহাতে বাদানুবাদ ও সন্দেহ করা জায়েজ নাই। বিশেষতঃ পীরের প্রতি মুরিদের প্রেম ভালবাসা থাকা হেতু প্রিয় জনিত দোষত্রুটি প্রেমিকের নিকট প্রিয়ই হইবে। সুতরাং সন্দেহের কোন কারণই থাকিতে পারে না। ছোট বড় প্রত্যেক কাজে পীরের অনুসরণ করিবে। পানাহার, নিদ্রা, ইবাদত–বন্দেগী সবকিছুতে পীরের অনুসরণ করিবে। তাঁহার নিয়ম মতে নামাজ আদায় করার চেষ্টা করিবে। পীরের কার্য্যাবলীকে নিজের জন্য 'ফেকাহ্' বা ধর্মীয় মছায়ালা স্বরূপ মনে করিবে। শায়ের বলেন ঃ– 'যে ব্যক্তি মাশুকের কক্ষে এবং সামনে আছে, সে ব্যক্তি বাগান এবং সুন্দর ফলফুলের অপরূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। পীরের কাজ করবার এবং চলা ফিরার প্রতি সন্দেহ করিবে না। কেননা তাঁহার প্রতি সন্দেহকারীর ফল আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হয় না। মনে রাখিবে সৃষ্টিজগতের মধ্যে যাহারা ইহাদের (খোদার আউলিয়াগণের) নিন্দা করে তাহারা নিকৃষ্ট লোকগণের মধ্যে গন্য বটে। যদি মুরিদের কোন বিষয় সন্দেহ হয় অবিলম্বে সন্দেহের বিসয় পীরের নিকট প্রকাশ করিবে। যদি সন্দেহ দূর না হয় পীরের প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ না করিয়া নিজের জ্ঞানের অক্ষমতাই মনে করিবে। পীরের অনুপযুক্ততার খেয়াল পোষন করিবে না। পীরের বিনানুমতিতে বিদায় হইবে না। কেননা পীর ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহন করা মুরিদের বিপরীত বস্তু। কথা বলিবার সময় পীরের আওয়াজের উপর স্বীয় আওয়াজ উচ্চ করিবে না এবং তাঁহার সহিত বড় আওয়াজে কথা বলা বেয়াদবী। যে কোন ফয়েজ ও ফতুহ (আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ) পাইবে উহা পীর হইতে প্রদত্ত মনে প্রদত্ত মনে করিবে। পীর যখন সমস্ত কমালীয়াত এবং ফয়ুজাতের অধিকারী খাছ–ফয়জ পীর হইতে মুরিদের উপযুক্ততা মতে বর্ষিত হইবে।

পীরের কামালিয়াতের প্রভাবে পরীক্ষামূলক ভাবে ফয়জদানের পরিপ্রেক্ষিতে মুরীদ যদি অন্য কোন বুজর্গানকে দেখিতে পায় এবং কোন মেহেরবানী পাইতে থাকে যাহা ফয়ুজাত সম্পকীয়, উহা স্বীয় পীর হইতে প্রাপ্ত মনে করিবে। যদি উক্ত মেহেরবানী এবং ফয়ুজাত স্বীয়

পীরের মনে না করিয়া উক্ত বুজর্গ হইতে প্রাপ্ত মনে করে ইহা জঘন্য ভুল হইবে। আল্লাহ্পাক প্রত্যেককে পা পিছলিয়া যাওয়া হইতে হেফাজত করুক। পীরের এতেকাদ এবং মুহাব্বতে সঠিক রাখুক। আমাকেও আমার পীর জনাব গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ কেবলার খেদমতে আদবের সহিত ব'হাল রাখুক।

بالجملہ طریق کلیہ ادب مثل مشہور است ہیچ بے ادب بخدا نرسد آری مریدیکہ ۔ ببرکت توجہ پیر بمرتبہ فنا وبقا برسد راہ الہام وطریق فراست بروی ظاہر شود بدانکہ گفتہ اند الشیخ یحیی ویمیت احیاء واماتت از لوازم شیخی است مراد از احیاء احیاء روحی است نہ جسمی ہمچنیں مراد از اماتت اماتت روحی است نہ جسمی مراد از حیات وموت فناء وبقاء است کہ بمقام کمالات میرساند وشیخ مقتدا باذن اللہ سبحانہ وتعالیٰ متکفل ایں ہر دو امر است وانکہ بایں بزرگوار ان مناسبت ندارد از دولت کمالات ایشاں محروم است اگرچہ ہزار معجزہ وخوارق وکرامات بیند وابوجہل وابولہب را شاہد ایں معنی باید گرفت قَالَ اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ فِیْ حَقِّ الْکُفَّارِ اِنْ یَّرَوْا کُلَّ اٰیَۃٍ لَّا یُؤْمِنُوْا بِھَا حَتّٰۤی اِذَا جَآءُوْکَ یُجَادِلُوْنَکَ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنْ ھٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۔ بدانکہ مجدد در رسالہ **مبدا ومعاد** میفرمایند کہ حقوق پیر فوق حقوق سائر ارباب حقوق است بلکہ نسبت ندارد حقوق پیر با حقوق دیگراں بعد انعامات حضرت سبحانہ واحسانات رسول اللہ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ پیر رسول حقیقی است صلے اللہ علیہ وسلم ولادت صوری ہرچند از ـ والدین است اما ولادت معنوی متعلق بپیر است و ولادت صوری را حیات چند روز است و ولادت معنوی را حیات ابدی است نجاسات معنوی مرید را پیر است کہ بقلب وروح خود کناسی می نمایند تطہیرات کنید ومیفرمایند پیر است کہ بوسیلہ وتوسل او بخدا میرسند عزوجل کہ فوق جمیع سعادات دنیویہ واخرویہ است ،

که بوسیلۂ او نفس امّارہ که بالذّات خبیث است مزکی و مطهر میگردد و از امارگی
باطمینان میرسد و از کفر جلی باسلام حقیقی می آید ،
ع ؎ گر بگویم شرح آن بیحد بود الخ
سعادت خود را در قبول پیر باید دانست و شقاوت خود را در ردّ
او نعوذ بالله من ذالک رضای حق سبحانه در پس پرده رضای پیر مانده
است تا مرید در مرضی پیر خود را گم نسازد لمرضیات حق سبحانه تعالی.
نرسد آفت مرید در آزار پیر است هر زلتی که بعد از آن باشد تدارک
آن ممکن است امّا آزار پیر را هیچ تدارک نتوان نمود آزار پیر بیخ شقاوت
است مر مرید را .
عیاذاً بالله من ذالک .

বঙ্গানুবাদ :— আসল কথা হইল, আদবের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহা সর্বসম্মত মত বটে। কোন বে-আদব খোদা তায়ালাকে পাইতে পারে না। যে মুরিদ পীরের তওয়াজ্জুহর বদৌলতে ফানা ও বক্বার দরজায় পৌছে, তাহার দিলে এলহামের পথ উম্মুক্ত হয় এবং জ্ঞানের উম্মেষ হয়। বুজর্গানেদ্বীন বলিয়াছেন, পীর মুরিদকে জীবন দান করিতে পারেন এবং মারিয়া ও ফেলিতে পারেন। মারা-বাঁচা পীরের অন্যতম ছিফত। জিন্দা করার অর্থ রূহানী জিন্দাগানী দান করা, দৈহিক নয়, তদ্রূপ মৃত্যুও রূহানীয়তের মৃত্যুই, দৈহিক মৃত্যু নয়। হায়াত ও মওতের অর্থ ফানা ও বক্বা যাহা কামালীয়তের মকামে পৌছানোর দ্বারা আয়ত্ব হয়। পীরে কামেল আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে উভয় অবস্থার জামীন। যে ব্যক্তি উক্ত পীরে কামেল হইতে সম্পর্কহীন সে কামালীয়তের দৌলত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। সেইধরনের ব্যক্তিরা যদি হাজার হাজার মাজেজা কেরামত বা অলৌকিক কায্যাদি দেখে তবুও কামালিয়াতের মেহেরবাণী হইতে দুরে থাকিবে। উদাহরণ স্বরূপ আবু জেহেল ও আবু লাহাবের কথা উল্লেখ করা যায়। কাফেরদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাকের বাণী, "তাহারা যদি সমস্ত নিদর্শন সমূহ দেখিতে পায়, উহার প্রতি বিশ্বাস করিবে না। এমনকি আপনার নিকট আসিলে আপনার সহিত বিবাদ করিতে থাকিবে। কাফেরগণ উক্ত নিদর্শন সমূহকে বলিতে থাকিবে ইহা অতীতযুগের কাহিনী ব্যতীত অন্য কিছু নহে।"

মুজার্দ্দেদে আলফেছানী (রঃ) তাঁহার রচিত 'মবদা ও মাআদ' নামক কিতাবে বলিয়াছেন যে, সমস্ত হকদারগণের হকের উপরে পীরের হক। পীরের হকের সহিত অন্য কাহারো হকের তুলনা হয় না। আল্লাহ পাকের নেয়ামত এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) এর এহ্ছানের পরে পীরের মেহেরবাণীই প্রধান, বরং পীর হাকীকী রসূল। জাহেরী জন্ম যদিও পিতা-মাতার সহিত সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু বাতেনী জন্ম পীরের সহিত সংশ্লিষ্ট। মুরিদের বাতেনী নেজাছত বা

অপবিত্রতা পীর নিজের রূহানী শক্তি দ্বারা ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার এবং পবিত্র করেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, পীর এমন নেয়ামত যাহার উছিলায় খোদা পর্য্যন্ত পৌঁছা যায়, যাহা দ্বীণ-দুনিয়ার সমস্ত মঙ্গলের উর্দ্ধে। পীরের উছিলায় 'নফছে আম্মারা' যাহা প্রকৃতগত 'খবিছ' (অবাধ্য) তাহা 'তজকীয়া' বা পবিত্রতা লাভ করে এবং অবাধ্যতা হইতে শান্তি প্রাপ্ত হয়। উহা প্রকৃতিগত কুফরী হইতে সত্যিকারের আনুগত্যতা গ্রহন করে। শায়ের বলেন, যদি উহার বর্ণনা দিতে যাই, তবে অসংখ্য। পীরে কামেল যাকে কবুল করেন। উহাই উভয় জগতে মঙ্গলের চিহ্ন, যদি হাকাইয়া দেয় বা কবুল না করেন তাহা বদবখতির চিহ্ন। আল্লাহ্‌ পাক আমাদিগকে উহা হইতে পনাহ্‌ দান করুক। আল্লাহ পাকের রেজামন্দী পীরের রেজামন্দীর উপর নিহিত। যতক্ষণ পয্যন্ত মুরিদ নিজ অস্তিত্বকে পীরের মর্জ্জিতে বিলিন করিতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভে অসমর্থ।

মুরিদের বৃহত্তম বিপদ হইল পীরের অসন্তুষ্টি এবং তাহাকে দুঃখ দেওয়া। ইহা ব্যতীত যতপ্রকার অসুবিধা আছে তাহা খণ্ডান যায় কিন্তু পীরের অসন্তুষ্টির কোন প্রতিষেধক নাই। পীরের অসন্তুষ্টি মুরিদের সমস্ত বদবখতীর মূল। আল্লাহ পাক উহা হইতে পনাহ্‌ দান করুক।

چو ثابت شد کہ پیر درحق مرید رسول حقیقی است وحقوق او باحقوق دیگران نسبت ندارد و عمل پیر فقہ مرید است پس مرید اگر بقصد تعظیم بحضرت پیر کامل خود سر انداز و پیر او را ازان منع نکند بر جواز آں ہمیں دلیل کافیست مرید را حاجت طلب دلیل دیگر نبود و نیز در کتب ظاہر شریعت آنچہ در سجدۂ تحیت بظاہر اختلاف معلوم میشود آں سجدۂ تحیت برائے سلطان جابر یا عموم عظماء و رؤسا است اگر سجدۂ تحیت برائے شیخ کامل بود علی الخصوص حکم آں در آں مذکور نیست پس حکم سجدۂ تحیہ پیر را بر سجدہ تحیہ سلطان وغیر آں باوجود یکہ آں ہم اگر بقصد تعظیم اسلام بود بظاہر جائز معلوم گردد قیاس کردہ عین خطا است اگر مسلم بود کہ ان سجدہ تحیہ برائے سلطان وغیر آں جائز نیست از آں لازم نیاید کہ برائے پیر ہم جائز نبود چنانکہ مسئلہ تصور شیخ کہ بظاہر شبیہ بت پرستی است بنا براں بعضے از ارباب ظواہر آنرا شرک وکفر گفتہ اند لیکن چونکہ در آن برائے مرید فائدہ تام حاصل است مشائخ طریقت تجویز آں فرمودند و مولنا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وغیرہ از علماء بمسلک ایشاں

رفتہ فتویٰ جواز دادند حضرت مولنا موصوف در رسالۂ خود مسمیٰ بہ انتباہ فی
سلاسل اولیاء اللہ میفرمایند مطلوب دیگر آنست کہ صورت
مرشد پیش خود تصور کند بعدہ ذکر گوید الرّفیق ثمّ الطریق در حق ایشاں
ہست و برائے نفی خواطر اثر تمام دارد بلکہ حضرت سلطان الموحدین۔
برہان العاشقین حجۃ المتوکلین شیخ جلال الحق والدین مخدوم مولنا
قاضی یوسف ناصح قدس اللہ سرہ چنیں فرمودند کہ صورت مرشد کہ
ظاہرا دیدہ میشود مشاہدہ حق سبحانہ تعالیٰ است در پردہ آب وگل و
امّا صورت مرشد کہ در خلوت نمودار میشود آں مشاہدہ حق تعالیٰ است
بے پردہ آب وگل کہ اللہ خلق آدم علیٰ صُورَۃِ الرَّحمٰن وَمَن رَأنِی فَقَد رَاَ
الحق" او درست شدہ است اھ

বঙ্গানুবাদ ঃ— যখন ইহা পরিষ্কারভাবে প্রমানিত হইল, মুরিদের পক্ষে পীর রসূলে হাকীকী। পীরের হকের সহিত অন্য কাহারও হকের তুলনা হইতে পারে না। পীরের কৃতকার্য্য মুরীদের জন্য ফেকাহ্‌র মাছায়েল। অতএব মুরিদ যদি তা'জীমের উদ্দেশ্যে পীরে কামেলের সামনে মাথা নত করে এবং পীর তাহাকে নিষেধ না করেন, জায়েজের পক্ষে মুরিদের জন্য এই দলিলই শুধু যথাযোগ্য। মুরিদের পক্ষে অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নাই। জাহেরী শরিয়তের কিতাবে যে সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমীর ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে, পরিষ্কার বুঝা যায় উক্ত সাজদাহ্‌ প্রভাবশালী বাদশাহ্‌দের জন্য এবং সাধারন ধনীলোক ও নেতার জন্যই। যদি সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমী পীরে কামেলের জন্য হয়, বিশেষ করে উক্ত সাজদাহ্‌ নাজায়েজের হুকুম কিতাবে উল্লেখ নাই। বাদশাহগণকে ইস্‌লামের সম্মান উদ্দেশ্যে সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমী করিলে তাহাও জাহেরী শরিয়তের কিতাবে জায়েজ বুঝা যায়। উক্ত সাজদাহ্‌র সহিত পীরের তা'জীমী সাজদাহ্‌কে তুলনা করা একেবারেই ভুল হইবে। যদি মানিয়াও নেওয়া যায় সাজদাহ্‌-এ-তা'জীমী বাদশাহ্‌দের জন্য জায়েজ নাই। ইহাতে পীরে কামেলের তা'জীমী সাজদাহ্‌ না জায়েজ হওয়ার কোন প্রমান নাই। যেমন তাছব্বুরে শায়েখ, অর্থাৎ পীরের ছুরত ধ্যানের ফতওয়া। উহা দৃশ্যত মুর্ত্তি পূজার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় কতেক জাহেরী ভাষাবিদ আলেম উহাকে শিরিক এবং কুফরী বলিয়াছেন, কিন্তু উহাতে যখন মুরিদের পরিপূর্ণ ফায়েদা হয় তরিকতের বুজর্গানগণ উহা জায়েজ রাখিয়াছেন। হজরত শাহ্‌ অলী উল্লাহ্‌ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ) এর মত আলেমগণ বুজর্গানেদ্বীনের মতামত গ্রহন করতঃ জায়েজের ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "এন্তেবাহ ফি ছলাছেলে আওলীয়াল্লাহ" নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "দ্বিতীয় আরাধ্য বস্তু হইল, নিজের সামনে পীরের ছুরত ধ্যান করা, তৎপর জিকিরে রত হওয়া। তাহাদের ব্যাপারেই 'প্রথম পীরকে সঙ্গী করা, তৎপর রাস্তা চলা"

কথাটি প্রজোয্য। দিল হইতে অন্য কিছু বিদূরিত করিতে ইহা সম্পূর্ণভাবে তাছির সম্পন্ন। মওলানা কাজী ইউসুফ নাছেহ (রঃ) এর পীর যুগশ্রেষ্ট অলিউল্লাহ হজরত শায়খ জলালউদ্দীন এইমত বলিয়াছেন যে, পীরের ছুরত যাহা জাহেরী দৃশ্য পানিও মাটির পর্দায় আল্লাহ পাকের ঝলওয়া বিকাশ স্থল। মোরশেদের ছুরত যাহা একাকী ধ্যানে পরিস্ফুটিত হয় মাটি পানির পর্দা ছাড়াই আল্লাহ্ পাকের ঝলওয়া বিকাশের কেন্দ্র। রসূলের বাণী, "আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)কে রহমানের ছুরতে সৃষ্টি করিয়াছেন"। যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে সে অবশ্যই খোদাকে দেখিয়াছে, এই হাদীছগুলী পীরে কামেলদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

قال مولانا عبد الحیؒ اللکنویؒ فی مجمع فتواہ وانجا است کہ فی الفصوص
والفتوحات قال التجلیؒ فی صورۃ الانسان اجمع وافضل -
تجلیات اور یہی کتاب مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز میں مرقوم ہے
تجلی کہ ظہور حق است بر دیدہ دل پاک از روئے کلیت بر چہار نوع
است آثاری ، افعالی ، وصفاتی ، وذاتی ، وذریعہ اصول بسوئے
ایں ہمہ تجلیات ملاحظہ صورت شیخ است در آئینہ دل صفا کہ سالک
را مزاولت آں در اشباہ الازمنۃ بمقصود اصلی میرساند وصفات
بشریت را در اندک اوقات محو میسازد ، ہر یکے را در سلوک راہ
خدا اتباع شیخے از شیوخ واجب است قال النبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان
(الحدیث)
یعنی ہر کہ شیخ ندارد شیخ او شیطان است الخ

বঙ্গানুবাদ ঃ— মওলানা আবদুল হাই লকনবী (রঃ) মজমুয়া ফতওয়া কিতাবেউল্লেখ করিয়াছেন, 'এই কারনেই হজরত শায়খুল আকবর আল্লামা মহীউদ্দিন ইবনে আরবী ফছুছুল হেকম ও ফতুহাতে মক্কীয়া নামক কিতাবে বলিয়াছেন, ' আল্লাহ পাকের তজল্লীর বিকাশের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র ও সমস্ত তজল্লীর সমাবেশকারী ইনছানে কামেলের ছুরত। মফাতীহুল এজাজ নামক কিতাবেও লিখা আছে, পবিত্র দিলের দর্শনে খোদাতায়ালার তজল্লীর যে বিকাশ হয় উহা চারি প্রকার, যথা (১) আছারী, (২) আফয়ালী (৩) ছেফাতী ও (৪) জাতী। এই সমস্ত তজল্লীয়াত দর্শনযোগ্য হওয়ার একমাত্র উছিলা অন্তরের পরিস্কার আয়নার মধ্যে পীরে কামেলের ছুরত ধ্যান করা। খোদা অন্বেষণকারী মুরিদ সদা সর্বদা পীরের ধ্যানে মশগুল থাকিলে অতি অল্প সময়ে মঞ্জিলে মকছুদে পৌছিতে সক্ষম হইবে এবং ছেফাতে বশরী

(মানব চরিত্র) অতি অল্প সময়ে তিরোহিত হইবে। আল্লাহর অনুসন্ধানের রাস্তায় চলার জন্য কোন না কোন কামেল পীরের আনুগত্যতা গ্রহন ওয়াজেব বা একান্ত জরুরী। নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন, 'যাহার পীর নাই, শয়তানই তাহার পীর। (আল-হাদীছ।)

قال فی مجمع الفتاوی لمولانا عبد الحیؒ نقلاً عن جواہر السلوک

وغیر ذٰلک مِنَ الکتب السّادس دوام ربط القلب بالشیخ بِا لِاعتقاد والاستمداد علی وصف التّسلیم والمحبّۃ والتحکیم ویکون فی اعتقادہ انّ ھذا المظھر ھوالذی عینہ الحق سبحانہ تعالیٰ للاضافۃ علیّ ولا یحصل الفیض الا بواسطتہ دون غیرہ ولوکانَ الدنیا مملوۃ من المشائخ ومتیٰ مایکون فی باطن المرید تطلع علیٰ غیر شیخہ لم ینفتح باطنہ اِلیٰ حضرۃ الوحدانیۃِ الی قولہ وقد ورد فی بعض الاحادیث علیٰ ما اثبت المشائخ قدس اللہ اسرارھم فی کتبھم اَنَّ الشَّیخَ فِیْ قَوْمِہٖ کالنَّبِیِّ فِیْ اُمَّتِہٖ فلا بدّ للمرید ان یتوجہ اِلیٰ شیخہ۔ بربط قلبہٖ معہ ویتحقق ان الفیض لایجیئ الا بواسطتہٖ وان کان الاولیاء کلھم ھادین مھدین یعتقد کلھم ویدعوا لھم لکن استمدادہ الخاص واستفاضتہ یکون مِنْ روحانیۃ شیخہ وحدہ ویعلم اَنّ استمدادہ من شیخہٖ استمدادہ مِنَ النبی صلیّ اللہ علیہ وسلم فانّ شیخہ مستمد من شیخہٖ بشیخہ ایضًا ھٰکذٰ الیٰ رسول اللہ صلیّ اللہ علیہ وسلم فھو مستمد بالحقیقۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھو مِنَ الحق جل اسْمہ سنۃ اللہ التی قد خلت من قبلِ ولَنْ تجدَ لسنۃ اللہِ تبدیلاً فالربط بالقلب مع الشیخ اَصْلٌ کبیرٌ فِی الاستفاضَۃِ بل ھُوَ اصلُ الاصول لھذٰ بالغ المشائخ قدسنت ارواحھم فی رعایۃ ھذا الشرط۔

বঙ্গানুবাদ ঃ– মওলানা আবদুল হাই লকনবী (রঃ) মজমুয়া ফতওয়ার কিতাবে জাওয়াহেরে ছলুক ইত্যাদি কিতাব হইতে নকল করিয়া লিখিয়াছেন, তরিকতের ষষ্ট মহয়ালা হইল, কলবকে সদা সর্বদা পীরের সঙ্গে সংযোজিত রাখিবে। দৃঢ় এতেকাদের সহিত মুহাব্বত রাখিয়া পীরের প্রতি পূর্ন আত্মসমর্পণ ক্রমে সাহায্য তলব করিতে থাকিবে। মুরিদের এতেকাদ এইরূপ হইতে হইবে যে, আমাকে ফয়জ দানের জন্য যেই দৃশ্যরূপ আমি দেখিতেছি উহাই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহপাকের ঝলওয়া বিকাশ স্থল। পীরের উছিলা ব্যতীত অন্য কাহারো মাধ্যমে ফয়জ হাছেল হইবে না। যদিও দুনিয়া (অন্যান্য) পীরে পরিপূর্ন থাকে, যে পর্য্যন্ত মুরিদের অন্তকরণ অন্য পীর হইতে ফিরিয়া স্বীয় পীরের প্রতি স্থাপিত না হইবে, তাহার হৃদয়ের দ্বার আল্লাহর ওহাদানিয়তের দিকে উন্মুক্ত হইবে না। কোন কোন হাদীছ সমূহে আসিয়াছে মোশায়েখগণ যাহা স্থির করিয়াছেন, পীর স্বীয় মুরিদের মধ্যে যেমন নবী করিম (দঃ) স্বীয় উম্মতের মধ্যে। অতত্রব স্বীয় পীরের সম্বন্ধ স্থাপন করা অতি দরকার এবং জানিবে আপন পীরের উছিলা ব্যতীত কখনও ফয়েজ পাইবে না। যদিও অন্যান্য আউলিয়াগণ পথ প্রদর্শক বলিয়া বিশ্বাস ও হয় এবং তাহার জন্য দোয়া করেন বলিয়া ঈমান হয় কিন্তু মুরিদের নিমিত্ত নিদ্দিষ্টরূপে সাহায্য করা ও ফয়েজ প্রদান করা তাহার পীরের অন্তর রাজ্য হইতে হইবে এবং স্বীয় পীরের নিকট সাহায্য পাওয়া নবী করীম (দঃ) এর নিকট সাহায্য পাওয়া মনে করিবে। কেননা পীর তৎপীর হইতে এবং তিনি তৎপীর হইতে সাহায্য প্রার্থনা করতঃ রসূল করীম (দঃ) পর্য্যন্ত পৌছে। প্রকৃত পক্ষে যিনি রসূল করীম (দঃ) হইতে সাহায্য প্রার্থী। তিনি আল্লাহ পাক হইতে সাহায্য প্রার্থী। ইহা আল্লাহ তায়লার পূর্ববর্তী নিয়ম পদ্ধতি। ইহার ব্যতিক্রম কখনও পাইবে না। সুতরাং পীরের প্রতি মুরিদের হৃদয় সম্বন্ধ স্থাপন করা আসল বস্তু। এমনকি ইহা আসলের আসল সেইজন্য বুজর্গানেদ্বীনগণ এই শর্ত প্রতিপালনে বেশী সচেষ্ট থাকিতেন।

گر تجلّی ذاتِ خواہی صورتِ ایشاں بہ بیں ،
ذاتِ حق را آشکارا اندرو خنداں بہ بیں ،

বঙ্গানুবাদ ঃ– শায়ের বলিয়াছেন, তুমি যদি জাতে পাকের তজল্লী দেখিতে চাও, পীরে কামেলের ছুরত দেখিয়া লও। আল্লাহপাককে তাহাদের মধ্যে হাস্য অবস্থায় প্রস্ফুটিত দেখ।

در مثنوی شریف تاج العارفین مولانا روم

قدس اللہ سرہ، میفرماید ،

چوں تو ذاتِ پیر را کردی قبول
ہم خدا در ذاتش آمد وہم رسول ،

دو مداں و دو مبیں و دو مخواں
خواجہ را در خواجہ خود محو داں ،

گر جدا بینی ز حق این خواجه را — گم کنی هم متن و هم دیباجه را،
پیر حق را ز احوالے دو هر که دید — او مرید است فی الحقیقة نئ مرید
انبیاء و اولیاء را حق بدان — سر مخفی با تو کردم من عیان،
در بشر روپوش آمد آفتاب — فهم کن والله اعلم بالصواب
خواجه را از چشم ابلیس لعین — مینگر و نسبت مکن او را بطین
خواجه را بین جان مبین جسم گران — مغز بین او را مبینش استخوان
خواجه را کو در گذشت از اثیر، — جنس این موشان تاریکی مگیر،
خواجه را چون غیر گفتی از غرور — شرم دار ای احوال از شاه غیور،
همره خورشید را شب پره مخوان — آنکه او مسجود شد ساجد مدان
عکسها را ماند و این عکس نیست — در مثال عکس حق بنمود نیست
آفتابی دید و یخ جامد نماند — روغن گل روغن کنجد نماند
چون مبدل گشته اند ابدال حق — نیستند از خلق برگردان ورق
قبلهٔ وحدانیت دو چون بود — خاک مسجود ملائک چون شود

বঙ্গানুবাদ :— মওলানা জলালুদ্দীন রুমীর মছনবী শরীফে বর্ণিত :— তুমি যখন পীরের জাতকে গ্রহন করিয়াছ, তাঁহার জাতের মধ্যে আল্লাহ্ এবং রসূল উভয়েই বিদ্যমান। দ্বিত্ব বলে জানিও না, দেখিও না এবং বলিও না। খোদার জাতে পীর মিশিয়া গিয়াছে জ্ঞান কর। যদি তুমি পীরকে আল্লাহ পাক হইতে ভিন্ন দেখিতে থাক, তবে ভূমিকা এবং মর্ম উভয়ই হারাইবে অর্থাৎ বিফল মনোরথ হইবে। আল্লাহ এবং পীরকে টেরাচক্ষুর দরুন যে দ্বিত্বভাবে দেখিয়াছে, সে প্রকৃত পক্ষে মুরীদ নয় মারীদ বা অবাধ্যই। নবী এবং অলীগণকে আল্লার ঝলওয়া বিকাশ জান। আমি একগুপ্ত রহস্য তোমাদের নিকট বর্ননা করিলাম। মানবের বোরখা ধারণ করিয়া জাতে পাকের ঝালওয়াই বিরাজমান। ইহা জ্ঞানের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা কর। আল্লাহ্ই সটিক জ্ঞানের অধিকারী। শয়তানের মত টেরা চক্ষুর দ্বারা নিজ পীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। শয়তান যেমন আদমের ব্যাপারে বলিয়াছিল মাটি ও কাদা, তদ্রুপ তুমি তোমার পীরকে মাটি ও কাদার সহিত তুলনা করিও না। পীরকে প্রাণ মনে করিও, ভারী দেহই দেখিও না। তাহাকে মগজ বা সারবস্তু মনে করিও, হাড় বা খোলস মনে করিও না। পীরের নিকট জাতে পাকের যে তাছির আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা না দেখিয়া অন্ধকার গর্ত্তের ইঁদুরের মত সবকিছুকে একইরূপী মনে করিও না। হে টেরা চক্ষু ! তুমি গৌরবের দ্বারা পীরকে আল্লাহ পাক হইতে ভিন্ন বলা হইতে লজ্জিত হও। সূর্য্যের সাথীকে পূর্ণ রাত্রি বলিও

না। তিনি সাজদাহ্ লওয়ার যোগ্য হইয়াছেন তাহাকে সাজদাহ্কারী মনে করিও না। প্রতিবিম্ব রহিয়াছে বটে। কিন্তু তিনি প্রতিবিম্ব নয়, উদাহরণ স্বরূপ তিনি খোদাতায়ালার ঝলওয়া। সূর্য্য যখন দৃশ্য হইল জমাট বরফ থাকিতে পারে না। গলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। পুষ্প তৈলের দ্বারা শস্যাদির তৈলের পরিবর্তন হইয়া যায় অর্থাৎ আতরের মিশ্রনে অন্যতৈলের সুগন্ধির পরিবর্তিত হয়। খোদাতায়ালার আবদালগণ যখন পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, শুধু দৃশ্যঃত আকারে তিনি মানব নহেন। তৌহীদের কেবলা যখন দুই হইবে মাটি কি করিয়া ফেরেশতাদের সাজদাহ্যোগ্য হইতে পারে !

در مثنوی شریف میگوید

تن مبین و جاں مکن صُمٌّ و بُکمٌ ❊ کَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ،

قَوْلُہٗ بر تن الخ یعنی تو ابدال حق را تن مبیں و مدان انها را طین و جان خود را مکن اینجا کندل است زیرا نکہ آن گران از استماع قول حق بسمع قبول و ایمان از قول حق کہ کفار اند حق را تکذیب کردند ، وقتیکہ بصورت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم او ظاہر شد تو ہمچنا باشی ، بحر العلوم ،

বঙ্গানুবাদ :— মছনবী শরীফের শরাহ বাহরুল উলুমে উক্ত শেয়েরের ব্যাখ্যা দানে বলিয়াছেন, তুমি আল্লাহ পাকের আবদালগনকে শুধু দৈহিক সূত্রে দেখিও না। তাহাদিগকে মাটি ও কাদা মনে করিও না। সত্যি কথা শ্রবনে বধির এবং সত্যিকথা জানিয়া অন্ধ বনিয়া নিজের প্রাণকে ধ্বংশ করিও না। কাফেরগণের সামনে যখন মোহাম্মদ(দঃ) এর ছুরতে আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন প্রকাশ পাইল, তাহারা অন্ধতার দরুন মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিল। তুমি সাবধান, কাফেরগণের মত নিজকে ধ্বংস করিও না।

قوله تعالیٰ : وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ

বঙ্গানুবাদ :— কোরআনপাকে আল্লাহতায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, 'কাফেরগণ যদি সমস্ত নিদর্শন দেখিতে পায় তবুও বিশ্বাস করিবে না। যদি তাহারা সৎ রাস্তা দেখিতে পায় তাহা গ্রহণ করিবে না; আর যদি অসৎ পথ দেখিতে পায় তাহাই গ্রহণ করিবে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাইআত

السّوال :-

ان وضع اليد على يد الشّيخ هل يشترط لحصول رابطة الارادة ام لا ؟ واعتقاد المريد بامر الشيخ وقبول الشّيخ له كاف فى هذا الباب ام لا - ؟

বঙ্গানুবাদ ঃ সওয়াল ঃ— পীর ও মুরিদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির নিমিত্তে মুরিদ পীরের হাতে হাত রাখিয়া 'বাইআত' গ্রহন শর্ত কিনা ? মুরিদ পীরের কাজ কার বারে এতেকাদ ধারণ করিলে এবং পীর মুরিদকে গ্রহন করিলে এই ব্যাপারে যথেষ্ট হইবে কিনা মতামত ব্যক্ত করুন।

الجوابُ

دست بر دست پیر نهادن برائے حصول رابطۂ ارادت شرط نیست بلکہ فقط صحبت پیر و قبول وی بوجہیکہ باشد با وجود آنکہ نزد مشائخ طریقت طریق دیگر ہم موجود است دریں باب کافی است در **تعلیم الدین** مذکور است کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اسلام وغزوہ وغیرہ کی مقامات سلوک کی بیعت بھی لی ہیں کالنّصح لکلّ مُسلم وَاَن لا یَخافُوا فِی اللہِ لومۃ لائم وان لّا یسألوا النّاس شیئًا - اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں بعدہ بوجہ اشتباہ - بیعت خلافت کے سلف نے صحبت پر اکتفا فرمایا، پھر خرقہ کے رسم بجائے بیعت جاری ہوئی ، جب وہ رسم خلفاء میں نہ رہی صوفیہ نے اس سنت مردہ کو پھر زندہ کیا ، الخ

বঙ্গানুবাদ ঃ জওয়াব ঃ– পীর ও মুরিদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য পীরের হাতে হাত রাখিয়া বাইআত করা শর্ত নহে। শুধু পীরের সংশ্রব এবং যে কোন প্রকারে হউক না কেন পীর মুরিদকে গ্রহন করিলে এই ব্যাপারে যথেষ্ট, যদিও বুজর্গানদ্বীনের নিকট অন্য পন্থাও পরিলক্ষিত হয়। তালীমুদ্দীন কিতাবে উল্লেখ আছে, রসূল করীম (দঃ) ইসলামের বাইআত এবং যুদ্ধের বাইআত ছাড়াও মকামে ছলুকের বাইআত ও নিয়াছেন, যেমন 'সমস্ত মুসলমানকে নছীহত করা'। 'কোন বিরূপকারীর বিরূপে আল্লাহ্‌র কাজে ভয় করিও না'। 'মানুষ হইতে কিছু চাহিও না' ইত্যাদি। সুতরাং বাইআত সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। খেলাফতের বাইআত কিরূপ ছিল তাহাতে সন্দেহ হওয়ায় অতীত যুগের বুজর্গানেদ্বীনগণ শুধু সংশ্রবের দ্বারা যথেষ্ট বলিয়াছেন। তৎপর বাইআত স্থলে খেরকা পরিধানের 'রছম' বা পদ্ধতি চলিতে থাকে। যখন উক্ত পদ্ধতি বিলোপ পাইল, ছুফীয়ায়ে কেরামগণ উক্ত বিলুপ্ত সুন্নতকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

در اعظم التفاسیر در حصہ بست و ہشتم در تفسیر یٰاَیُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ یُبَایِعْنَكَ الآیۃ" مرقوم است مگر آپکے یہ بیعت صرف کلامی اور زبانی تھی اس وقت آپکا مبارک ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں چھوا گیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے ان عورتوں سے اس طرح بیعت لی ہیں کہ پانی سے لبریز کیا ہوا ایک پیالہ لایا گیا جس میں عورتوں نے باری باری سے ہاتھ ڈالنے شروع کئے جب سب نے اپنے ہاتھ پیالی سے باہر نکال لئے تو حضرت نے آپ ہاتھ ڈالکر نکال لئے، الی قولہ بہرصورت روایات باب میں جہانتک نظر دوڑاتی جاتی ہیں اور غائر فکر کیا جاتا ہے کہیں سے اس بات کا پتہ نہیں ملتا کہ حضرتؐ نے عورتوں کے ہاتھ اپنے میں لیکر بیعت کی ہو بلکہ ایک روایت صراحۃ کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا اور صاف لفظوں میں فرمادیا کہ میں عورتوں سے ہرگز مصافحہ نہ کرونگا چنانچہ لکھا ہے کہ امیّہ بنت رقیقہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے عورتوں کے گروہ ساتھ جناب رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی آپ کے ہمارے طرف سر اٹھا کر فرمایا ای خدا کے پیارے نبی آپ ہمپر ہماری جانوں سے بھی زیادہ

مہربان اور رحیم ہیں پھر میں نے کہا ای رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ،
ہمسے مصافحہ کیجئے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا میرا قول ۔
ایکے عورت کیلئے وہی حکم رکھتا ہے جو سو عورتوں کے واسطے یعنی کلامی
کافی دوافی ہے مصافحہ کے کچھ حاجت نہیں ہے الخ

বঙ্গানুবাদ ঃ– আ'জামুতফাছীর নামক কিতাবের আটাশ খন্ডে উল্লেখিত কোরআন পাকের আয়াত, 'হে নবী (দঃ) ! আপনার নিকট মোমেন মেয়ে লোক আসিলে তাহাদিগকে বাইআত করুন।' ইহার তফছীরে লিখা আছে, হজরত নবী করীম (দঃ) এর এই বাইআত শুধু মৌখিক ও কথাবার্ত্তায় সীমাবদ্ধ ছিল। উক্ত সময় তাঁহার পবিত্র হাতে কোন মেয়ে লোকের হাত স্পর্শ করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজরত নবী করীম (দঃ) উক্ত মেয়ে লোকগণকে বাইআত করার সময় পানিপূর্ণ একটি পেয়ালা ছিল। মেয়েলোকগণ জনে জনে ঐ পেয়ালায় হাত ডুবাইয়া ছিল। সব মেয়েলোকের হাত ডুবাইয়া বাহির করার পর হজরত (দঃ) নিজের হাত মোবারক উক্ত পাত্রে ডুবাইয়া বাহির করেন। এই বিষয়ের বর্ণনায় যতদুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় এবং গভীর চিন্তা করা হয় কোথায়ও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না যে রসূল করীম (দঃ) কোন মেয়ে লোকের হাত নিজের হাতে রাখিয়া বাইআত করাইয়াছেন বরং এক রওয়ায়েতে স্পষ্ট বর্নিত, হজরত (দঃ) ইহা নিষেধ করিয়াছেন এবং পরিস্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন আমি মেয়ে লোকের সহিত করমর্দ্দম করিবনা। রকীকার কন্যা উমেমা বলেন, আমি বহুসংখ্যক মেয়েদের সঙ্গে হজরত (দঃ) হইতে বাইআত গ্রহণ করি। তিনি বাইআত করার বাক্য আমাদের দিকে শির উচুঁ করিয়া বলিয়াছেন। আমরা বলিলাম হে আল্লার প্রিয় নবী। আপনি আমাদের প্রাণ হইতেও বেশী মেহেরবান এবং দায়ালু। তৎপর আমি বলিলাম, হে খোদার রসুল। আপনি আমাদের সঙ্গে করমর্দ্দন করুণ। তখন তিনি বলিলেন, আমি মেয়ে লোকের সহিত করমর্দ্দন করিনা। শত শত মেয়ে লোকের জন্য আমার যে নির্দ্দেশ রহিয়াছে এক জনের পক্ষেও তাহা প্রজোয্য অর্থ্যাৎ আমার বাণীই যথেষ্ট, করমর্দ্দনের কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং বুঝা গেল, হাতে হাত রাখিয়া বাইআত করা বাইআতের শর্ত্ত নহে।

فِي التفسير الاحمدى وَاِمَّا اِجْرَاءُ الْمِقْرَاضِ
فَقِيْلَ مِنَ الْمَشَائِخِيْنَ وَقِيْلَ مِنْ سُنَّةِ عَلِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى
عَنْهُ وَاَمَّا الْخِلَافَةُ مَعَ الْقَلَنْسُوَةِ فَمِنَ الْمَشَائِخِيْنَ
وَقِيْلَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَيَّنَ ذٰلِكَ
فِي الْكُتُبِ السِّيَرِ وَالسُّلُوْكِ الخ فَثَبَتَ اَنَّ رَابِطَةَ –
الْاِرَادَةِ تَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ بَلْ قَبُوْلِ

الشیخ کاف فی ھذا الباب ومن علاماتہ حصول اثر
الفیض من قلب المرید الخ

বঙ্গানুবাদ :– <u>তফছীরে আহমদী</u> কিতাবে বর্নিত, কাঁচির দ্বারা বাইআতের যে প্রচলন ছিল তাহাতে মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলেন, বুজর্গাণেদ্বীন হইতে উহা প্রচলিত। কেহ বলেন, ইহা হজরত আলী (রঃ) এর তরীকা। টুপী পরিধানের দ্বারা খেলাফতের যে প্রচলন ছিল *তাহাতেও মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন বুজর্গানেদ্বীন হইতে উহা প্রকাশ হইয়াছে। কেহ* বলেন, ইহা রসুলে করীম (দঃ) হইতে প্রচলিত। ছায়র ও ছলুকের কিতাবে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। এখন প্রমাণিত হইল, মুরিদ পীরের সহিত সম্পর্ক হাতের উপর হাত না রাখিয়া হাছেল হইতে পারে। এই ব্যাপারে পীর কর্তৃক মুরিদকে গ্রহণ করাই যথেষ্ট। পীর যে মুরিদকে কবুল করিয়াছেন ইহার নিদর্শন হইল মুরিদের কলবে ফয়জের প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়া।

در تفسیر فتح العزیز مذکور است انواع تاثیر کاملان در غیر خود کہ آنرا در
عرف اہل طریقت توجہ نامند بر چہار قسم می باشند اول تاثیر انعکاسی
بہ منزلۂ آنکہ شخصے عطر خوب مالیدہ در مجلس بیاید بوئے آں عطر در مشام
ہمنشینان او تاثیر کند و بآں متلذذ شوند وایں نوع اضعف انواع تاثیر
است زیرانکہ اثر آں تا مدت صحبت باقی است وبعد ازاں ہیچ نمی
ماند دوم تاثیر القائی بہ منزلۂ آنکہ شخصے فتیلہ و روغن در سکورہ مہیا کردہ
بیارد و شخصے دیگر کہ آتش دارد آں فتیلہ را روشن کردہ دہد پس چراغ
درست شود وایں تاثیر فی الجملہ قوت دارد کہ بعد از صحبت افادہ
واستفادہ نیز اثر آں باقی میماند لیکن اگر مانعی قوی مثل بادتند وباراں
وغیر ذلک طاری گردد اثر آں زائل شود ونیز تہذیب نفس و
لطافت آں دریں نوع تاثیر نمی گیرد چنانچہ ناکارگی روغن و فتیلہ و
سکورہ را فقط شعلہ اصلاح نمی تواند کرد، سوم اصلاحی بہ منزلۂ
آنکہ آب را از دریا یا از چاہ در خزانہ جمع کنند وراہ آں خزانہ را تا فوارۂ
حوض از خس وخاشاک صاف نمایند وآب را بقوت تمام دراں

راه رواں سازند تا فواره بجوشد واثر ایں اقوی است از اثر وتاثیر سابق
که اصلاح نفس وتهذیب لطائف نیز دراں می باشد لیکن بقدر استعداد
خزانه افتی برسد ازاں نقصان می پذیرد، چهارم تاثیر اتّحادی که شیخ
روح خود را که حاصل کمالی است باروح مستفید بقوت تمام متحد
سازد تا کمال روح شیخ بروح مستفید انتقال نماید وایں مرتبه اقوی
تریں انواع تاثیر است چه ظاهر است که بحکم اتحاد روحی هرچه در
روح شیخ است بروح تلمیذ انتقال می نماید سو بار بار حاجت
استفاده نمی ماند ودر اولیاء الله ایں قسم تاثیر معذور واقع شده از
حضرت باقی بالله قدس سره منقول است که روزے در خانه ایشاں چند کس
مهمان شدند وما حضری موجود نبود اوقات حضرة خواجه در فکر ضیافت
مهمانان مشوش شده در تلاش ما حضر شدند اتفاقاً نانوائی متصل
خانه ایشاں دوکان داشت براے تشویش مطلع شده یک قفز
نان خوب پخته بانصاری متکلف روغن بخدمت ایشاں آورد .
ووقت ایشاں بایں سلوک او بسیار خوش شد فرمودند بخواه
چه می خواهی او عرض کرد که مرا مثل خود سازید فرمودند تحمل ایں حالت
نمی توانی کرد چیزے دیگر بخواه او برہمیں سوال اصرار داشت وخواجه
اعراض می فرمودند تا آنکه ایجاج او بسیار شد ناچار او را در حجرهٔ خود
برد وتاثیر اتحادی بروئے کردند چوں از حجره برآمدند درمیان خواجه
ودرمیان نانوائی در صورت وشکل ہیچ فرق نمانده بود مردم را امتیاز
مشکل افتاد ایں قدر بود که حضرت خواجه ہوشیار بودند وآں
نانوائی مدہوش وبے خود آخر بعد سه ۳ روز درہمیں حالت سکر وبے
ہوشی قضائے کرد (رحمة الله علیه)

বঙ্গানুবাদ :– কোরআনে পাকের তফছীর ফতহুল আজীজে উল্লেখ আছে, কামেলীনগণের তাছির যাহা অপরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আহ্‌লে তরিকতগণের নিকট যাহার নাম 'তাওয়াজ্জুহ' উহা চারি প্রকার ***প্রথম: তা'ছিরে এনয়েকাছী*** তাহার উদাহরণ যেমন একব্যক্তি আতর মালিশ করিয়া মজলিসে উপস্থিত হইল, উক্ত আতরের সুগন্ধি উপস্থিত সঙ্গীদের নাকে তাছির সৃষ্টি করে এবং উঁহার দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করিতে থাকে। পীরের তাছিরের মধ্যে ইহা সবচেয়ে দুর্ব্বল। উক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত মজলিসে উপস্থিত থাকে ততক্ষণ আতরের তাছির বিদ্যমান থাকে। তাহার অনুপস্থিতিতে কিছুই থাকেনা। তদ্রুপ পীরের সংস্পর্শে থাকিলে ফয়জের তাছিরও থাকে নতুবা কিছুই থাকে না। ***দ্বিতীয়: তা'ছিরে এলকায়ী।*** উহার উদাহরণ যেমন কোন ব্যক্তি একটি পাত্রে করিয়া তৈল এবং বর্ত্তি তৈয়ার করিয়া আনিল, অপর এক ব্যক্তির নিকট আগুন ছিল, সে আগুন জ্বালাইয়া আলোকিত করিল তবে বার্ত্তি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হইল। এই তাছিরের শক্তি আছে, ছোহবতের আড়ালে ফায়েদা লাভ এবং গ্রহণে ইহার কায্যকরী বিদ্যমান থাকে কিন্তু যদি কোন শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় যেমন ঝড় তুফান তবে ইহা অকেজো হইয়া যায়। সুতরাং নফছের বিশুদ্ধতা এবং লতীফায়ের আত্মশুদ্ধিতে উক্তরূপ তাছিরে বিশেষ ফলপ্রসু হয়না যেমন তৈল, বর্ত্তি ও পাত্র অকেজো হইলে, শুধু আগুন দানে উহা সঠিক কার্য্যকারী হয়না।
তৃতীয়: তা'ছিরে এছলাহী, উহার উদাহরণ যেমন কোন ব্যক্তি নদী বা দীঘি হইতে একটি কূয়াতে পানি আনিবার উদ্দেশ্যে একটি টাঙ্গিতে পানি জমাইয়া রাখিল। উক্ত টাঙ্গি হইতে কূয়া পয্যন্ত পানির গতিবেগের রাস্তা খড়–কুটা হইতে পরিস্কার করিল এবং পূর্ণ গতিবেগের সহিত পানি টাঙ্গি হইতে উক্ত কূয়ায় ছাড়িয়া দিল যেন কূয়া পরিপূর্ণ হয়। উপরে বর্ণিত দুই প্রকার তাছির হইতে ইহা শক্তিশালী। নফছের পবিত্রতা ও লতায়েফের বিশুদ্ধতা ইহার দ্বারা হাছেল হয়। কিন্তু টাঙ্গির শক্তি অনুপাতে দৈবাৎ কোন বিপর্যয় উপস্থিত হইলে টাঙ্গির ক্ষতি গ্রস্থ হইতে পারে। ***চতুর্থ: তা'ছিরে এত্তেহাদী:*** কমালীয়তের অধিকারী পীর নিজ রূহকে মুরিদের রূহের সহিত পূর্ণ শক্তিতে একত্রিত করেন যেন পীরের রূহের কামালীয়ত মুরিদের রূহে রূপান্তরিত হয়। ইহা সমস্ত তাছির বা তাওয়াজ্জুহ হইতে শক্তিশালী তাছির ও তাওয়াজ্জুহ, যেহেতু পীর মুরিদের রূহ এক হওয়ায় পীরের রূহে যাহা আছে তাহা মুরিদের রূহে রূপান্তরিত হয়; বার বার ফায়েদা গ্রহণ বা তাওয়াজ্জহর কোন প্রয়োজন থাকে না। অলীগণের মধ্যে উক্তরূপ তাছির প্রদান কমই পরিলক্ষিত হয়।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ (রাঃ) হইতে ঘটনা বর্ণিত, একদা তাঁহার বাড়ীতে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছিলেন, কোন খাদ্য সামগ্রী তাঁহার ঘরে মওজুদ ছিল না। তিনি অতিথিগণের মেহমানদারী উপলক্ষে খাদ্য যোগাড়ে খুবই চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার ঘরের সংলগ্ন একজন রুটিওয়ালার দোকান ছিল। রুটিওয়ালা উহা অবগত হইয়া এক পাত্র রুটি তৈল তরকারী সমেত তাঁহার খেদমতে উপস্থিত করিল। রুটিওয়ালার এই ব্যবহারে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ) খুবই খুশী হইয়া বলিলেন, 'তোমার যাহা ইচ্ছা আমার নিকট চাও। সে আবেদন করিল, হুজুর আমাকে আপনার মত গড়িয়া নিন। খাজা ছাহেব বলিলেন, এই,

অবস্থা তুমি বরদাশত করিতে পারিবেনা, অন্য কিছু চাও। সে এই আবেদন বার বার করিতে লাগিল। খাজা ছাহেব উহা প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন।

যখন তাহার আবেদন অতিরিক্ত হইল, অপারিত পক্ষে নিজের হুজুরায় (অবস্থান কক্ষ) নিয়া গেলেন এবং তাছিরে এস্তেহাদী বর্ষন করিতে লাগিলেন। যখন হুজুরা হইতে বাহির হইল, খাজা ছাহেব এবং রুটিওয়ালার মধ্যে ছুরত ছবিতে কোন পার্থক্য রহিল না। শুধু পার্থক্য ছিল খাজা ছাহেব প্রকৃতিস্থ ছিলেন আর রুটিওয়ালা অপ্রকৃতিস্থ এবং বেখোদ অবস্থায় ছিল। এই অবস্থায় তিন দিন পর রুটিওয়ালার মৃত্যু হইল। আল্লাহর রহমত তাহার উপর বর্ষিত হউক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইল্‌মে তাছাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান

علم تصوّف سکھنا اور طریقت کے راہ تلاش کرنا اور باطنی کمالیّت حاصل کرنے
کے لئے کوشش کرنا واجب ہے یا نہ اس کے بارے سوال مع جواب ،

اَلسّوَال :-

اینکہ تعلّم تصوّف وطلب طریقت وسعی کردن برائے تحصیل
کمالِ باطنی واجب است یا نہ ؟
بَیِّنُوْا وَتُوَجَّرُوْا ،

বঙ্গানুবাদঃ সওয়াল :— ইল্‌মে তাছাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ; তরিকতের অনুসন্ধান করা এবং বাতেনী কামালিয়ত অর্জ্জন উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা <u>ওয়াজিব কিনা</u> বর্ণনা করুণ।

الجواب

علم تصوّف علم ضروری است وطلب طریقت وسعی کردن برائے
تحصیل کمال باطنی بر ہر یکے از اہل ایمان واجب است چنانچہ
قاضی ثنا ء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ در رسالۂ ارشاد
الطالبین ذکر نمودہ وآں اینکہ طلب طریقت وسعی کردن برائے
تحصیل کمالات باطنی واجب است چرا کہ حق تعالیٰ میفرماید :-
یَآاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ :- یعنی
اے مسلمانان پرہیز کنید از نامرضیات خدا پرہیزگاری یعنی در

ظاہر باطن چیزے خلاف مرضی خدا نباشد از عقائد و اخلاق بکمال تقویٰ
وامر برائے وجوب میباشد و کمال تقویٰ بدون ولایت صورت نه بندد
چنانچه ذکر کرده شد رزائل نفس از حقد و حسد و کبر و ریاء و سمعه
و عجب و سنت وغیرآں که حرمت آں از کتاب و سنت و اجماع ثابت
است تاکه زائل نشود کمال تقویٰ چگونه صورت بندد و ایں متعلق
است بفنائے نفس و ترک معاصی که تقویٰ عبارت از آنست و معتبر
است بصلاح جسد که ثمرهٔ صلاح قلب است چنانچه در حدیث
مذکور شده و آنرا صوفیه فنائے قلب گویند، و ولایت عبارت
از فنائے نفس است صوفیاں گفته اند که راهی ما صد راهم همگی هفت
کام است یعنی فنائے نفس، و تصفیه لطیفه قلبیه که از اصلاح حسد
است تقویٰ بکثرت نوافل تعلق نه دارد و تقویٰ عبارت از اتیان واجبات
و پرهیز از منهیات ادائے فرائض و واجبات بدون اخلاص هیچ اعتبار
ندارد، قال الله تعالیٰ :- فَاعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّیْنَ
و پرهیز از منهیات بدون فنائے نفس صورت نمی بندد پس تحصیل
کمالات ولایت از فرائض آمده بدانکه بذل یعنی کوشش کردن تبلیغ
در تحصیل آں واجب است دیگر آنکه ولایت را مراتب غیر متناهی است
چنانچه علامه شیخ سعدی رحمة الله علیه ذکر کرده، " بیت "

نه حسنش غایتے دارد نه سعدی را سخن پایاں،
بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچناں باقی

همچناں تقویٰ هم مراتب غیر متناهی دارد و رسول خدا صلی الله
علیه وسلم فرمود اِنَّ اعلمکم واتقکم باللّٰہِ اَنَا ، هر قدر در مراتب
قرب الٰهی ترقی میکند خوف و خشیت بروی غالب میشود،

وَاِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰکُمْ :- چوں تقویٰ بے نہایت آمد
پس سعی در ترقی مقامات قرب وتحصیل کمال دائما واجب گشت
وطلب زیادت علم باطنی از فرائض آمده قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی رَبِّ زِدْنِیْ
عِلْمًا - یعنی بگوائے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کہ الٰہی علم من زیاده کن و
قناعت از مراتب قرب حرام است برکامل چنانچہ حرام است بر ناقص
خواجہ محمد باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ میفرماید ،

بیت :-

در راہ خدا جملہ ادب باید بود ،، تا جان باقیست در طلب باید بود
دریا دریا اگر بکامت ریزند ،، کم باید وخشک لب باید بود
ہر جاکہ ترشح ترا بہ بیستم ،، در العطیشم وتشنہ کامیم ،،

قول حضرت موسیٰ علیہ السلام :- لَا اَبْرَحُ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعَ -
الْبَحْرَیْنِ اَوْ اَمْضِیَ حُقُبًا ، تا ئید بر ہمیں معنی کند الخ

বঙ্গানুবাদঃ জওয়াব ঃ— ইল্‌মে তাছাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় ইলম। তরিকত পন্থার অন্বেষণ করা, বাতেনী কমালিয়ত অর্জ্জন উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা প্রত্যেক ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব। কাজী ছনাউল্লাহ ছাহেব (রঃ) এরশাদু তালেবীন নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তরিকত অন্বেষণ করা, এবং বাতেনী কামালিয়ত হাছেল উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা ওয়াজিব যেহেতু আল্লাহ্‌পাকের নির্দ্দেশ, হে ঈমানদারগণ। আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেরূপ ভয় করিতে হয় অর্থ্যাৎ হে মোসলমানগণ। আল্লাহ্‌পাকের অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচিয়া থাক, পরহেজগারী এখ্‌তেয়ার কর। জাহের বাতেন উভয় প্রকারে চরিত্র গঠন ও সর্বদিকে আল্লাহ্‌র মর্জ্জীর বিপরীত কোন কাজ করিওনা। পূর্ণ পরহেজগারী এখতেয়ার কর। এখানে তাক্‌'ওয়ার হুকুম রহিয়াছে। হুকুম ওয়াজেবের জন্য প্রজোয্য। বেলায়ত ছাড়া পূর্ণ তাক্‌ওয়ার কোন ছুরত নাই। উল্লেখ আছে, নফছের খারাব প্রবৃত্তি যেমন, শত্রুতা, হাছদ, ফখর, লোক দেখানো ইবাদত, নিজের সৎকাজের কথা মানুষকে শুনান, আত্মগৌরব অনুভব এবং অভ্যাস যাহা কোরআন, হাদীছ এবং এজমা মতে হারাম উহা বিদুরিত না হইলে পূর্ণ তাক'ওয়া কিভাবে সম্ভব হইতে পারে! উহা ফনায়ে নফছ এবং গুনাহ ছাড়িয়া দেওয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিনাস এবং গুনাহ্‌ পরিত্যাগ করার নামই তাক্‌'ওয়া বা পরহেজগারী। দৈহিক

সুস্থতা কলবের সুস্থতার প্রতিফলন যাহা হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে। ছুফীয়ায়ে কেরামগণ উহাকে ফানায়ে কলব বলিয়া থাকেন। বেলায়ত বা আধ্যাত্মিক সাধনা ফানায়ে নফছের প্রতিফলণ। ছুফিয়ায়ে কেরামগণ বলেন, সপ্ত কর্ম পদ্ধতির সহিত আমাদের শতেক উরূজের রাস্তা রহিয়াছে। নফছের বিনাশ এবং লতীফায়ে কলবের শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মশুদ্ধি সংঘটিত হয়। তক্'ওয়া বা পরহেজগারীর সহিত অতিরিক্ত নফল ইবাদতের কোন সম্পর্ক নাই। ওয়াজেব কাজ করিলে, নিষেধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিলে, খলুছিয়ত বা একগ্রচিত্ত ব্যতীত ফরজ ওয়াজেব আদায় করিলেও তার্কওয়া বা পরহেজগারী অর্জ্জন হইবেনা। আল্লাহ্ পাক বলেন, "ধর্মে একাগ্রচিত্ততা বা খলুছিয়তের সহিত আল্লাহ্র ইবাদতে রত হও।" ফানায়ে নফছ ব্যতীত নিষেধ কাজ হইতে বাঁচিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং বেলায়ত বা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে কমালিয়াত অর্জ্জন ফরজ। বেলায়ত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা করা ওয়াজেবই বটে। দ্বিতীয়তঃ বেলায়তের মর্যদা অপরিসীম। শেখ ছায়াদী (রঃ) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্পাকের সৌন্দর্য্যের সীমানাই, ছায়াদীর কথা অতদুর পৌঁছিতে পারেনা। তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণ হইবে তবুও নদীর পানি সমরূপে বাকী থাকিয়া যাইবে। তদ্রুপ তাক্'ওয়ার মর্য্যাদা ও অপরিসীম। রসূল করীম (দঃ) বলিয়াছেন 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী এবং আল্লাহর ভীতি সম্পন্ন আমিই সবচেয়ে বেশী, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মর্য্যদায় যত উন্নতি লাভ করে, তাহার ভয়-ভীতিও তদানুরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্র বাণী, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সে, যিনি বেশী তাক'ওয়াদার। অতএব, তাক'ওয়ার মর্য্যাদা যখন অপরিসীম, তখন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা ওয়াজিব। ইল্মে বাতেন, বা খোদায়ী রাজ-রহস্যবলীর জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা করা ফরজ। আল্লাহ পাক বলেন, হে মাহবুব আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ আমার এলম বর্দ্ধিত করুণ'। আলাহ্তায়ালার নৈকট্যের মর্য্যদায় স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়া কামেলীনদের জন্য হারাম, তদ্রুপ নাকেছদের জন্য ও হারাম। খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় আদব সহকারে চলা অতিব প্রয়োজনীয়। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণ থাকিবে আল্লাহর তালাশে রত থাকিতেই হইবে। তোমার তৃষ্ণায় যদি সমুদ্রকে সমুদ্র পান করাইয়া দেয়, উহা উধাও হইয়া যাইবে। কিন্তু তোমার মুখ শুকনাই থাকিয়া যাইবে। যেখানে তোমার তৃষ্ণা নিবারিত পানির ফোটা পড়িতে দেখি, আমি অতীব তৃষ্ণাতুর হইয়া উহার পানে আকৃষ্ট হই। হজরত মুসা (আঃ) এর কথা কোরআনের ভাষায় "দুই সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে না পৌঁছা পর্য্যন্ত আমি বিরাম গ্রহণ করিবনা অথবা যুগ-যুগান্তর চলিতে থাকিব।" ইহারই সারমর্ম উপলব্ধি করা যায়।

حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دلیل العارفین در شرح
حدیث طَلَبُ العِلْمِ فَرِیْضَۃٌ عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَۃٍ - میفرمایند
کہ مراد ازاں علم معرفت است کہ علم اسرار ذکر اللہ باعث نجات و
تقرب الہی است پس تعلیم آں بر ہر شخص فرض بود وانچہ از فرضیات

در حدیث ثابت است مراد از آں ہمیں علم است کہ بدرگاہ مقرب
گرداند و نام آں علم تصوّف است و مجموع ایں علم را علم شرع گویند
وتعلیم آں بر ہر مرد و زن فرض است الخ،

বঙ্গানুবাদ ঃ— হজরত বখ্তেয়ারকাকী (রঃ) দলীলুল আরেফীন কিতাবে রসূলে করীম (দঃ) এর হাদীছ, "এলম তলব করা প্রত্যেক মুসলমান নর–নারীর উপর ফরজ" ইহার ব্যাখ্যা দানে বলিয়াছেন, উক্ত এলম হইল "এলমে মায়ারফত" বা খোদা পরিচিতি জ্ঞান, খোদায়ী রাজ রহস্যাবলীর জ্ঞান যাহা নেজাতের কারণ ও খোদার নৈকট্য লাভের উপায়। সুতরাং ইহার শিক্ষা গ্রহণ প্রত্যেকের জন্য ফরজ। উক্ত হাদীসের দ্বারা যে এলম ফরজ হিসাবে উল্লেখ আছে তাহা ঐ এলম যাহা আল্লাহ্পাকের দরবারে নৈকট্যের সহায়। উহারনাম এলমে তাছাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এই সমস্ত এলমের সমন্বয় এলমে শরীয়ত। ইহা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর–নারীর উপর ফরজ।

در فتویٰ عزیزیہ مرقوم است کہ لفظ شریعت دو معنی دارد عام
و خاص معنی اوّل مَا جَاءَ عَنِ الرَّسُوْلِ فِیْ اُمُوْرِ الدِّیْنِ مِنْ اِعْتِقَادٍ وَعَمَلٍ وَ
خُلُقٍ وَنِیَّةٍ وَحَالٍ وَرُخْصَةٍ وَعَزِیْمَةٍ وَاَمْرٍ وَنَهْیٍ ومعنی دوم آنچہ تعلق بعمل
خوارج دارد از عبادات مالی و بدنی و بیان آں عہدہ فقہ است
و در کتب فقہ مذکور میشود ہمیں معنی را مقابل طریقت و اخوات
آں میکنند پس آنچہ تعلق باخلاق و نیات و آداب عبادات بروجہ
عزیمت دارد طریقت است و آنچہ تعلق باخلاق عین الیقین
و تحصیل مشاہدہ و استغراق درآں دارد حقیقت است و آنچہ
تعلق بمکاشفہ اسرار اعتقادات دارد از کیفیت توحید و معیت
و قربیت و اسرار محبت و مراتب ولایت و اولیاء و مانند آں معرفت
گویند و ایں ہمہ معنی اوّل شریعت داخل اندارے در ہر فنّے کاملان
آں غیر منصوص را استنباط نمودہ بامنصوص ملحق ساختہ شرحی
و بسطی دیگر دادہ و علم جداگانہ استخراج کردہ بہمیں اسماء مسمّی
اند،

বঙ্গানুবাদ ঃ— ফতওয়া—আজীজীয়া কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, শরীয়ত শব্দের দুইটি অর্থ রহিয়াছে "আম ও খাছ"। প্রথম, "আম শরীয়ত" ধর্মীয় কাজে রসূল করীম (দঃ) হইতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে যাহা বর্ণিত আর্থাৎ এতেকাদ, আমল, স্বভাব, নিয়ত, অবস্থা এবং যাহা কোন বিশেষ কারণে ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ আছে এবং যাহা ছাড়িয়া না দেওয়ার জন্য দৃঢ় নির্দ্দেশ রহিয়াছে ইত্যাদি সম্বলিত। দ্বিতীয় "খাছ শরীয়ত" যাহা ইবাদতে মালী ও বদনী সংক্রান্ত জরুরী আমলের সহিত সম্পর্কযুক্ত। ইহার বর্ণনা ফেকাহর জিম্মাদারী যাহা ফেকাহর কিতাবে উল্লেখ আছে। তরীকত পন্থীগণ শরীয়তের উক্ত ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়া থাকেন। যাহা স্বভাব, নিয়ত ও ইবাদতের নিয়মপদ্ধতির সহিত দৃঢ়তার সাথে সম্পর্কযুক্ত উহাকে তরীকত বলে। যাহা আইনুল একীন স্বভাব ও মোশাহেদা এস্তেগরাক্ হালতের সহিত সর্ম্পক যুক্ত উহাকে হাকীকত বলে। যাহা এতেকাদ জণিত রাজ রহস্যাবলীর মোকাশেফার সহিত সম্পর্কযুক্ত অর্থ্যাৎ তৌহিদের ভাব-প্রবণতা, ছায়র মায়াল্লাহ, নৈকট্যতা, মুহাব্বত, বন্ধুত্ব বেলায়ত ও আউলিয়ার, মরতবা সম্বন্ধে রহস্যজ্ঞাত এলমকে মায়ারেফাত বলে। ইহার সমস্ত তাৎপর্য্যই শরীয়তের অর্ন্তরভূক্ত বিধায় সব বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে মছয়ালার কোন 'নছ' বা স্পষ্ট দলিল নাই তাহা বাচিয়া লইয়া 'নছের' সহিত যুক্ত করতঃ ব্যাখ্যা প্রদানে বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বক দ্বিতীয় এক এলমের বর্হিপ্রকাশ করিয়াছেন যাহাকে এলমে তাছাউফ বলে। উহা সমস্ত এলম সম্বলিত অতীব প্রয়োজনীয় এলম, খোদা পরিচিতির দিশারী। পূর্ণতা প্রাপ্ত মানবের সাহচর্যে উহা হাছেল হয়।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ
شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى
عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ
اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى
رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ : اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ
لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ
الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ
الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ، قَالَ : صَدَقْتَ
فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ : فَاَخْبِرْنِىْ

عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ
صَدَقْتَ: قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ
تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ
يَرَاكَ، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ
دِيْنَكُمْ، رواه مسلم، قال المحدث الدهلوى مولانا
عبد الحق رحمة الله عليه فى شرح هذا الحديث: جان تو که دین
کی بنیاد اور اسکا کمال فقہ پر اور کلام پر جس کو عقائد کہتے ہیں اور
تصوف پر جس کو احسان کہتے ہیں اس حدیث شریف نے ان
تینوں مقام کا بیان کیا ہے اسلام اشارہ ہے فقہ کی طرف کہ
اس میں اعمال اور احکام شرعیہ کا بیان اور ایمان اشارہ ہے
اعتقادی مسئلوں کی طرف جو اصول کلام کے مسئلوں میں
ہے اور احسان اشارہ ہے اصول تصوف کی طرف و در
حدیث آمده که علم نافع علم معرفت است،

বঙ্গানুবাদ ঃ– হজরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে একদিন আমরা হজরত রসূল করীম (দঃ) এর নিকট ছিলাম। এমন সময় সাদা ধব্ধবে পোষাক পরিহিত এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কেশ বিশিষ্ট জনৈক ব্যক্তি তথায় আগমন করিলেন। যাঁহার মধ্যে ভ্রমনের কোন চিহ্নও দেখা যাইতেছিলনা অথচ আমাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিলনা। তিনি নবী করীম (দঃ) এর নিকটে আসিয়া বসিলেন। অতঃপর হুজুরের দুই জানুর সহিত নিজের দুই জানু মিশাইয়া এবং নিজের দুই হাত তাঁহার দুই উরুর উপর রাখিয়া বলিলেনঃ হে মোহাম্মদ ! আমাকে বলুন ইছলাম সম্বন্ধে (ইছলাম কিঃ) হুজুর উত্তর করিলেনঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ (উপাস্য) নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার রসূল এ ঘোষণা করিবে, নামাজ কায়েম করিবে, জাকাত দিবে, রমজানের রোজা রাখিবে এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করিবে যদি তুমি সেথানে পৌছিতে সমর্থ হও–ইহাই হইল ইছলাম। তিনি বলিলেনঃ ঠিক বলিয়াছেন। আগন্তুক ব্যক্তির হজরতকে প্রশ্ন করা ও হজরতের প্রত্যুত্তর সমর্থনে আমরা সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িলাম। আগন্তুক ব্যক্তি পূণরায় হজরত (দঃ) কে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। আঁ হজরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহতায়ালার প্রতি, তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁহার কিতাব সমূহের

ও তাঁহার রসূলগণের প্রতি এবং শেষ দিন অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস কর এবং তকদীরের ভাল ও মন্দ সমস্তই আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত বলিয়া বিশ্বাস কর।" প্রশ্নকারী বলিলেন, আপনি সত্যই বলিয়াছেন।" তৎপর আগন্তুক বলিলেন, "এহছান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।" আঁ হজরত (দঃ) বলিলেন, "উহা এই যে, তুমি আল্লাহর এবাদত এরূপে কর যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ। যদি তুমি তাঁহাকে (আল্লাহ্কে) দেখিতে অক্ষম হও তাহা হইলে তুমি বিশ্বাস কর যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছে।" প্রশ্নকারী বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন।" প্রশ্নকারী হজরত জিব্রাইল (আঃ) ছিলেন।

মওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, ধর্মের ভিত্তি এবং পরিপূর্ণতা ফেক্হা, ও এলমে কালামের উপর যাহাকে আকাইদ বলে এবং তাছাউফের উপর যাহাকে এহছান বলে। উপরোক্ত হাদীছ শরীফে এই তিনটি মোকামের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থ্যাৎ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হজরত জিব্রাইল (আঃ) এর তিনটি প্রশ্নের মধ্যে (প্রথম) ইসলাম শব্দ দ্বারা ফেক্বাহর দিকে ইশারা করিয়াছেন যাহাতে শরিয়তের আদেশ এবং আমল সমূহের বর্ণনা শামেল আছে। এবং (দ্বিতীয়) ইমান শব্দ দ্বারা এ'তেকাদের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। যাহাকে এলমে কলামের মছায়েলা বলে এবং (তৃতীয়) এহছান শব্দ দ্বারা তাছাউফের দিকে ইশারা রহিয়াছে যাহা আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা এবং ভাব প্রবণতা সম্বলিত। অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, লাভজনক এলম হইল "এলমে মায়ারেফাত" বা খোদা পরিচিতি এলম।

شمس العارفین میں لکھتے ہیں کہ جملہ علم دو قسم پر منحصر ہیں، علم حصولی
وعلم حضوری، علم حصولی، صُوْرَةُ الشَّیْ فِی الْعَقْلِ ہوتا ہے وہ -
علاقۂ بصر، سماع وغیرہ سے رکھتا ہے، اور علم حضوری علاقۂ قلب سے
رکھتا ہے اور علم حصولی سے خدا تعالیٰ کو ہرگز نہیں پہچان سکتا چونکہ،
روح امر ربّی ہے بحکم یَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ
اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اُوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا - جب بہیئت روح
علم حصولی سے پہونچ نہ سکتا ہے اس کیلئے علم حضوری درکار ہے
اور صاحب شرعۃ الاسلام نے نقل کیا ہے وَقَدْ کَانَ رَسُوْلُ
اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یتعوّذ بِاللّٰہِ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ
ویقولُ العلم عِلْمَانِ، علم القلبِ فَذالك العلم -
النافع وعلم علی اللسانِ فذالك حجۃ اللہ علی ابن ادم

اور احیاء العلوم میں ہے روی الحسن عن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال العلم علمان فعلم
الباطن فی القلب فذالک ھو العلم النافع
اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے خداوند تعالیٰ نے معراج میں
نوے ہزار کلام کئے منجملہ انکی تیس ہزار ظاہر شریعت غرّی ہے اور ساٹھ
ہزار علم باطن ہے اسکو نہیں اظہار کرتی مگر جو لوگ امناؤ الاولیاء
راسخون فی العلم ہیں پھر جب وہ رؤس علم کو بیان کرتے ہیں نہیں انکار
کرتی مگر جو لوگ اس علم سے بے خبر اور اللہ سے غافل ہیں جیسا کہ
حدیث شریف میں ہے :-
اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ کَھَیْئَۃِ الْمَکْنُوْنِ لَا یَعْلَمُہٗ اِلَّا الْعُلَمَاءُ
بِاللّٰہِ فَاِذَا نَطَقُوْا بِہٖ لَا یُنْکِرُہٗ اِلَّا اَھْلُ الْغُرَّۃِ بِاللّٰہِ تَعَالٰی

বঙ্গানুবাদ :– শমসুল আরেফীন কিতাবে বর্ণিত আছে, সমস্ত এলম দুইভাগে বিভক্ত যথা "এলমে হুছুলী" বা অর্জ্জিত জ্ঞান এবং "এলমে হুজুরী" বা দর্শন জ্ঞান। বস্তুর ছুরত (আকৃতি) আকলে উপস্থিত হওয়ার নাম এলমে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান, অর্থ্যাৎ আকলের দ্বারা বস্তুর পরিচয় লাভ যাহা চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির সহিত সম্পর্কযুক্ত। এলমে হুজুরী বা দর্শন জ্ঞান কলবের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এলমে হুছুলী বা অর্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা কখনও খোদা পরিচিতি লাভ করা যায় না। যেহেতু রূহ সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দ্দেশ,"হে রসূল! রূহ সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আপনি বলুন, রূহ আল্লাহ্‌র হুকুম। তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হইয়াছে।" অর্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা যখন রূহের প্রকৃত পরিচয় লাভ পূর্নরূপে সম্ভব নয়, তবে বে-মেছাল নৈরাকার জাতে পাক্‌ পর্য্যন্ত অর্জ্জিত জ্ঞানের দ্বারা পৌছা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে। উহার জন্য এলমে হুজুরী বা দর্শন জ্ঞানের প্রয়োজন। শিবয়াতুল ইসলাম কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) অনুপোকারী বিদ্যা হইতে আল্লাহর দরবারে পনাহ্‌ বা আশ্রয় প্রার্থণা করিতেন এবং তিনি বলিতেন যে এলম দুই প্রকার, একটি আধ্যাত্মিক বিদ্যা (অর্থ্যাৎ এলমে মারেফাত) যাহা উপকারী এলম। অন্যটি মৌখিক বা ভাষাগত বিদ্যা যাহা মানুষের জন্য আল্লাহর দলীল। এহয়াউল উলুম কিতাবে উল্লেখ আছে, হজরত হাছন (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, 'এলম দুই প্রকার। একপ্রকার এলমে বাতেন যাহা কলবে নিহিত। উহা "এলমে নাফে" বা লাভদায়ক জ্ঞান। আল্লাহ্‌পাক রসূল করীম (দঃ) এর সহিত মে' রাজের রাত্রে নব্বই হাজার কালাম করিয়াছেন, তম্মধ্যে ত্রিশ

হাজার জাহেরী শরিয়ত এবং ষাট হাজার এলমে বাতেন। আল্লাহ্পাকের আমানতদার অলীগন ব্যতীত উহা কেহ বর্ণনা করিতে পারেননা। তাঁহারাই এলমে দক্ষ। যখন তাঁহারা উক্ত এলম বর্ণনা করেন, সবাই বিশ্বাস করে কিন্তু যাহারা উক্ত এলম সম্বন্ধে বে-খবর, সম্বন্ধহীন, আল্লাহ্ তায়ালা হইতে গাফেল, তাহারাই অস্বীকার করে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কতেক এলম আছে যাহা মুক্তার মত গোপনীয় সম্পদ। আলেম বিল্লাহ ব্যতীত উহা কেহই জানেন না। তাঁহারা যখন উক্ত এলম সম্বন্ধে আলোচনা করেন, আল্লাহ হইতে গাফেল ব্যক্তি ব্যতীত কেহই উহা অস্বীকার করেনা।

پس ثابت شد کہ علم شریعت نام مجموع ہر سہ علم مذکور است پس اقوال علماء ہر سہ علم حجت شود قَالَ اللّٰہُ تَعَالیٰ :- اَطِیْعُوا اللّٰہَ وَاَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ، الآیۃ، وَاُوْلِی الْاَمْرِ عام شامل لِعُلَمَاءِ تِلْکَ الْعُلُوْمِ الثَّلٰثَۃِ - در مدارج النبوۃ جائے میگوید کہ در حدیث صحیح آمدہ کہ اَلدِّیْنُ نَصِیْحَۃٌ دین ہمیں نصیحت است قَالُوْا لِمَنْ پرسیدند صحابہ نصیحت مر کرا یا رسول اللہ : قَالَ لِلّٰہِ وَلِرَسُوْلِہٖ وَلِعَامَّۃِ الْمُسْلِمِیْنَ وَخَاصَّتِہِمْ الخ و ناصح آنرا گویند کہ از لوم صاف وخالص شدہ باشند ومراد اینجا صفا وخلوص است در ادائے حقوق وارادۂ خیر منصوص لہ را و بعضے از علمائے صوفیہ از مشائخ مغرب خواص را سہ قسم ساختہ اند یکے امر اولی الامر وگفتہ کہ مرد در خانہ خود امیر ومعلم بر شاگردان خود امیر دوم علمائے دین تعظیم وتصدیق ایشان واجب است درانچہ موافق دین نقل کنند سوم مراد از خصوص مشائخ طریقت است الخ

اَلْکَلَامُ فِیْ ھٰذَا الْبَابِ طَوِیْلٌ لِلْمُنْصِفِ ھٰذَا الْقَدْرُ کَافٍ فَظَھَرَ اِنَّ مَنْ یَّقُوْلُ مِنْ بَعْضِ جُھَّالِ دِیَارِنَا اِنَّ اَقْوَالَ عُلَمَاءِ الطَّرِیْقَۃِ لَیْسَتْ حُجَّۃً فَھُوَ جَاھِلٌ سَفِیْہٌ لَا اِعْتِدَادَ لِقَوْلِہٖ وَعُلَمَاءِ ظَاھِرِ

الشَّرِيْعَةِ اِحْتَجُّوْا بِاَقْوَالِ الصُّوْفِيَّةِ فِىْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ كَمَا هُوَ مَذْكُوْرٌ فِى الْكُتُبِ فَمُنْكِرُهُمْ عَدُوُّ اللّٰهِ وَعَدُوٌّ لِنَفْسِهِ ـ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اِتْبَاعِ الْغَوْثِ الْاَعْظَمِ مُتَجَبِّهَنْدَارِيْ فِىْ سُلُوْكِ طَرِيْقِكَ الْمُسْتَقِيْمِ ـ وَاَدْخِلْنَا فِىْ زُمْرَةِ خُدَّامِهِ بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ ـ

বঙ্গানুবাদ :— এখন প্রমাণিত হইল উপরোলিখিত ফেকাহ্‌, আকায়েদও তাছাউফের সম্মিলিত নাম শরিয়ত। সুতরাং এই তিন প্রকার এলমের অধিকারীগনের কথা দলীলই বটে। আল্লাহ্‌পাকের বাণী, আল্লাহ্‌ ও রসূলকরীমের অনুসরণ কর এবং উলিল আমরের আনুগত্যতা গ্রহন কর। উলিল আমর উক্ত তিন প্রকার এলমের অধিকারীগণকে বলা হয়।

মদারেজুন নবুয়াত কিতাবের একস্থানে বলিয়াছেন, ছহীহ হাদীছ শরীফে বর্ণিত নছীহত বা সৎউপদেশের নামই দ্বীন বা ধর্ম। ছাহাবা কেরাম গণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার নছিহত ইয়া রসূলুল্লহ (দঃ)। তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও রসুলের বাণী এবং আম-খাস মুসলমানের কথা। নছিহতকারী নিন্দনীয় কাজ হইতে পবিত্র এবং খাটী হইতে হইবে। মগরিববাসী বুজর্গানেদ্বীন হইতে নকল করিয়া ছুফিয়ায়ে কেরামগণ প্রকৃত পবিত্র ও খাটী ব্যক্তিগণ (উলিল আমরা)কে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথম আমীর :— তাহার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলেন পুরুষ নিজের ঘরে আমীর এবং শিক্ষকগণ ছাত্রদের জন্য আমীর।

দ্বিতীয় আলেমগণ :— তাঁহাদের তা'জীম করা এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তাহারা যাহা বর্ণনা করেন তাহা সত্যমনে করিয়া অনুকরণ করা ওয়াজেব।

তৃতীয় খাছ-ব্যক্তিগণ অর্থ্যৎ তরীকতের পীরগণ :— ইহাদের সম্বন্ধে কোরআন, হাদীছ ও কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে, বিচারকের জন্য ইহাই যথেষ্ট।

আমাদের দেশের কতেক অল্পজ্ঞানী জাহেল ব্যক্তিগণ বলে থাকে তরীকতের আলেমগণের কথা দলিল নহে। তাহারা অজ্ঞ এবং বেকুপ। তাহাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রাক্তন অনেক গভীর জ্ঞানী ওলামায়ে জাহেরে অধিকাংশ মছায়েলায় ছুফীয়ায়ে কেরাম গণের কথায় দলিল গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন কিতাবে উহার উল্লেখ আছে। আউলিয়া কেরামগণের বিরোধী খোদার দুষমন এবং নিজের শত্রু। হে আল্লাহপাক। আমাদিগকে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী কেবলার অনুগতদের মধ্যে গণ্য করুণ যেন আপনার ছেরাতুল মোস্তাকিমে থাকিতে পারি। আপনার মেহেরবাণী ও করুণায় হজরত গাউছুল আজমের খাদেমদের মধ্যে শামিল করুণ ।

مژده بادای دل که بلبل میکند نغمه هزار
باغ کام جان شگفت وگل برست از قید خار ،
از طراوت باغ عالم کام بخش جان شد
بوی شادی وخوشی بیز دبهر گوشه بهار ،
نسخهٔ مرغوب یعنی تحفة الاخیار نام
شد تمام از رحمت وفضل خدائے کردگار ،
یا الہی کن قبول این نسخه را از فضل خود
دار باقیش که تا باقی بود لیل ونهار

বঙ্গানুবাদ ঃ— আয় দিল, সুসংবাদ রহিত, আশেক বুল বুল হাজার হাজার গানে রত। রূহের বাগান প্রষ্ফুটিত হইয়াছে এবং কাটার প্রতিবন্ধক হইতে ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির বাগানের সজীবতায় প্রাণে উদ্দীপনা আসিল। বাগানের চতুর্দ্দিক হইতে খুশী ও হাসির প্লাবন বহিতে লাগিল। খোদা তায়ালার ফজলে করমে আকাংখিত কিতাব "তোহফাতুল আখইয়ার" লিখা শেষ হইয়াছে। হে মাবুদ! এই কিতাবখানা তোমার মেহেরবানী ও দয়াগুনে সৃষ্টি যতদিন বিদ্যমান থাকে ইহাকেও স্থায়ী রাখুন ।

قصیدۂ مفتی اعظم حضرت علامہ فرہادآبادی قبلہ رح

در دِل عاشق چہ راحت گر وصالِ یار نیست
دردمندِ عشق را دارو بجز دیدار نیست،

گر پسندی عشق گل ہرگز از رنج خار
ہرکجا گلسزار بینی گل دراں بے خار نیست

درد خود را نزدِ کس ظاہر مکن ای جانِ من،
درد بیماری چہ دارند ہر کہ او بیمار نیست

ہر غمے داری بدل غمخوار آں ہرگز مجوی "
کین غمت را ہیچ کس اندر جہاں غمخوار نیست

گر وصالِ یار خواہی دل مدہ با غیر او،
ہر کہ او باغیر باشد لائق در بار نیست

آتش عشقش بزن در خرمن ہستی خویش
ہر کہ این آتش ندارد یار او را یار نیست،

یارِ جلوہ گر بہوشی با جمالِ دلفریب، "
لیک در دیدِ جمالش قوتِ انظار نیست

یار در تو تو نہ در تو ایکہ بیگانہ ز خود،
طالبانِ وصل را ہرگز ہمیں اطوار نیست

سوز چوں پروانہ تا یابی خبر از "
سوز او ہر کس ندارد واقف اسرار نیست

ہر کہ او گم شد بگرداب ہلاک عشق یار
کئی نشانِ یابی کہ آں مفقود را آثار نیست

کئی شوی واصل کہ میداری حجاب ماسواء
طالبانِ ماسواء را درحریمش بار نیست ،
ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں از مکر وفن
در حریم خاص ایزد داخلِ دنیا دار نیست ،
گر جمال یار خواہی ماسوائے را پا بزن ،
تا ہمیں پردہ بود ہرگز جمال یار نیست ،
بر سر نفس وہوا زن تیغ استغنا کہ کس ،
از ہوا ، در آں دریں عالم ذلیل وخوار نیست
نفس طالب گر بود غالب نہ ذوقِ ایں بود
ہر کہ باشد در پئے نفس وہوا دیندار نیست ،
نفس طالب کئی بود کشتہ آئین خستہ جان
بر سرش گر تیغ عشق غوث منجہنڈا نیست

আল্লামা ফরহাদাবাদী (রঃ) রচিত কছিদার বঙ্গানুবাদ

যদি বন্ধুর মিলন না হয় আশেকের দিলে কোন শান্তি নাই ।
দরশন ব্যতীত প্রেম রোগের কোন প্রতিষেধক নাই ।
পুষ্পের প্রেমে যদি মত্ত হও তবে কাঁটার কষ্টে দুঃখিত হইও না ।
যেখানে তুমি বাগান দেখিতে পাইবে তথায় কাটা ব্যতীত কোন ফুল নাই।
হে আমার প্রাণ । নিজের ব্যথার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না
যার কোন রোগ নাই, সে রোগের ব্যথা কি করিয়া বুঝিবে ।
অন্তরে যে ব্যথা তুমি রাখ উহার সহানুভূতি প্রদানকারী তালাশ করিও না ।
যেহেতু প্রেমের ব্যথার সহানুভূতি প্রদানকারী কোন লোকই পৃথিবীতে নাই ।
যদি বন্ধুর মিলন চাও অন্যের সহিত দিল রাখিও না।
যে অন্যের প্রেমে আসক্ত, সে বন্ধুর দরবারের উপযুক্ত নয়।
নিজের অস্থিত্বের বৃত্তে প্রেমাগ্নি নিক্ষেপ কর ।
যাহার কাছে এই প্রেমাগ্নি নাই, সে বন্ধুর উপযুক্ত নয় ।

বন্ধুর ঝলওয়া বিকশিত,প্রাণ আকর্ষীরূপে মোহিত এবং বেহুশ
হই কিন্তু বন্ধুর রূপ দেখার শক্তি চক্ষুর নাই।
তোমার মধ্যে বন্ধু বিরাজিত, তুমি কিছু নও ।
তুমি নিজের অস্থিত্ব বিলীন কর, যে ব্যক্তি বন্ধুর মিলন পিয়াসী
তাহার নিকট মাশুক ব্যতীত নিজের আস্থিত্ব থাকিতে পারেনা ।
পতঙ্গের মত প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ হও তখন মাশুকের খবর পাইতে সমর্থ হইবে।
যে ব্যক্তি প্রেমে দগ্ধ না হয়, সে মাশুকের রাজ রহস্য জ্ঞাত হইতে পারে না
মাশুকের প্রেমের ঢেউয়ে যে ব্যক্তি নিমজ্জিত,কোথায় তাহার চিহ্ন
পাওয়া যাইবে।
উক্ত নিমজ্জিত ব্যক্তির কোন নিদের্শনও বাকী থাকে না ।
মাশুক ব্যতীত অন্যের আবরনে যে নিবদ্ধ সে কবে মাশুকের মিলন লাভ
করিতে পারে ।
যে অন্যের তালেব মাশুকের আস্থানায় তাহার স্থান নাই ।
যদি তুমি খোদা কেও চাও এবং ফেরবের দ্বারা নাপাক দুনিয়ার প্রতিও
আসক্ত হও
আল্লাহ্ পাকের খাছ আস্তানায় দুনিয়াদারের প্রবেশ নিষেধ ।
যদি বন্ধুর রূপে মুগ্ধ হও , অণ্যের প্রতি লাথি মার।
যদি তুমি অন্যের আবরনে বিলুপ্ত থাক তবে বন্ধুররূপ দেখা সম্ভব হইবেনা
নফছ এবং খাহেশাতের মাথায় তালোয়ায় নিক্ষেপ কর।
যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর খাহেশাতের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না
সে কোন সময় বেইজ্জত এবং অপদস্ত হইবে না।
নফছ যদি মাশুকের তালেব হয়, দুনিয়ার আসক্তিতে মগ্ন হইবেনা ।
যে ব্যক্তি নফছ এবং খাহেশাতের পিছনে ঘুরে সে দ্বীনদার নয়।
দিল খায়েল আমীনের নফছ কবে মাশুকের তলবে মগ্ন হইতে পারিবে
যদি তাহার মাথার উপর গাউছুলআজম মাইজভান্ডারী এশকের
তলোয়ারে আঘাত না করে ?

قصیدۂ مفتی اعظم حضرت علامہ فرہادآبادی قبلہ

چند باشی ای آئینِ بوالہوس
از فریبِ نفس از راہِ باز پس

چند باشی درپئے ایں قیل وقال
چند باشی درپئے فاسد خیال،

پاک کن دل از ہمہ فاسد خیال،
غوطہ زن در بحرِ عشقِ حق تعال،

چند باشی ہمچوں آراستہ دواب
چند باشی مردہ دل باطن خراب

چند باشی در چمن خنداں چو گل
چند باشی مست سراز عیش کل

چند باشی مثلِ طفلِ خاک باز
چند باشی پر غرور از فخر و ناز،

چند باشی در خیال ایں و آں
چند باشی درپئے وہم و گماں

چند باشی طالبِ عز سرور،
چند باشی راغب دنیائے زور

چند باشی مثلِ کلب مردہ خوار
چند باشی ہمچوں مردہ در مزار

چند باشی ناظرِ نقش و نگار،
چند باشی بہر دنیا دل فگار،

چند باشی طالب نازو نیاز
چند باشی کوچہ گرد از حرص باز

چند باشی خوش سخن ہم خوش کلام
چند باشی درپئے ناموس و نام

صد کتاب و صد ورق در نار کن
جان و دل را جانبِ دلدار کن

عشق بگزیں وز خود بیزار شو،
خاکِ پائے غوث میجبھنڈار شو

قربتِ او قربتِ رب البشر،
دوری از ایزد ز دوریش شمار

در حبالِ عشقِ او دل بستہ دار
از فراق و ہجرِ او دل خستہ دار

عشقِ او راہست تاثیری عجب
بے ادب را می نماید با ادب

از خدا توفیق امرِ خیر جوی
درپئے نفس و ہوا ہرگز مرو

توبہ کن ایں دم کہ فرصت حاصل است
توبۂ فردا شمر گز مشکل است

افلح من یخشیٰ للہ الرشید،
فاز بالمقصود من خاف الوعید

ہر کسے را دل بود با غیرِ حق
سرِّ وحدت را کجا دارد سبق

هر کرا در دل نباشد عشق حق — کئ بود مکشوف بروی سر حق
نور حق هم راه حق هرگز ندید — انکه گشته در پئے نفس پلید
کئ بود دید نفس گر طالب بود — ذوق دیں نه گر هوا غالب بود
ذوق ایماں از هوا خواهاں مخواه — کور چشماں کئ ز خود بینند راه
کئ درست آید ز تو کار خدا — دل بداری دائمًا باما سوا
می ندارد هر کسے قلب شهید — در جهاں روئے فلاحت او ندید
ایں همه بے شرمی تو تا بچند ، — بے حیائی لا اُبالی تا که چند ،،
ظاهر ایماں ندارد قدر خویش — گر بباطن قید زنار خوش
در چه کار آید ترا ایں مکر و فن — بر سر ایں مکر و فن شمشیر زن
چند باشی در پئے ناموس و ننگ — شیشۂ ناموس را بشکن بسنگ
شیشۂ ناموس را تا نه شکنی ، — کئ پدید آید بقلب روشنی ،
می کنی دعوی که داری عشق حق — اهل ملت هستی و اهل حق ،
هر که دارد ایں همه دعوی دروغ — نور ایمانش کجا دارد فروغ
گر نباشد معنی دعوی باطل است — کسب معنی کن که دعوی باطل است
در پئے ایں عاطل و باطل مباش — تا توانی جهد کن غافل مباش ،
قلب مؤمن را شمر همچوں چراغ — روشنی از نار و روغن در چراغ
گر نباشد نار و روغن در چراغ — کئ بمحفل می بود خنداں چو باغ
در دل خود همچوں لاله داغ دار — میل لاله نا شوی در لاله زار
گر نباشد در دل تو داغ عشق — کئ شوی خنداں چو گل در باغ عشق
درد عشق حق اگر سازی قبول — از ملائک بگذری لے بوالفضول

هر کسے کز عشق حق تاثیر یافت ،
خانۂ ویران او تعمیر یافت ،

কছিদায়ে মুফ্তীয়ে আজম আল্লামা ফরহাদাবাদী (রঃ)

(এই কছিদা শরীফে তিনি নিজকে সম্বোধন করতঃ অন্যান্য তরীকত পন্থীদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন)

বঙ্গানুবাদঃ

হে নগন্য আশেক আমীন ! কতদিন পর্যন্ত নফ্ছের ধুকায়
পতিত হইয়া পিছনে পড়িয়া থাকিবে?
এই বেপায়দা কথোপকথনে কতদিন কাটাইবে?
ফাছেদ খেয়ালের পিছনে কত দৌড়িবে?
ফাছেদ খেয়াল হইতে দিলকে পবিত্রকর,
আল্লাহপাকের এশকের মহাসমুদ্রে ডুব দাও।
বোঝা বহনকানী পশুর মত আর কত সাজিবে।
মৃত কলব এবং খারাপ অন্তর করণ অবস্থায় কতদিন থাকিবে ?
বাগানের মধ্যে ফুলের মত হাস্য অবস্থায় কতদিন থাকিবে?
আঙ্গুরের শরাব পানে বিকৃত মস্তিক অবস্থায় কতদিন কাটাইবে।
মাটিতে খেলা-ধুলায় রত ছেলেদের মত কতদিন থাকিবে ?
কতদিন ফখর-গৌরবে মত্ত থাকিবে?
এদিক ঐ দিক খেয়ালে আর কতদিন মগ্নচিত্ত থাকিবে ?
খেয়াল ও সন্দেহের পিছনে আর কত ঘুরিবে ?
ইজ্জত ও সরদারীর মোহে কতদিন কাটাইবে।?
জালেম দুনিয়ার প্রতি কত আসক্ত হইবে ?
মৃত ভক্ষণকারী কুকুরের মত কতদিন থাকিবে ?
কবরের মৃত লাশের মত আর কতদিন থাকিবে ?
ছায়াছবির প্রতি দৃষ্টিপাত আর কতদিন করিবে ?
দুনিয়ার প্রতি আর কত আশেক হইবে ?
রস-রঙ্গে মত্ত আর কতদিন থাকিবে ?
হেরেছ-লালসার গলিতে কতদিন ঘুরা-ফেরা করিবে ?
সুন্দর কথা এবং রসপূর্ণ ভাষায় কতদিন মগ্ন থাকিবে ?
গৌরব ও নামের পিছনে আর কতদিন ঘুরিবে ?
(জাহেরী শয়তানী এলমের) শত শত কিতাব ও
শত শত পাতা আগুনে নিক্ষেপ কর।
নিজের প্রাণ এবং দিলকে মাশুকের প্রতি আকৃষ্ট কর।
প্রেমই গ্রহন কর নিজেকে ভুলিয়া যাও।

গাউছুল আজম মাইজ ভান্ডারীর পায়ের ধূলা হও।
তাঁহার নৈকট্য খোদারই নৈকট্য।
তাঁহার নিকট হইতে দূরে সড়িয়া পড়াকে খোদাতায়ালা
হইতে দূরে থাকা মনে কর।
তাঁহার প্রেমের রজ্জুতে নিজকে বন্দীকর।
উহার বিচ্ছেদে দিলকে ঘায়েল রাখ।
উহার প্রেমের আশ্চর্য্য তাছীর ও সুফল রহিয়াছে।
বে-আদব হইতে আদব বিকাশ লাভ করে।
খোদাতায়ালা হইতে সৎকাজের সাহায্য প্রার্থনা কর।
নফছ ও খাহেশাতের পিছনে কখনও চলিও না।
এখনই তওবা কর ইহাই সময়।
আগামীকল্য তওবা করিবে এই খেয়াল অনুচিত।
যে আল্লাহ পাককে ভয় করিয়াছে, সে সফলতা লাভ করিয়াছে।
যে কিয়ামতকে ভয় করিয়াছে, নিজ উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে।
খোদা ব্যতীত অন্যের প্রতি যে আসক্ত হইবে,
ওয়াহদতের রাজ রহস্যের ছবক কি করিয়া পাঠ করিবে ?
যাহাদের দিলে আল্লাহ পাকের এশক বিদ্যমান না থাকে
তাহাদের নিকট খোদায়ী রাজে আছরার কি করে প্রষ্ফুটিত হইবে?
যে ব্যাক্তি অপবিত্র নফছের পিছনে ঘুরিতে থাকে,
সে কখনও আল্লাহর নূর এবং সৎ রাস্তা দেখিতে পায় না।
যদি তালেব হয় নফছের দিকে দৃষ্টিপাতের সময় কোথায় ?
যদি খাহেশাতে নফছানী গালেব হয় দ্বীনের স্বাদ গ্রহন করার অবকাশ কোথায় ?
খাহেশাতে নফছানীর অনুগতদের নিকট হইতে ঈমানের স্বাদ তালাশ করিও না।
অন্ধ নিজে নিজে কখন রাস্তা দেখিতে পায় ?
তুমি যদি সর্ববদা গায়রুল্লাহর প্রতি আসক্ত থাক,
তবে তোমার নিকট হইতে খোদার এবাদত কিভাবে সঠিক হইতে পারে ?
যে ব্যক্তির কলব আল্লাহর নিকট হাজের-নাজের নয়,
পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তি কখনও সফলতার মুখ দেখিতে পাইবে না।
এইরূপ লজ্জাহীন চাল-চলন তোমা হইতে কতদিন চলিতে থাকিবে ?
উহাদের চেহারায় জাহেরী ঈমানের চিহ্নও নাই,
তাই বাতেনের সহিত চৈতন্যের বান বন্ধ কর।
এই ফেরব ও ধোকা তোমার কোন কাজে আসিবে না।
এই ফেরব ও ধোকার প্রতি অসি নিক্ষেপ কর।
মানুষ হইতে ইজ্জত পাওয়ার পিছনে কতদিন ঘুরিবে?
গৌরবের বোতল পাথর দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেল।

গৌরবের বোতল যতক্ষন পর্য্যন্ত না ভাঙ্গ ততক্ষণ পর্য্যন্ত–
তোমার কলবে আলো উদ্ভাসিত হইবে না।
যে ব্যাক্তি এই সব মিথ্যা দাবীতে মগ্ন থাকে,
তাহার ঈমানের আলো কখনও উজ্জ্বল হইবে না।
উদ্দেশ্য সঠিক না হইলে দাবী বাতেল গণ্য,
প্রথম উদ্দেশ্য সঠিক কর নতুবা দাবী বাতেল হইবে।
এই অনর্থ ও বাতেলের পিছনে আসিও না।
যতদূর সম্ভব চেষ্টা কর, গাফেল বেখবর থাকিও না।
মোমেনের কলবকে চেরাগ বলিয়া মনে কর।
আগুন ও তৈলের দ্বারাই চেরাগের উজ্জ্বলতা।
যদি চেরাগের মধ্যে আগুন ও তৈল না থাকে,
মজলিস কিভাবে আলোকিত হইবে।
নিজের অন্তকরনে মুক্তার মত চিহ্ন রাখ,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তায় আসক্ত হইবে, মুক্তা আহরনে মত্ত থাকিবে।
তোমার অন্তঃকরণে যদি এশকের চিহ্ন না থাকে,
এশকের বাগান কবে ফুলের মত হস্যে প্রস্ফুটিত হইবে।
আল্লাহর প্রেমে যদি তুমি আসক্ত হও।
ফেরেশ্‌তার মরতবার বহু উর্দ্ধে তোমার আসন হইবে।
আল্লাহর এশ্‌কের তাছীর যাহার মধ্যে প্রস্ফুটিত,
তাহার ভাঙ্গাঘর দালানে পরিনত হইয়াছে অর্থাৎ
তাহার অন্তঃকরণ নূরে উদ্ভাসিত।

التجاء بدرگاه غوث الاعظم مجهنڈاری شاه قدس سره العزیز

اغثنی غوث مجهنڈار اغثنی،
کہ ہستم بندۂ ناچار اغثنی،

ندارم درغم ورنجیده لا داری   بجز تو دیگرے غمخوار اغثنی،
چو دل بردی بکن دلدار تو   نمی دارم کسے دلدار اغثنی،
زسودایت بکوه ودشت هاهون   نمایم گشت مجنون وار اغثنی
بگنج دل ترا پنهاں نمودم،   چوں دیدم آں گل رخسار اغثنی
زعشقت کوه غم برسر نمودم،   وفاداری بکن اے یار اغثنی
حریفاں بادہا خوردند سیراب   بماندم تشنه در دربار اغثنی
چوں دیدم ازجمال باکمالت   گذشتم ازسراغیار اغثنی
گرفتارم بقید نفس سرکش   بدارم ازہوس زنار اغثنی
اندراه نفس شیطاں لعینم،   پناه جویم ازیں خونخوار اغثنی
بشد عزم نکردم ہیچ خبرے   فزوں دارم زحد اوزار اغثنی
بامیدیکه بنوازی زرحمت   بخدمت ناله ام بسیار اغثنی
اگر بارے کنی سویم نگاهی،   نثار توشدم صد بار اغثنی
آیین خسته جاں ادنیٰ غلامت   بدرگاه افتاده خوار اغثنی

کند گریه بامیدیکه از لطف،
کنی سویش نظر ایکبار اغثنی،

এলতেজা বদরগাহে গাউছুল আযম মাইজভান্ডারী শাহ (কুঃ)

বাংলা উচ্চারণ

আগিছ্নি গাউছে মাইজভান্ডার আগিছ্নি
কে হাস্তম বন্দায়ে নাছার আগিছনি।
নদারম্ দর গম ও রঞ্জিদ লা-দারী
বজুজ তো দি-গরে গমখার আগিছ্নি।
ছো-দিল বরদী বকুন দিলদারে তু,
নমি দারম্ কছে দিলদার আগিছনি।
যে ছোদায়ত বকোহো দস্তে হামুন
নমায়ম গস্তে মজনুন ওয়ার আগিছনি।
ব-গুঞ্জে দিল তুরা পিনৃহা নমুদম্
ছৌ দিদম্ আ-গুলে রুখছার আগিছ্নি।
যে এশ্‌কত্ কুহে গম্ বরছর নমুদম্
ওয়াফাদারী বকুন আই ইয়ার আগিছনি্।
হুরী ফাঁ বাদেহা খোর দন্দে ছাইরাব
বমান্দম্ তিশ্‌না দর দরবার আগিছনি।
ছৌ দিদম্ আজ জামালে বা কামালত
গুজস্তম্ আজ্ ছরে আগ্‌য়ার আগিছ্নি।
গেরেপ্তারম্ বকাইদে নফছে ছর কশ
বদারম আজ হাউছে জুন্নার আগিছ্নি।
আন্দরাহে নফ্‌ছে শ্রয়তান লঈনম
পানাহ্ জুয়ম্ আজী খোনখার আগিছ্নি।
বশুদ আজ্‌মে নকরদম্ হিছে খব্‌রে
পজো দারম্ যে হদ আওযার আগিছনি।
ব-উম্মাইদে কে বনওয়াজী যে রহমত
ব খেদমত্ নালা আম্ বিছয়ার আগিছ্নি।
আগর বারে কুনি ছুয়ম নেগাহী।
নেছারে তু শুদম ছদবার আগিছনি।
আমীনে খস্তাহ জাঁ আদনা গোলামত
বদর গাহে উপ্‌তাদাহ খার আগিছনি।
কুনদ গিরিয়া বা উম্মাইদে কে আজ লুতপ
কুনি ছুয়শ নজর একবার আগিছ্নি।

نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لسان الفارسی

یہ حضرت سیدنا مصنف علام کے مایۂ ناز کتاب شواہد الابطالات فی تردید مافی رافع الاشکالات
سے منتخب ہے ،

ای شاہِ عالم مبتلا در عشقِ تو حور و پری ۔ جن و بشر شیدائی تو بر جملہ عالم سروری
وصفت چہ آید در رقم کان نہ گنجد در قلم ۔ ہر آنچہ در شانِ تو میگویم از آں بالاتری
چیزی نیابم در جہاں تا گویم اَنْتَ مِثْلُہٗ ۔ شمس و قمر گویم ترا از آں روشن تری
حسن ترا جلوہ عجب کز عکس آں اہلِ جہاں ۔ مفتون تو یکسر شدند ای ماہ برج دلبری
اندر جہاں گر دیدہ ام بسیارِ خوباں دیدہ ام ۔ ہرگز ندیدم مثل تو خوبی بایں خوش منظری
تا تو بوصف شاہدی در محفل جاناں شدی ۔ خوباں عالم راز ہش بردی بایں جلوہ گری
شیدا آئین بے نوا از جان و دل بر تو فدا ،
دارد بدرگاہت رجا کو نصفِ سویش بنگری ،

নাত শরীফ
বাংলা উচ্চারণ

১। আই শাহে আলম মোবতালা–দর এশকেতু হুরুপরী
জিন্নো বশর শয়দায়ে তু বর জুমলা আলম ছরওয়ারী।
২। ওয়া ছ্‌ফত–ছে আয়দ দর রকম কাঁ নগুঞ্জদ দর কলম
হার আঁছে দর শানে তু মিগুয়ম আজাঁ বালাতরী।
৩। ছিজে নয়াবম দর জাহাঁ তাগুয়ম আন্তা মিছলাহ
শামছো কমর গুয়াম্‌ তুরা আজাঁ রৌশন তরী।
৪। হোছনে তুরা জলওয়া আজব কজ আকছে আঁ আহলে জাঁহা
মকতুনে তু একছর শুদন আইমাহে বুরজে দিলবরী।

৫। আন্দর জাঁহা গর দিদাহ আম-বিছয়ারে খোবা দিদাহ আম
হারগিজ ন-দিদম মিছলে তু-খুবী ব-ই খোশ মনজরী।
৬। তা-তু-বওয়াছপে শাহেদী দরমাহফিল জানাশুদী
খোবাঁ আলম রাজে হাস বরদী ব-ই জলওয়া গরী।
৭। শয়দা আমিন বে নওয়া আজ জানো দিল বরতু ফেদা
দারদ বদর গাহত রজা কজ্ নিছপে ছুয়শ ব-নেগরী।

اَلْمُنَاجَاتُ فِیْ بَابِ قَاضِیْ الْحَاجَاتِ

یہ حضرت مصنف علامؒ کی مائہ ناز کتاب "شواہد الابطالات فی تردید مافی رافع الاشکالات سے منتخب ہے ،

خدایا کیوں میری تقدیر میں ایسا قلم مارا
کہ میرے جرم کے شومی سے نیکی جل گیا سارا

ولیسا ہی گھیر لیا مجھکو گناہوں کی سیاہی نے
کہ جیسے ابر کے پردے میں خورشید و مہ و تارا

سدا ایک اجل پیغام دیتا ہے کہ اے عاصی
ہوی ہے زندگی آخر نہیں کرنے کا کچھ چارا

گنہ کے بوجھ بھاری سر پہ ہے رہ سامنے مشکل
نہیں سامان کروں کیا کلیجے غم سے انگارا

قرآن کی آیت لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَۃِ اللّٰہِ میں
کئے ہو وعدے بخشیگا گنہ گاروں کو غفّارا

قوی امید ہے میرا کہ تم بخشیگا رحمت سے
گنہ میں گر ڈوبا ہوں از فریبِ نفسِ امّارا

گنہگاروں اگر کرتے ہیں استغفار عصیاں سے
انہوں کے مغفرت کی وعدہ ہے قرآن میں آشکارا

اگرچہ جرم بے حد لیک ہوں مستغفروں میں سے
تمہارے قہر کے ڈر سے خدا میرا جگر پارا

نہ لے آبرو کیا عصیاں کے شامت سے یہ عالم میں
وہ عالم میں چھپا دے گا بھی عصیاں کو ستّارا

آمینِ پرگنہ کو اے خدا عصیاں سے کر آزاد
کہ تم معبود میرا، میں عبدِ عاصی بے نوا تیرا ،

মোনাজাত
বাংলা উচ্চারণ

১। খোদা ইয়া কেয়াউঁ মেরী তক্‌দীর মে-এ-ছা কলম মারা
কে মেরে জোরম্‌কে শুমিছে নেকী জল গেয়া ছারা।

২। ওয়াইছাহী গেরলিয়া মুজকু গুনাহোকি ছেয়াহীনে
কে জেইছে আবরকে পরদে মে খোরশিদো মাহওয়া তারা।

৩। ছদা পয়েক আজল পয়গাম দেতাহে কে আই আছি
হুয়ী হে জিন্দেগী আখের নিহি করনেকা কুছ ছারা।

৪। গুনাকে বোজ ভারী ছরপে হে রাহ ছামনে মশকিল
নিহি ছামান করো কেয়া কলিজে গমছে আন গারা।

৫। কোরআন কি আয়াত লা তাকনাতুমিন রাহমাতিল্লামে
কিয়ে হো ওয়াদে বখশেগা গোনাহ গারৌকু গাফফারা।

৬। কবী উমাইদ হে মেরা কে তুম বখশেগা রহমত ছে
গুনামে গর ডোবা হোঁ আজ ফেরেবে নফ্‌ছে আমমারা।

৭। গুনাহগারো আগর করতেহে এস্তেগফার ইছয়ান ছে
উনহৌকে মাগফিরাতকি ওয়াদেহে কোরান মে আ-শেকারা।

৮। আগরছে জোরমে বেহদ লেক হোঁ মোস্তাগফির ওঁছে মাইঁ
তোমহারে কহর কে ডর ছে খোদামেরা জিগর পারা।

৯। নবে আবরো কিয়া ইছয়ানকে শামতছে ইয়ে আলম মে
উয়ে আলম মে ছুপাদেগা বিহি ইছয়ান কু ছত্তারা।

১০। আমিনে পুর গুনাহ্ কু-আই খোদা ইছয়ানছে কর আজাদ
কে তুম মাবুদ মেরা মাই আব্দে আছি বেনওয়া তেরা।

গ্রন্থকার ফতওয়া আকারে এই কিতাব খানা বাংলা ১৩১৩ সালে রচনা করেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম ইহা সুষ্টু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সহি দান করিয়াছেন। অবগতির জন্য কয়েকজনের নাম এইখানে উল্লেখ করা হইল।

১। জনাব মুফতীয়ে আজম মওলানা ছৈয়েদ মহীউল্লাহ মির্জ্জাপুরী ছাহেব, হাট হাজারী।
২। " মাওলানা আবদুল কাইয়ুম ছাহেব, সাতকানিয়া।
হেড মওলবী হুগলী কলেজ।
৩। " " শাহছুপী অছিয়র রহমান ছাহেব, চরনদ্বীপ, বোয়াল খালী।
৪। " " শাহ্‌ছুপী কাজী আছদ আলী ছাহেব, বোয়াল খালী।
৫। " " " সৈয়দ ইউসুফ আহমদ ছাহেব, হাওলা।
৬। " " " হাফেজকারী ছৈয়দ তফজ্জলহোসাইন ছাহেব, মির্জাপুরী, হাটহাজারী।
৭। " " আব্দুর রহিম ছাহেব, বাবু নগরী, ফটিক ছড়ি।
৮। " " আবদুল গনি ছাহেব, কাঞ্চনপুরী, ফটিকছড়ী।
৯। " " কাজী মনওয়ার আলী ছাহেব, মিরেশ্বরাই।
১০। " " একাম উদ্দীন ছাহেব, মহেষখালী।
১১। " " ফরীদুজ্জমান ছাহেব, আমিলাইশ, সাতকানিয়া।
১২। জনাব মওলানা রহিম উল্লাহ ছাহেব, সত্ত্বা, রাউজান।
১৩। " " আবদুল্লাহ ছাহেব, পতেঙ্গা।
১৪। " " আমান উল্লাহ ছাহেব, বাঁশখালী।
১৫। " " মনছুর আলী ছাহেব।
১৬। " " আবদুছবুর ছাহেব, চরকানাই।
১৭। " " মোহাম্মদ ইছহাক ছাহেব, রোসাংগীরী।
১৮। " " সিরাজুল হক ছাহেব, নোয়াখালী।
১৯। " " আবদুস ছত্তার ছাহেব, ফরহাদাবাদ।
২০। " " আনওয়ার আলী ছাহেব, শাহ্‌বাজপুরী।
২১। " " ইজ্জত উল্লাহ ছাহেব, বামনী।
২২। " " আবদুল কুদ্দুচ ছাহেব সৈয়দপুরী।
২৩। " " খলিলুর রহমান ছাহেব, মোগলটুলী।
২৪। " " রমজান আলী ছাহেব কধুরখীল, বোয়ালখালী।
২৫। " " আবদুর রহিম ছাহেব, আবদুল্লাহপুর।
২৬। " " হামিদুল্লাহ ছাহেব, মাদার্শা, হাটহাজারী।
২৭। " " আবদুল কাদের ছাহেব।
২৮। " " আবদুল আজিজ ছাহেব, চাম্বল, বাঁশখালী।
২৯। " " আমিন উল্লাহ ছাহেব জলদী, বাঁশখালী।

৩০। " " গোলাম রব্বানী ছাহেব, গহিরা, রাউজান।
৩১। " " আনওয়ার উল্লাহ ছাহেব, সিলেট।
৩২। " " খলিলুর রহমান ছাহেব, খন্ডল।
৩৩। " " কলিম উল্লাহ ছাহেব শাহবাজপুরী।
আরও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম।

গ্রন্থকারের রচিত অন্যান্য কিতাবাদীর নাম –

১। শাওয়াহেদুল এবতালাত ফি তরদিদে মা–ফি– রাফেয়িল এশকালাত।
২। দাফেউশ শোবহাত ফি জওয়াজিল এস্তিজারে আলাত তোয়াআত।
৩। আত্ তওজিহাতুল্ বহিয়্যাহ, ফি–তরদিকে মা–ফিত তন্‌কিহাতিছ্ ছুন্নিয়াহ্
৪। মের্ আতুল ফান্নে ফি শরহে মোল্লা হাসান।
৫। রাফিউল গেশাবী ফি–তরদীদে মা–ফি এশাআতিল ফতাবী।
৬। গায়তুত, তাহ্‌কিক মা–ইয়াতা আল্লাকুবিহী তালাকুত্– তালীক।

গ্রন্থকারের পিতা হজরত মওলানা ছৈয়্দ আবদুল করিম (রঃ) এর রচিত–
নজমে দিল কোশা ফি মিলাদে মোস্তফা (দঃ)